দাওলাতুল ইসলাম

প্রোপাগাণ্ডা বনাম বাস্তবতা

আবু উসামা আল আনসারী (সাইফুদ্দৌলা)

অনুবাদ:

উস্তাদ আবু আব্দুর রহমান আশ শামী

দাওলাতুল ইসলাম
প্রোপাগান্ডা বনাম বাস্তবতা

আদ দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ খিলাফাতুহা ওয়া মু'আসারাহ্ গ্রন্থের সরল অনুবাদ

লেখক: আবু উসামা আল আনসারী (সাইফুদ্দৌলা)
অনুবাদ: উস্তাদ আবু আব্দুর রহমান আশ শামী

প্রকাশকাল: জিলহজ ১৪৪৪

সূচীপত্র

• • •

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়: সংশয় নিরসন

• • •

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি তার মুজাহিদ বান্দাদের সাহায্য করেন এবং কাফের-মুরতাদের পরাজিত করেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার নবীর উপর। যাকে তরবারি সহকারে কিয়ামতের পূর্বে বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে। তিনি মুত্তাকীদের ইমাম। হাশরের মাঠে উজ্জ্বল মুখাবয়বের অধিকারীদের নেতা। এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার পরিবার-পরিজন ও পুতঃপবিত্র সকল সাহাবাদের উপর।

পরকথা: যে কেউ এখন আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সে আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত আয়াতের বাস্তবায়ন দেখতে পাবে। যেখানে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা তার একত্ববাদী মুমিন বান্দাদেরকে দিয়ে দেওয়ার সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে,

> তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ খলিফা বানাবেন, যেমন খলিফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তাদের জন্য তিনি সেই দীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যে দীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তারা যে ভয়-ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, তারাই অবাধ্য সাব্যস্ত হবে।”[1]

আল্লাহ তা’আলা এই উম্মাহর জন্য এমন কিছু লোককে তৈরি করে দিয়েছেন যারা উম্মাহকে হকের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করবে এবং নবী ও তার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের মত করে উম্মাহর নেতৃত্ব দিবে।

দীর্ঘকাল যাবত এই উম্মাহ নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত ছিল। বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা ও উদাসীনতায় ডুবে উম্মাহ ভুলে গিয়েছিল তার হারানো গৌরব, মর্যাদা ও উজ্জ্বল ইতিহাস। আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে এমন কিছু লোক তৈরি করে দিয়েছেন যারা উম্মাহকে উদাসীনতা থেকে জাগিয়ে তুলবে। যারা উম্মাহকে দীনের সঠিক জ্ঞান ও আকীদা শিক্ষা দিবে। যারা উম্মাহর হারানো গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনবে। যেন উম্মাহ পুনরায় আসীন হতে পারে নেতৃত্ব ও মর্যাদার আসনে।

---

1 সূরা আন নূর: ৫৫

পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার নীতি হলো- তিনি বিজয়ীদেরকে এই পৃথিবীর কর্তৃত্ব প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

অর্থ: "তুমি কখনই আল্লাহর রীতিতে কোনরূপ পরিবর্তন পাবে না।"[2]

হক ও বাতিলের মাঝে লড়াই ও দ্বন্দ্ব কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ

অর্থ: "তারা (কাফিররা) ক্রমাগত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে। এমনকি পারলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেক ফেরাতে চেষ্টা করবে।"[3]

যখন সত্য প্রকাশিত হয়, তখন বাতিল সবদিক থেকে সত্যের উপর আঘাত করতে থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সত্য হয়ে যায় নিভু নিভু। কিন্তু বাতিল সত্যের ওপর বিজয়ী হওয়া অসম্ভব। অন্ধকার কিছুতেই আলোর উপর জয়লাভ করতে পারে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা সত্যের সাহায্যকারী এবং তিনি সত্যকে বিজয়ী করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

2 সূরা আল আহযাব: ৬২

3 সূরা আল বাকারা: ২১৭

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

অর্থ: “তারা আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের (ফুঁ) দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তার নূরের পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া আর কিছুতেই সম্মত নন, তাতে কাফেরগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক।”[4]

হককে বিজয়ী করার প্রয়াস হিসেবে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে হকের সাহায্য হিসেবে আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এই পৃষ্ঠাগুলো লিখছি। যেন হকের ব্যাপারে অস্পষ্টতা ও গোপনীয়তা দূর হয়ে যায়।

আমি আল্লাহ তা’আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার কলম ও কথাকে সঠিক করেন। তিনি যেন বিবেকবানদের চক্ষুকে ও অন্তরকে হকের দিকে ধাবিত করে দেন। যেন বিরোধী ও ছিদ্রান্বেষীদের কোনো প্রমাণ ও সংশয় বাকি না থাকে। ফলে যারা টিকে থাকবে তারা প্রমাণসহ টিকে থাকবে আর যারা ধ্বংস হবে তারা প্রমাণসহ ধ্বংস হবে। আল্লাহ তা’আলা যেন আমার ওজর গ্রহণ করেন। আমি আল্লাহ তা’আলার কাছে আরও প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার ভুলগুলো ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বোত্তম অভিভাবক ও সর্বশক্তিমান।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

4 সূরা আত তাওবাহ: ৩২

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي

يَفْقَهُوا قَوْلِي

অর্থ: "মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ খুলে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে।"[5]

লিখেছেন,
আবু উসামা আল আনসারী
১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

5 সূরা ত্বা-হা: ২৫- ২৮

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ:
দাওলাতুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দাওলাতুল ইসলাম নামটি সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক। তারা মুমিনদের একটি দল যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করেছেন। আমরা তাদের সম্পর্কে এমনটাই ধারণা করি, বাকি আমরা আল্লাহর উপর কাউকে পবিত্র বলে ঘোষণা করি না। তারা এই দীনের সাহায্য ও দুর্বল মুসলমানদের সহযোগিতা করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তারা ভোগবিলাস ও আয়েশী জীবন ছেড়ে আল্লাহর আদেশ পালনার্থে নিজেদের জান-মাল ও পরিবার-পরিজন নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেরিয়ে পড়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ: "(জিহাদের জন্য) বের হয়ে পড়, তোমরা হালকা অবস্থায় থাকো বা ভারী অবস্থায় এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। তোমরা যদি বুঝ-সমঝ রাখ, তবে এটাই তোমাদের পক্ষে উত্তম।"[6]

তারা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে মরুভূমিতে আবাস গেড়েছেন। মরুভূমির উত্তপ্ত গরম ও দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করেছেন। ইহুদি ও আমেরিকান খচ্চরদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে জিহাদ করেছেন। তাদের মর্যাদা ও অহংকার ধুলোয়

6 সূরা আত তাওবাহ: ৪১

মিশিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তাদেরকে সূচনীয়ভাবে পরাজিত করেছেন। দুই নদীর দেশ ইরাক থেকে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে বিতাড়িত করেছেন। এরপর মুশরিক রাফিজিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাদের ক্ষমতার গদি ও সিংহাসন উল্টে দিয়েছেন। তাদের অবাধ্যতার দেয়াল গুঁড়িয়ে দিয়েছেন এবং কারাগার থেকে মুমিনদেরকে মুক্ত করেছেন। দীর্ঘদিন জিহাদের ময়দানে বহু প্রাণ ও রক্ত বিসর্জনের পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাসনক্ষমতা প্রদান করেছেন। ফলে তারা দীর্ঘদিন মরুভূমির উত্তপ্ত গরম ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার পর শহরে ফিরে এসেছেন। তারা তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে সালাত কায়েম করেন, যাকাত আদায় করেন, সৎ কাজের আদেশ করেন এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের হাতে ইরাক বিজয় করেছেন এবং তাদেরকে সেখানকার কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন। তারা মুশরিক রাফিজিদের নাপাকি থেকে ইরাকের শহরগুলো মুক্ত করেছেন। এরপর দেশে ইনসাফ কায়েম করেছেন, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী তার শরীয়ত বাস্তবায়ন করেছেন।

আপনি ইরাকবাসীকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা আপনাকে দাওলাতুল ইসলাম সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দিতে পারবে। শ্রোতা কখনই প্রত্যক্ষদর্শীর সমতুল্য হতে পারে না। তারা (দাওলার সৈনিকগণ) হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার লার মুত্তাকী সৈনিক, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে পৃথিবীতে শাসনক্ষমতা প্রদানের জন্য নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য শামের ভূমি বিজয় করেছেন। ফলে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় দ্রুত সেদিকে ধাবিত হয়েছেন। আল্লাহর শত্রু নুসাইরীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তারা ছিলেন ব্যাকুল। যেন তারা আল্লাহর মজলুম

বান্দাদেরকে তাদের (নুসাইরীদের) জুলুম ও শোষণ থেকে মুক্ত করতে পারেন। তাদের অবস্থা যেন একথার ঘোষণা দিচ্ছিল- এই পৃথিবী আল্লাহর। অতএব কিছুতেই এটা আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোনভাবে শাসন করা যাবে না। মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত বান্দা। তাদের জান-মাল কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্যই নিবেদিত। তাই শামের ভূমিতে তারা তাদের নিজেদের ও কলিজার টুকরো সন্তানদের জীবন উৎসর্গ করেছেন যেন আল্লাহর দীন পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তারা সাইক্স-পিকো কর্তৃক নির্ধারিত সীমানা ভেঙে দিয়েছেন এবং পশ্চিমাদের বানানো মানচিত্র পদদলিত করেছেন। তারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সময় এখন দাওলাতুল ইসলামের উত্থানের। যার সামনে কোনো সীমানা কিংবা মানচিত্র বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে আল্লাহর নির্বাচিত ও প্রিয় ভূমি খ্যাত-শামের ভূমিতে প্রবেশ করেছেন। তারা দেশ শাসন করেছেন আল্লাহর কিতাব, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসারে। তারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানুষকে দীনের মৌলিক বিষয়াদি ও বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শরয়ী ইনস্টিটিউট চালু করেছেন। হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মেডিকেল কলেজ নির্মাণ করেছেন। ফলশ্রুতিতে দীর্ঘদীন পর শামের মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন-যাপন করেছে। আর কেনই বা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে না? যেখানে আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী দেশ শাসিত হচ্ছে! কে আছে আল্লাহর চেয়ে উত্তম শাসনকর্তা!! এসব কিছু আমরা শামের লোকদের মুখেই শুনেছি। এমনকি সেখানকার খ্রিস্টানরাও এর স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

• • •

আপনারা দাওলা ও দাওলার এসব কার্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য করুন এবং নিজেদের বিবেক ও অন্তর দিয়ে বিবেচনা করুন। দাওলার অফিসিয়াল রিলিজগুলো যাচাই করুন। বিরোধী পক্ষের প্রোপাগান্ডায় কান দিবেন না। বিশেষ করে সংবাদদাতা যদি হয় জায়নিস্ট ইহুদি ও কোনো আমেরিকান সাংবাদিক; যারা মোটেই ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ চায় না। কিংবা ইহুদি ও আমেরিকানদের পা চাটা গোলাম আরব তাগুত শাসকদের কোনো মিডিয়া। কিংবা আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে হক থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন এবং যারা নিজেদেরকে তাদের প্রবৃত্তির কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

অতএব হে সত্যানুসন্ধানী! ইনসাফ ও বাস্তবতার দৃষ্টিতে এই হলো দাওলাতুল ইসলাম। বাস্তব ঘটনাবলীর আলোকে এগুলো প্রমাণিত। কাফির ও মুরতাদদের মিডিয়া থেকে নয়। অতএব আপনারা আপনাদের হৃদয়কে একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদন করুন। হক চেনার জন্য আল্লাহর দরবারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। আল্লাহর অনুগ্রহে আপনারা সফল হবেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের সবাইকে অন্তর্দৃষ্টি ও হেদায়েত দান করেন।

• • •

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:
দাওলাতুল ইসলাম যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

আমেরিকা যখন বড় শয়তান জর্জ ডব্লিউ বুশের আমলে ২০০৩ সালে ইরাকে আক্রমণ করেছিল এবং আমেরিকান ক্রুসেডার সৈন্যরা তাদের গোলাম ধর্মনিরপেক্ষ ও মুশরিক রাফিজিদের ছত্রছায়ায় দুই নদীর দেশ ইরাকে প্রবেশ করেছিল তখন ইরাক থেকে আগ্রাসী শত্রুকে দমনের জন্য বিভিন্ন মুজাহিদ বাহিনী ও প্রতিরোধ সেল গঠিত হয়। এই প্রতিরোধ যোদ্ধারা মোটাদাগে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একদল ছিলেন মুজাহিদীন। তারা ইসলামের বিধান অনুযায়ী শরিয়তের বিধান অনুসরণ করে আমেরিকা ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। আর এটাই হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আরেকদল ছিল জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ যোদ্ধা। জিহাদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বরং তারা যুদ্ধ করেছিল রাজনৈতিক কারণে এবং জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তারা দখলকৃত রাষ্ট্রের কিছু পদ পেয়ে তাদের প্রতিরোধ সমাপ্ত করে দেয়। জাহেলিয়াতের পতাকাতলে তাদের এই প্রতিরোধ ছিল নামমাত্র। এতে দখলদার ক্রুসেডারদের কোনো সমস্যা হয়নি। বরং পরবর্তীতে এই দলগুলো আগ্রাসী ক্রুসেডার বাহিনীর গোলাম হিসেবে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবদান রেখেছে।

মুজাহিদগণ জিহাদ করেছিলেন শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে। দুনিয়া, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও পদ-পদবী তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। জিহাদ ও আগ্রাসী শত্রুকে মুসলমানদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করা ছিল তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ সকল মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে একটি দল ছিল 'জামাআতুত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ ফি বিলাদির রাফিদাইন'। জামাআতুত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ

ছিল দাওলাতুল ইসলাম গঠনের প্রথম পর্যায়। এই দলটির নেতা ছিলেন উম্মাহর অকুতোভয় লড়াকু সৈনিক, মহান বীর যোদ্ধা, আমিরুল ইস্তিশহাদিয়্যীন শায়খ আবু মুসআব আয-যারকাবী তাকাব্বালাহুল্লাহ (আল্লাহ তাকে কবুল করুন)। এই জর্ডানী যুবক শৈশবে জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে ভালোবেসে বেড়ে উঠেছেন। এরপর তিনি আফগানিস্তানে জিহাদে যোগদান করেন। সেখানে বরেণ্য মুজাহিদ শায়খগণের সান্নিধ্যে থেকে তিনি ইলম ও জিহাদের দীক্ষা লাভ করেন। সেখানে তিনি ছিলেন অগ্রগামীদের প্রথম দলে শায়েখ আবু আব্দুল্লাহ ওসামা বিন লাদেন তাকাব্বালাহুল্লাহর সাথে।

এরপর শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রাহিমাহুল্লাহ তখনকার মুজাহিদ আলিমগণের কাছ থেকে শরয়ী ইলমে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে এবং জিহাদের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে সামরিক জ্ঞানে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করার করে ইরাকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিকে সেখানে হিজরত করেন। তিনি ছিলেন ইরাকে প্রথম হিজরতকারীদের একজন। ইরাকে তিনি তার জিহাদের ময়দানে অগ্রগামী সঙ্গীদেরকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'জামাআতুত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ ফি বিলাদির রাফিদাইন' এটাই ছিল ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্রের বীজ। তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন এবং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করেন। তাদের সংখ্যা ও শক্তির স্বল্পতা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে ছিলেন। তিনি তাদেরকে শত্রুর উপর সঠিকভাবে সঠিক স্থানে আঘাত করতে সহায়তা করেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেন। কিছুদিন তারা এই ব্যানারে ও নামে জিহাদ করেন এবং অল্প দিনেই এই দলটির সুনাম ছড়িয়ে পড়ে মুমিনদের মাঝে। এই নাম হয়ে ওঠে কাফেরদের ভয় ও আতঙ্কের কারণ।

• • •

এরপর শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রাহিমাহুল্লাহ শায়েখ ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহকে বাইআত প্রদান করেন। এ বাইআত ছিল আল্লাহর শত্রুদের মুখে চপেটাঘাতের সমতুল্য। অন্যদিকে সকল মুমিনগণ এতে আনন্দিত হন। বিশেষভাবে মুজাহিদিনগণ। এর মাধ্যমে জামাআতুত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ নামটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। দলের নতুন নাম দেওয়া হয় ‘তানযিমু কায়িদাতিল জিহাদ ফি বিলাদির রাফিদাইন’। যা ছিল কাফেরদের জন্য আগের চেয়েও বেশি ভীতি সঞ্চারক। এটি ছিল দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পর্যায়। যার মাধ্যমে আমেরিকার দম্ভ ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়।

এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক আল কায়েদাকে বাইআত প্রদান করা ছিল কাফেরদের উপর অনেক বড় আঘাতের শামিল। কারণ ওই সময় যুগের সবচেয়ে বড় তাগুত আমেরিকা চাচ্ছিল আল কায়েদাকে নিঃশেষ করে দিতে, নিশ্চিহ্ন করে দিতে। তারা মনে করেছিল তারা এটা করতে সক্ষম। তখনই নতুন স্থানে লোকবল নিয়ে আল কায়েদার আত্মপ্রকাশ ঘটলো। যারা একই আকিদা-মানহাজ ও কর্মপন্থা লালন করে। এজন্য এই বাইআত ছিল যুগের সবচেয়ে বড় তাগুত আমেরিকার উপর কঠিন আঘাত। পাশাপাশি আরবের তাগুতদের উপরও এই বাইআত অনেক বড় আঘাত ছিল। এই বাইআতের পর শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রাহিমাহুল্লাহ ও তার দল ইরাকে আল কায়েদার শাখা হিসেবে কাজ করতে থাকে। দলটির ক্রমবর্ধমান আঘাত ক্রুসেডার বাহিনীকে ক্লান্ত ও পর্যদুস্থ করে তোলে। আমেরিকার আর্থিক ও সামরিক শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। ধীরে ধীরে মুজাহিদদের অনুকূলে সাহায্য ও বিজয়ের বিজলী চমকাতে শুরু করে।

• • •

বিজয়ের এই পর্যায়ে এসে মুজাহিদগণ ইরাকে ক্রুসেডার আমেরিকার বিরুদ্ধে সকল জিহাদী দলের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যা হবে নিঃসন্দেহে আল্লাহর শত্রুদের ওপর আগের চেয়েও বড় ও কঠিন আঘাত। তখন তারা 'মজলিসে সূরা মুজাহিদীন ফিল ইরাক' গঠন করেন। এই মজলিস ছিল দাওলাতুল ইসলাম গঠনের একটি প্রক্রিয়া। ইরাকের অধিকাংশ জিহাদী দল এই মজলিসে অংশগ্রহণ করেছিল। এই মজলিসের অন্যতম লক্ষ্য ছিল সকল জিহাদি দলের সামরিক কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করা। আল্লাহর অনুগ্রহে এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন হয়েছিল। এই মজলিস ছিল মুজাহিদদের ঐক্যের প্রথম ধাপ ও দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার খুঁটি স্বরুপ।

মুজাহিদগণ সবসময় যে দাওলার স্বপ্ন দেখতেন এবং কল্পনা করতেন, আল্লাহর অনুগ্রহে তারা তাদের প্রচেষ্টার সুফল লাভ করেছেন। এই মজলিসের পরপরই 'হিলফুল মুত্তইয়্যিবীন' গঠিত হয়। যা ছিল ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে সর্বশেষ ধাপ। এ পর্যায়ে মুজাহিদদের কেবল বাকি ছিল একজন ইমাম ঠিক করা। জামাআত ও সংগঠনের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে দাওলাতুল ইসলাম গঠন করা; যা হবে খিলাফার বীজ। ফলে মুজাহিদগণ পশ্চিমা ও তাদের পা চাটা গোলাম আরবের তাগুতদের উপর দ্বিতীয় চপেটাঘাত হিসেবে ইরাকে 'দাওলাতুল ইরাক আল ইসলমিইয়্যাহ' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এটা ছিল ২০০৬ সালের ঘটনা। আমিরুল মুমিনীন শায়েখ আবু ওমর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লাহ দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর আমির মনোনীত হন। ইরাকের সকল জিহাদি দল তাকে বাইআত প্রদান করে। তবে 'জামাআতুল আনসার' বাইআত প্রদান করতে কিছুটা বিলম্ব করে। দাওলা সম্প্রসারিত হওয়ার পর তারাও দাওলাকে বাইআত প্রদান করে এবং দাওলার সাথে যুক্ত হয়ে যায়।

• • •

দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুজাহিদগণ জামাআত ও সংগঠনের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসেন এবং দাওলাতুল ইসলামের প্রশস্ততায় প্রবেশ করেন। এর মাধ্যমে আল কায়েদার সাথে বাইআতের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। আমরা এখানে শায়েখ ডক্টর আয়মান আয যাওয়াহিরী'র কথা উল্লেখ করছি, যা তিনি ইরাকের আল কায়েদা শাখা দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীকে বাইআত প্রদান করার পরে বলেছিলেন। তিনি নিজেই একটি ডকুমেন্টারি প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামী প্রতিষ্ঠার শুভেচ্ছা জানান এবং দাওলার আমীর, নেতৃবৃন্দ ও সৈনিকদের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি তিনি ইরাকে আল কায়েদা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার এবং দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর সাথে মিশে যাওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন।

ইরাকে দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ছিল এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এর মাধ্যমে মুজাহিদগণ তাদের কুরবানি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ফসল স্বচক্ষে দেখতে পেরেছিলেন। তারা তাদের লড়াইয়ের সুফল বাস্তবে কার্যকর হতে দেখেছিলেন। যেখানে রাফিজিরা তাদের এই প্রচেষ্টার ফসল কেড়ে নিতে চেয়েছিল।

দাওলাতুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা কাফেরদেরকে ক্রোধান্বিত করে। তাদের মধ্যে ভীতি, আতঙ্ক ও ত্রাশ ছড়িয়ে পড়ে। মুজাহিদদের এই অভাবনীয় উন্নতি ও সফলতায় তারা ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অন্যদিকে দাওলাতুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা সকল মুসলমান ও মুজাহিদদের হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল বয়ে দেয়। পৃথিবীর অন্যান্য সকল অঞ্চলের মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ ও উলামায়ে কেরাম দাওরাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানান এবং এর আমির,

কমান্ডার ও সাধারণ সৈনিকদের প্রশংসা করেন। দাওলা হয়ে ওঠে পুরো বিশ্বের দৃষ্টিস্থল এবং দুর্বল মুসলমানদের আশা-ভরসার কেন্দ্র।

ধীরে ধীরে দাওলা ভূপৃষ্ঠের ঢেউ ভাঙতে শুরু করে। তাদের অবস্থার বর্ণনা ছিল এমন- এই পৃথিবী আল্লাহর এবং কিছুতেই তা আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোনোভাবে শাসিত হতে পারে না। একপর্যায়ে শামে জিহাদের ঘোষক ঘোষণা করেন, 'হে আল্লাহর ঘোড়া! (সৈনিক) আল্লাহর মুজাহিদ বান্দাদের সাথে যুক্ত হও' শাম ছিল দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের প্রতিশ্রুত ভূমি। তাই কিছুদিন পর দাওলা শামের ভূমিতে সম্প্রসারিত হওয়ার ঘোষণা প্রদান করা হয়। দাওলার নতুন নাম দেওয়া হয় 'দাওলাতুল ইসলাম ফিল ইরাক ওয়াশ শাম' অবশ্যই ইতোপূর্বেই দাওলা 'জাবহাতুন নুসরা' নামে গোপনে শামে সম্প্রসারিত হয়েছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে দাওলা শামের ভূমিতে সম্প্রসারিত হওয়ার পর এর শক্তিমত্তা প্রকাশ পায়। এ পর্যায়ে এসে দাওলার উপর খেলাফত ঘোষণা দেওয়া এবং খলিফা নির্ধারণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। সেটা ছিল মহান শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী আল হোসাইনী আল কুরাইশির যুগ। আল্লাহ তা'আলা তাকে এই বিরাট আমানত বহন করার তাওফীক দান করেন। আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই ধারণা করি।

এই ছিল দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন ধাপ। যেগুলো অতিক্রম করে দাওলা নিজেদের আমিরের অধীনে আল কায়েদা থেকে স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে তারা জিহাদের মাঠে অগ্রগামী হিসেবে আল কায়েদার আমিরদের সাথে গুরুজন ও আমিরের ন্যায় আচরণ করতেন। এটা ছিল দাওলার নেতৃবৃন্দ ও সৈনিকদের উত্তম আচরণের প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা তাদের মঙ্গল করুন। তাদের প্রতিদান আল্লাহর নিকটই সংরক্ষিত রয়েছে।

• • •

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:
দাওলাতুল ইসলামের নেতৃবৃন্দ ও সৈনিকদের আকিদা ও মানহাজ

দাওলাতুল ইসলামের আকীদা নিয়ে কথা বলতে হবে-এটা খুবই দুঃখজনক বিষয়। বিবেকবান যে কোনো ব্যক্তি দাওলার কার্যক্রম দেখে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে যে তাদের আকিদা ও মানহাজ বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ। বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় দাওলা তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা মানহাজের উপর আছে। তারা সালাফে সালেহীনের পথের অনুসরণকারী। তারা তাদের অফিসিয়াল মিডিয়াতে তাদের বিশুদ্ধ আকিদা ও মানহাজ সুস্পষ্ট করেছে। এমনিভাবে তাদের নেতৃবৃন্দের অডিও বার্তায় সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কথার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হককে প্রকাশ করেছেন এবং বাতিলের পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন।

তবে কেউ কেউ এই বাস্তবতা লুকিয়ে রাখতে চায়। যেন মুসলমানরা দাওলাতুল ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত না হয়। হলে তো আরব ও আনারবের তাগুতদের এই কঠিন সময়ে পুরো বিশ্বব্যাপী ইসলামী জিহাদের জাগরণ শুরু হয়ে যাবে। তাই তারা দাওলার বিশুদ্ধ আকিদার ব্যাপারে ধোঁয়াশা ও সংশয় ছড়িয়ে দিয়েছে। এই প্রোপাগান্ডায় তারা তাদের অধীনস্থ মিডিয়াগুলোকে ব্যবহার করেছে। আফসোসের কথা হলো- তারা এই প্রোপাগান্ডায় তাদেরকেও জড়িয়েছে যাদেরকে আমরা আহলুল ইলম মনে করতাম। ফলশ্রুতিতে তারা দাওলাতুল ইসলামের উপর বিভিন্ন অন্যায়,

অপবাদ আরোপ করেছে। দলিল প্রমাণ ছাড়া অনেক দোষ-ত্রুটি তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন তারা মিথ্যাবাদী।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ করেছেন যাচাই-বাছাই করার এবং দলিল ও প্রমাণ ছাড়া মানুষের ব্যাপারে দ্রুত কোনো হুকুম না দেওয়ার। যেন আমরা অজ্ঞতাবশত কারো উপর আক্রমণ করে না বসি। যেমনটা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন। আমরা যদি দাওলাতুল ইসলামের আকিদা জানতে চাই, তাহলে আমাদের করণীয় হলো দাওলার ওলামা-মাশায়েখ ও নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে তা জানা। ক্রুসেডার ও জায়নিস্ট মিডিয়ার মাধ্যমে নয়। কারণ পূর্বেই আমরা বলেছি আরব ও অনারবের তাগুতরা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী দেখতে চায় না, তারা দীনের বিজয় পছন্দ করে না। তারা চায় না যে মুসলিম উম্মাহ তাদের উদাসীনতা থেকে জেগে উঠুক। তাই যারা উম্মাহকে জাগাতে চায় এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে চায় তারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্ববাদী বান্দাদের সাথে আছেন। আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন যে, তিনি, তাঁর রাসূলগণ এবং তার মুমিন বান্দাগণ বিজয়ী হবেন; যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। আর এই যুগে অন্যদের তুলনায় দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ এর সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। কারণ তারা আল্লাহ তা'আলা, তার মালাইকা, তার কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান রাখেন। তারা রব হিসেবে আল্লাহকে, দীন হিসেবে ইসলামকে এবং নবী ও রাসূল হিসেবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে গ্রহণ করেছেন। তাদের আকিদা হুবহু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা।

তারা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এক। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। তাওহীদের

কালিমার ভিত্তিতে আল্লাহ তা’আলার জন্য যা কিছু সাব্যস্ত হয় তারা তার জন্য তাই সাব্যস্ত করেন। তারা আল্লাহ তা’আলার সাথে কাউকে অংশীদার কিংবা সমকক্ষ বানান না। তারা সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোনো অংশীদার নেই। এটাই হলো এই দীনের মৌলিক বিষয়। যে ব্যক্তি এর স্বীকারোক্তি প্রদান করবে এবং শর্তসমূহ পূরণ করবে যথাযথভাবে এর হক আদায় করবে সে মুসলিম। আর যে ব্যক্তি এর শর্তসমূহ আদায় করবে না কিংবা ঈমান বিনষ্টকারী কোনো কাজে লিপ্ত হবে; সে কাফের। যদিও সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে।

দাওলাতুল ইসলামের নেতৃবৃন্দ ও সৈনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা’আলা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পৃথিবীর পরিচালনাকারী। রাজত্ব তারই। তিনি সকল প্রশংসার অধিকারী এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি সর্বপ্রথম। তিনি সর্বশেষ। তিনি যাহের। তিনি বাতেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

অর্থ: “কোনও জিনিস নয় তার অনুরূপ। তিনিই সব কথা শোনেন, সবকিছু দেখেন।”[7]

তারা আল্লাহ তা’আলার কোনো নাম ও গুণাবলীর অপব্যাখ্যা করেন না। তার আল্লাহ তা’আলার জন্য তাই সাব্যস্ত করেন যা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। তারা আল্লাহ তা’আলার গুণাবলীর ব্যাপারে

7 সূরা আশ্-শূরা: ১১

তাকয়ীফ (ধরণ নির্ধারণ), তামসীল (সাদৃশ্য প্রদান), তাবীল ও তা'তীল (নিষ্ক্রিয়করণ) করেন না।

তারা বিশ্বাস করেন যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর নবী ও রাসূল। তিনি জিন ও মানব সকল সৃষ্টিজীবের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। তার সকল আদেশ মেনে নেওয়া আবশ্যক। তিনি যা কিছু বলেছেন ও সংবাদ দিয়েছেন সেগুলো মেনে নেওয়া ও সত্যায়ন করা আবশ্যক। তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী মেনে চলেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

অর্থঃ "না, (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানবে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ না করবে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেবে।"[৪]

তারা আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত মালাইকার প্রতি ঈমান রাখেন। মালাইকা আল্লাহ্ তা'আলার কোনো আদেশ অমান্য করেন না। তাদেরকে যা করতে

৪ সূরা আন নিসাঃ ৬৫

বলা হয় তারা তাই করেন। মালাইকার প্রতি ভালবাসা লালন করা ঈমানের অংশ আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা কুফরী।

তারা বিশ্বাস করেন যে, কুরআনের অক্ষর ও অর্থ উভয়টি আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং তা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম গুণাবলী। কুরআন মাখলুক বা সৃষ্ট নয়। কুরআনকে সম্মান করা কুরআনের আদেশের অনুসরণ করা এবং কুরআনের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

তারা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে বিভিন্ন নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের প্রথম ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ। সকল নবীগণ পরস্পরে ভাইয়ের মত। তাদেরকে রাব্বুল আলামিনের একত্ববাদের বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। সকল নবীগণের দীন ছিল ইসলাম। তারা বিশ্বাস করেন যে, হাদিস/সুন্নাহ হলো দ্বিতীয় ওহী। তা কুরআনের ব্যাখ্যা ও স্পষ্টকারী। বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত সুন্নাহ কারো কথায় ছাড়া যাবে না, সে যেই হোক না কেন। তারা ছোট বড় সর্বপ্রকার বিদআত পরিহার করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, আমাদের নবী ﷺ কে ভালোবাসা আবশ্যক ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট অর্জনের মাধ্যম। বিপরীতে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফর ও নিফাক। নবীজির প্রতি ভালবাসায় তারা তাঁর পরিবার-পরিজনকে ভালোবাসেন এবং তাঁদেরকে সম্মান করেন। এক্ষেত্রে তারা বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি করেন না।

তারা সকল সাহাবীর প্রতি সন্তুষ্ট। সকল সাহাবী ন্যায়পরায়ণ ও আদেল। তারা সাহাবাদের সম্পর্কে কেবল ভালো কথাই বলেন। সাহাবীদের প্রতি

ভালোবাসা পোষণ করা আমাদের উপর আবশ্যক আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা নিফাক। তারা সাহাবীদের মধ্যকার মতবিরোধ এড়িয়ে যান। এক্ষেত্রে সকল সাহাবীর নিজস্ব তাবিল ছিল। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম।

তাঁরা তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। যা কিছু হয় সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। আল্লাহ তা'আলার রয়েছে অপ্রতিহত ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। আল্লাহ যা চান তা হয়, তিনি যা চান না তা হয় না। আল্লাহ তা'আলা বান্দার কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে বান্দার স্বীয় কর্মের ইচ্ছাধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত তার রহমত, দয়া ও অনুগ্রহের বাইরে যায় না।

তারা বিশ্বাস করেন যে, কবরের আজাব ও নেয়ামত সত্য। যে ব্যক্তি আজাবের উপযুক্ত আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। আর চাইলে মাফ করে দিবেন। তারা মুনকার ও নাকিরের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখেন। যেমনটা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء

অর্থ: "ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে এ সুদৃঢ় কথার উপর স্থিতি দান করেন দুনিয়ার জীবনেও এবং আখেরাতেও। আর আল্লাহ জালেমদেরকে করেন বিভ্রান্ত। আল্লাহ (নিজ হিকমত অনুযায়ী) যা চান, তাই করেন।"[9]

---

9 সূরা ইবরাহীম: ২৭

তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও আখেরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তারা বিশ্বাস করেন যে আমলনামা আল্লাহ্ তা'আলার সামনে প্রদর্শন করা হবে এবং বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলার মুখোমুখি হতে হবে। তারা হিসাব-নিকাশ, মিজান, হাউজে কাউসার ও পুলসিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। এবং বিশ্বাস রাখেন যে জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত কেয়ামতের আলামতের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। আল্লাহ্ তা'আলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়ংকর ফিতনা হলো দাজ্জালের ফিতনা। তারা বিশ্বাস করেন যে ঈসা আলাইহিস সালাম পুনরায় অবতরণ করবেন। তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। তারা বিশ্বাস করেন যে নবুওয়াতের আদলে খিলাফত পুনরায় ফিরে আসবে।

তারা বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ্ তা'আলা একদল (গুনাহ্গার) মুমিনকে সুপারিশকারীদের সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে অনুমতি দিবেন তার সুপারিশ করার বিষয়টি প্রমাণিত ও সুবিদিত। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সুপারিশ করবেন এবং কিয়ামতের দিন তিনি 'মাকামে মাহমুদ' এর মর্যাদা লাভ করবেন।

ঈমান হলো কথা, কাজ ও নিয়তের সমষ্টি। অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা, মুখে স্বীকারোক্তি প্রদান করা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আমল করার সমষ্টি হলো ঈমান। এগুলোর মধ্যে কোনো ভাগাভাগি নেই। অন্তরের বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যে অন্তরের কথা ও কাজ অন্তর্ভুক্ত। অন্তরের কথা হলো আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় জানা এবং তাঁকে সত্যায়ন করা। অন্তরের কাজ হলো ভালোবাসা, ভয় করা ও আশা করা...। তারা বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ্ তা'আলার

আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তার অবাধ্যতার কারণে ঈমান ত্রুটিযুক্ত হয়।

ঈমানের অনেক শাখা আছে যেমনটা বলেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। সর্বোচ্চ শাখা হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। ঈমানের কিছু শাখা এমন যেগুলো মূল, এগুলো চলে গেলে ঈমান চলে যায়। যেমন: তাওহীদ তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ও সালাত ইত্যাদি যেসব শাখা ছুটে গেলে কুরআন ও হাদিসে ঈমান চলে যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর কিছু শাখা আছে এমন যেগুলো ছুটে গেলে ওয়াজিব বা ঈমানের আবশ্যকীয় অংশ ছুটে যায়। যেমন: ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি ইত্যাদি।

তারা কোনো একত্ববাদী মুসলমানকে তাকফির করেন না এবং সাধারণ গুনাহের কারণে আহলে কিবলাকে কাফের বলেন না। যেমন: ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি। যতক্ষণ না কেউ এগুলো হারাম মনে করে। ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান বাড়াবাড়িকারী খারেজি ও ছাড়াছাড়িকারী মুরজিয়াদের মাঝামাঝি পর্যায়ে। তাদের নিকট কুফর দুই প্রকার। বড় কুফর ও ছোট কুফর। কুফরের লিপ্ত ব্যক্তির উপর (কুফরী) বিশ্বাস, কথা ও কাজের কারণে কুফরীর হুকুম বর্তায়। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বিশেষকে তাকফির করা এবং তার ব্যাপারে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করা তাদের নিকট তাকফীরের শর্তসমূহ পূরণ হওয়া ও প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তারা সাধারণভাবে নেয়ামতের সুসংবাদ ও আজাবের ধমক এবং তাকফির (কাউকে কাফের বলা) ও তাফসিক (কাউকে ফাসেক বলা) এর নুসুস ব্যবহার করেন। কিন্তু নির্দিষ্ট কাউকে কাফের বলে ফতোয়া প্রদান করেন না। যতক্ষণ না তার থেকে তাকফীরের

প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। তারা সন্দেহ ও পরিণতি এবং ফলাফলের বিবেচনায় তাকফির করেন না। তারা তাদেরকেই তাকফির করেন যাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাকফির করেছেন। যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অনুসরণ করবে তারা কাফের। চাই তাদের কাছে প্রমাণ পৌঁছুক বা না পৌঁছুক। তবে আখেরাতের শাস্তি কেবল তারাই ভোগ করবে যাদের কাছে প্রমাণ পৌঁছেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

অর্থ: "আমি কখনও কাউকে শাস্তি দেই না, যতক্ষণ না (তার কাছে) কোনো রাসূল পাঠাই।"[10]

তারা বিশ্বাস করেন যে, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য প্রদান করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে এবং ইসলাম বিনষ্টকারী কোনো কাজে লিপ্ত না হয়, তার সাথে মুসলমানের মত আচরণ করা হবে। তার মনে কি আছে সেটা আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করা হবে। কেননা যে ব্যক্তি যে ধর্মের নিদর্শন প্রকাশ করে তাকে সেই ধর্মের অনুসারী বলেই গণ্য করা হয়। সকল মানুষের বিধান বাহ্যিক অবস্থার বিবেচনায় নির্ণয় করা হবে। সবার গোপন বিষয় কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

তারা বিশ্বাস করেন যে, রাফিজিরা হলো মুশরিক ও মুরতাদ। তাদের আলেম ও সাধারণ সবার হুকুম একই। তারা বিশ্বাস করেন যে, দেশে যখন কুফরি বিধি-বিধান প্রাধান্য লাভ করে এবং কুফরের নিদর্শনাবলীর মর্যাদা প্রকাশ পায় তখন সেটি আর দারুল ইসলাম থাকে না বরং দারুল কুফরে

10 সূরা বনী-ইসরাঈল: ১৫

পরিণত হয়। তবে এ কারণে অর্থাৎ মুসলিম দেশে মুরতাদদের আধিপত্য বিস্তারের কারণে সেদেশের সকল অধিবাসী মুরতাদ হয়ে যায় না। তারা বাড়াবাড়িকারিদের ন্যায় এ কথা বলেন না যে, মানুষের মধ্যে মূল হলো কুফর। বরং প্রত্যেক মানুষের হুকুম সে মুসলমান নাকি কাফের নির্ণয় করা হবে তার অবস্থা অনুযায়ী।

তারা বিশ্বাস করেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতার সকল রুপ; যেমন: জাতীয়তাবাদ, স্বদেশবাদ, সমাজতন্ত্র ও বাথপার্টি ইত্যাদি সবগুলোই সুস্পষ্ট কুফর এবং ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। তাদের কর্মপন্থা খোলাফায়ে রাশেদীন ও তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের কর্মপন্থার অনুরূপ। তাদের নিকট দলিলের উৎস হলো- সর্বোত্তম তিন যুগের সালাফগনের ব্যাখ্যার আলোকে গৃহীত কিতাব ও সুন্নাহ। তারা নেককার ও পাপী এবং অপরিচিত মুসলমানের পিছনে সালাত আদায় করা জায়েজ মনে করেন। তারা বিশ্বাস করেন, জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত চলবে। খলিফা থাকুক বা না থাকুক। খলিফা ন্যায়পরায়ণ হোক বা জালেম হোক। খলিফা না থাকলে এই অজুহাতে জিহাদে বিলম্ব করা হবে না। কারণ বিলম্বের কারণে জিহাদের ফায়দা নষ্ট হয়ে যায়। জিহাদে গণীমত লাভ হলে কমান্ডারগণ শরীয়ত অনুযায়ী সেগুলো বন্টন করবেন। প্রত্যেক মুমিনের উচিত আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া; যদিও সে একা হয়।

মুসলমানদের জীবন, সম্মান ও সম্পদ নষ্ট করা তারা হারাম মনে করেন। এগুলো কেবল তখনই বৈধ হবে যখন শরীয়ত এগুলোকে বৈধ বলবে। তারা বিশ্বাস করেন, আগ্রাসি কাফের ও মুরতাদ যদি মুসলমানদের সম্মানে আঘাত হানে, তাহলে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। তখন জিহাদের জন্য

কোনো শর্ত প্রযোজ্য হয় না। বরং সাধ্য অনুযায়ী শত্রুকে প্রতিহত করা আবশ্যক হয়। যে আগ্রাসী শত্রু মুসলমানদের দীন ও দুনিয়া নষ্ট করে দেয়, ঈমান আনার পর তাকে প্রতিহত করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো আমল নেই। তারা মনে করেন, আসলি কাফেরের তুলনায় মুরতাদের অপরাধ অনেক বেশি গুরুতর। এজন্য তাদের মতে আসলি কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা বিশ্বাস করেন, কোনো কাফের মুসলমানদের শাসক হতে পারে না। যদি মুসলমান শাসক মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার শাসনক্ষমতা বাতিল হয়ে যায়। তার আনুগত্য করার প্রয়োজন থাকে না। বরং মুসলমানদের উপর তাকে অপসারণ করে তদস্থলে একজন ন্যায়পরায়ন শাসক নিয়োগ দেওয়া আবশ্যক হয়। যদি সেটা করার ক্ষমতা তাদের থাকে।

তারা বিশ্বাস করেন, দীন টিকে থাকবে পথ প্রদর্শনকারী কুরআন ও তাকে সাহায্যকারী তরবারির মাধ্যমে। জিহাদ কখনো হয় তরবারির মাধ্যমে, কখনো হয় মুখের মাধ্যমে, আবার কখনো দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদের দিকে আহবান করে অথবা ইসলামের ত্রুটি অন্বেষণ করে কিংবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা আবশ্যক। তারা দলাদলি ও অনৈক্য প্রত্যাখ্যান করেন এবং সবাইকে ঐক্য ও একতাবদ্ধ হওয়ার আহবান করেন। ইজতিহাদি মাসআলায় ভুলের কারণে তারা কোনো মুসলমানকে পাপী মনে করেন না। তারা পুরো মুসলিম উম্মাহ বিশেষ করে সকল মুজাহিদগণ একই ইমামের অধীনে একই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য মনে করেন। তারা মনে করেন মুসলমানগণ হলেন এক জাতি। তাকওয়া ছাড়া অনারবের উপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

• • •

সকল মুসলমানের রক্তের মূল্য সমান। তাদের মধ্যকার সবচেয়ে ছোট ব্যক্তির প্রতিশ্রুতিও তাদের সবার উপর বর্তায়। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের জন্য যে নাম নির্বাচন করেছেন তারা সেই নামকে এড়িয়ে যান না। তারা আল্লাহর ওলিদেরকে ভালোবাসেন এবং তাদেরকে সাহায্য করেন। বিপরীতে আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেন এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ লালন করেন। তারা ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এক্ষেত্রে তারা কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ করেন। তারা বিদআত ও পথভ্রষ্টতা থেকে দূরে থাকেন।

এই হলো দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের আকিদা ও মানহাজ। এগুলো আমরা জায়নিষ্ট মিডিয়া কিংবা ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী মিডিয়া থেকে নয়, তাগুত শাসকদের পা চাটা গোলাম মুনাফিকদের থেকেও আমরা এমনটা শুনিনি। আপনারা স্বচক্ষে দেখে যাচাই করুন। তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর মাপকাঠি অনুযায়ী মাপুন। যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর অনুগামী হয় তাহলে আপনিও তাদেরকে সাহায্য করুন এবং তাদের অনুসরণ করুন। আর যদি তারা কুরআন সুন্নাহর অনুগামী না হয়, তাহলে আপনারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন।

হে সত্যান্বেষী! আপনি কাফের ও মুরতাদদের কথা ছুড়ে মারুন। মুমিন মুত্তাকীদের কথা শুনুন। আমরা তাদের ব্যাপারে এমনটাই ধারণা করি। আল্লাহ্‌ তাদের হিসাব গ্রহণকারী। তাদের কথা গ্রহণ করুন এবং তাদেরকে সত্যায়ন করুন। সুধারণার তারাই বেশি উপযুক্ত। সুতরাং সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ করুন। বক্র পথ অবলম্বন করবেন না। এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা মুত্তাকীদের অভিভাবক।

• • •

চতুর্থ পরিচ্ছেদ:
দাওলা সংগঠন থেকে রাষ্ট্র হওয়ার ধাপগুলো বিশ্লেষণ

সূচনালগ্ন থেকেই অন্যান্য জিহাদি জামাআতের তুলনায় দাওলার ইসলামের ব্যাপারে ভিন্ন কিছু পরিকল্পনা ছিল। দাওলার নেতৃবৃন্দ শুরুতেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ছক এঁকেছিলেন। যে রাষ্ট্র আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী শাসিত হবে এবং আল্লাহর রাস্তায় দুর্বল মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য, তাদের থেকে জুলুম প্রতিহত করার জন্য এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য জিহাদ করবে। এমন একটি ইসলামী রাষ্ট্র, যেটি হবে শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। যে রাষ্ট্রের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে একতা সৃষ্টি হবে। সবাই এই রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তারা প্রথমে সংগঠন তৈরি করেছিলেন।

শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রাহিমাহুল্লাহ 'জামাআতুত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে লেগে গিয়েছিলেন। তারা এজন্য চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি শায়েখ ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহকে বাইআত প্রদান করেন। এই বাইআতের মাধ্যমে জামাআতুত তাওহীদ একধাপ সামনে এগিয়ে যায়। এই বাইআতের মাধ্যমে সংগঠনটি কাফেরদের জন্য আগের চেয়েও অধিক ভয় ও আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। এর মাধ্যমে মুজাহিদদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির সুযোগ সৃষ্টি হয়। কারণ ওই সময় মুজাহিদদের মধ্যে আল কায়েদার সুনাম, সুখ্যাতি অনেক বেশি ছিল। এ বাইআতের মাধ্যমে শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী

রাহিমাহুল্লাহ যুগান্তকারী এক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যা ছিল ইরাকের সকল মুজাহিদদের কর্মপন্থার অনুকূলে। এই পদক্ষেপ ছিল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ। আর জিহাদের উদ্দেশ্যই হলো- দীন প্রতিষ্ঠা করা এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। মুজাহিদগণ কেবল একাকী বা দলীয় পতাকাতলে ক্রমাগত জিহাদ করে যাবেন, তাগুতের বিরুদ্ধে লড়াই য়ে নিজেদের জান-মাল বিলিয়ে দিবেন, আর এক তাগুতকে ধ্বংস করার পর আরেক তাগুত তার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং মুজাহিদদের জিহাদের ফলাফল ভোগ করবে; এটা জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছিল দাওলাতুল ইসলামের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি। আল কায়েদাকে বাইআত প্রদানের পর 'মজলিসে শুরা মুজাহিদিন' এর মাধ্যমে ইরাকের সকল মুজাহিদদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এটা ছিল উন্নতির দিকে ধাবমান অন্যতম একটা বড় পদক্ষেপ। মজলিসে শুরা'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট ছিল ইরাকের সকল মুজাহিদদের সামরিক কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। আল্লাহর অনুগ্রহ এই টার্গেট ও লক্ষ্য খুব ভালোভাবেই পূরণ হয়েছিল।

এরপর মুজাহিদগণ আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তারা 'হিলফুল মুত্তইয়্যিবীন' গঠন করলেন। যার মাধ্যমে আরো অনেক মুজাহিদ গ্রুপ একই পতাকাতলে আবদ্ধ হলো। এটা ছিল 'দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামী' ঘোষণার পূর্বের সর্বশেষ ধাপ। এরপরই ইরাকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। বৈপ্লবিক এই ঘোষণায় মুমিনগণ আনন্দিত হন আর কাফেররা হয় ক্রোধান্বিত। এই পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মুজাহিদগণ তাদের জিহাদের ফলাফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। তারা তাদের কুরবানি ও ত্যাগের ফসল ঘরে তুলতে সক্ষম হন। তারা মুসলমানদের জন্য এমন একটি রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে আল্লাহর নির্ধারিত হুদুদ বাস্তবায়ন করা হয় এবং মুসলমানদের প্রতিরক্ষা করা হয়।

দাওলার মুজাহিদগণ প্রমাণ করেন তাদের ইসলামী রাষ্ট্র কেবল নামসর্বস্ব নয়। তারা নিজেদের দলের মধ্যেই গুটিয়ে থাকেন নি। বরং মরুভূমির গুহার পাথরগুলো ভেঙে শহরে-বন্দরে ফিরে আসেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তো তার একত্ববাদী বান্দাদেরকে শাসন ক্ষমতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। এই পর্যায়ে এসে মুজাহিদগণ সংগঠনগুলো বিলুপ্ত করে দেন; যেগুলো ছিল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সোপান। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা দাওলাতুল ইসলামের তার একত্ববাদী বান্দাদেরকে মহান বিজয় দান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শামের বরকতময় ও পবিত্র ভূমি বিজয় করে দেন। তিনি তাদেরকে সেখানকার শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। তাদের বিজয়ে মুমিনগণ আনন্দিত হন। এই বিজয় শাম ও ইরাকের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। এ পর্যায়ে এসে 'দাওলাতুল ইসলাম ফিল ইরাক ওয়াশ শাম' ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর সর্বশেষ ধাপে নবুয়তের আদলে খিলাফা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয় এবং মুসলমানদের জন্য একজন খলিফা নির্ধারণ করা হয়।

এটাই ছিল দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের উন্নতির সর্বশেষ ধাপ। খিলাফা হলো সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য; দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ সূচনালগ্ন থেকেই যার স্বপ্ন বুকে লালন করে আসছেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের এই স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়। কেননা তারা আল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেছেন এবং তার পথে যথাযথভাবে জিহাদ করেছেন। তারা তাদের সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছেন এবং সাধ্য অনুযায়ী উপায় উপকরণ গ্রহণ করেছেন। তারা হীনবল হননি, ক্লান্ত হননি এবং

দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাসন ক্ষমতা দান করেছেন এবং বিজয় দান করেছেন। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।

এই হলো দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্রমধারা। উন্নতির এই ক্রমধারা সম্পর্কেই শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী হাফিজাহুল্লাহ বলেছিলেন। এই ছিল দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার ধাপগুলোর বিশ্লেষণ। আল্লাহ তা'আলা দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তাদেরকে বারাকাহ দান করুন এবং তাদের প্রতিদান নিশ্চিত করুন। **আমীন।**

• • •

পঞ্চম পরিচ্ছেদ:
জিহাদের ময়দানে লড়াইরত নেতৃবৃন্দ কর্তৃক দাওলাতুল ইসলাম এবং এর নেতৃবৃন্দ ও সৈনিকদের উচ্চ প্রশংসা

জিহাদি কার্যক্রম ও মুজাহিদদের উন্নতিতে ইরাকে দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা হওয়ার সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। এর আগে দীর্ঘসময় ব্যাপী জিহাদি দলগুলো যে নীতি অনুসারে কাজ করে আসছিল, দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা হওয়ার দরুন এতে পরিবর্তন আসে। দাওলা প্রতিষ্ঠা হওয়ায় পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডে লড়াইরত মুজাহিদগণ আনন্দিত হন এবং সকল মুসলমানরা আনন্দিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে লড়াইরত জিহাদের ময়দানের নেতৃবৃন্দ দাওলা প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রশংসা করেছেন। তারা ইরাকের মুজাহিদদের প্রশংসা করেছেন এবং দাওলার নেতৃবৃন্দ ও সৈনিকদের প্রশংসা করেছেন। তারা দাওলার পক্ষ সমর্থন করেছেন। তারা দাওলার শরয়ী বৈধতা বর্ণনা করেছেন। যেন পৃথিবীর সবাই জানতে পারে, দাওলাতুল ইসলাম শরয়ী বৈধতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর মধ্যে কোনো ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নেই। যদি এমনটা না হতো, তাহলে জিহাদের ময়দানের ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দ দাওলার প্রশংসা করতেন না। যদি দাওলার আকিদা ও মানহাজে কোনো ত্রুটি ও বিচ্যুতি থাকতো, তাহলে তারা কোনভাবেই দাওলার পক্ষ সমর্থন করতেন না এবং দাওলার সৈনিকদের প্রশংসা করতেন না।

শায়েখ ওসামা বিন লাদেন তাকাব্বালাহুল্লাহ

ইমামুল মুজাহিদীন শায়েখ ওসামা বিন লাদেন তাকাব্বালাহুল্লাহ এক অডিও বার্তায় দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামী সম্পর্কে বলেন: এরপর বলব, এই

যে দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামী সম্পর্কে প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর লক্ষ্যে (চলছে) মিডিয়া যুদ্ধ; এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে রিয়াদের শাসকগোষ্ঠী এবং সেখানকার উলামা ও মিডিয়াগুলো। আমার মনে হয়, দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর মুজাহিদদের ব্যাপারে এসব ঘৃণ্য অপবাদ ও প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর কারণ হচ্ছে, তারা (দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ) অন্য সবার তুলনায় হক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মানহাজকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ওয়ারাকা ইবনু নাওফল যেমন বলেছিলেন,

لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ ما جِئْتَ به إِلَّا عُودِىَ

অর্থ: "আপনি যে বাণী নিয়ে আগমন করেছেন, আপনার পূর্বে যে ব্যক্তিই এই বাণী নিয়ে এসেছে তাকে বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে।"[11]

আমিরুল মুমিনীন আবু ওমর ও তার সঙ্গীগণ এমন ব্যক্তি নন যে, তারা দীনের ব্যাপারে দর কষাকষি করতে রাজি হবেন, বা অর্ধেক পথে এসে যাত্রা বিরতি করবেন কিংবা পথের মাঝখানে শত্রুদের সাথে সন্ধি করে নিবেন। বরং তারা সর্বদাই সত্য প্রকাশ করেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেন; যদিও এতে সৃষ্টিজীবের কেউ অসন্তুষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করেন না। আমরা তাদের সম্পর্কে এমনটাই ধারণা করি। আল্লাহই তাদের হিসাব গ্রহণকারী। তারা

11 বুখারি, হাদিস নং ৩

ইসলামী বিশ্বের কোনো সরকারের সাথেই নমনীয়তা দেখাতে রাজি হননি। দীনের সাহায্যের জন্য তারা কোনো মুশরিকের সাথে বন্ধুত্ব করতে অস্বীকার করেছেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো, এই দীন আল্লাহর দীন। তিনি চাইলে তার বান্দাদের যে কাউকে সাহায্য করতে পারেন। আমরা তার দীনের সাহায্যের জন্য তার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করব; এ ব্যাপারে তিনি অমুখাপেক্ষী। তাগুত মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করে দীনের সাহায্য করা অসম্ভব। তারা সব সময় নিম্নোক্ত হাদিসটি সামনে রাখেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ " يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, কোনো এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে ছিলাম। তিনি

> বললেনঃ হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ্ তা'আলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মাতও তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল উম্মাত তোমার কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তাক্বদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।[12]

দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর নেতৃবৃন্দ যদি পার্শ্ববর্তী কোনো এক দেশের শাসকের সাথে বন্ধুত্ব করতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের বাহ্যিক শক্তি ও প্রতিপত্তি কয়েকগুণ বেড়ে যেত। যেমনটা কিছু কিছু দল ও গোষ্ঠী করেছে। তাহলে আর তাদের (দাওলার) অবস্থা এমনটা থাকতো না। তাদের (যারা বিভিন্ন শাসকদের সাথে চুক্তি করে) মূল্য হলো কয়েকশত

---

12 জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৫১৬

বা কয়েক হাজার ডলারের সমতুল্য। আর দাওলার রিজিক তাদের বর্শার ছায়াতলে। এটাই সর্বোত্তম রিজিক। যদি তারা জানতো।[13]

ডক্টর আইমান আয যাওয়াহিরী

ডক্টর আইমান আয যাওয়াহিরী দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর প্রশংসা করে বলেন, আর দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীকে আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করুন। এখন পর্যন্ত ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং ইরানি ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় এই দাওলা হচ্ছে মুসলমানদের প্রধান শক্তি। আমেরিকা ও তার দোসরদের আক্রমণ সত্ত্বেও, বিশ্বাসঘাতক ও মুরতাদদের প্রলোভন সত্ত্বেও দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামী সফলভাবে এসব হামলার মোকাবেলা করে যাচ্ছে। আল্লাহর অনুগ্রহে ও শক্তিতে দাওলা আমেরিকা ও তার দোসরদের উপর একের পর এক শক্তিশালী আঘাত হানছে। এতে করে তাদের সকল পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে গেছে। শত্রু-মিত্র সবার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী দাওলা ইরাকে ইরানের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। সামরিক আগ্রাসন ও মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা সত্ত্বেও তারা দীর্ঘ সময় যাবত ইরাকের বৃহত্তর একটা অংশ দখল করে আছে। যারা দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহ করে আমি তাদেরকে তিনটা প্রশ্ন করব:

এক: আপনারা কি একথা অস্বীকার করতে পারবেন যে, দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামী হচ্ছে ইরাকে ক্রুসেডার ও ইরানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হুমকি?

---

13 আস সাবিলু লি-আহবাতিল মুআমারাত

দুই: আপনারা কি এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন যে, দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামী হচ্ছে শক্তি ও সংখ্যার বিচারে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী জিহাদি দল?

যদি উত্তর হয় হ্যাঁ, আর বাস্তবেও আল্লাহর অনুগ্রহে বিষয়টা এমনই। আর তাদের পক্ষে এমনটা সম্ভব হয়েছে তাদের প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থনের কারণে। কোনো দলের পক্ষে কি জনগণের সমর্থন ছাড়া দাওলার ন্যায় এত বিপুল শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব? পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর বাহিনীর আক্রমণ মোকাবেলা করা সম্ভব? জনগণের সমর্থন ছাড়া কি এতসব ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগান্ডার মোকাবেলা করা সম্ভব? ইরাকের মুসলমানগন দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীকে সমর্থন করেন এবং এর পক্ষ অবলম্বন করেন। কারণ তারা জানেন, তাদের উপর ক্রুসেডারদের আক্রমণ প্রতিরোধে দাওলা হচ্ছে প্রধান শক্তি।

তিন: যারা দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর শক্তি ও শাসন ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহ করেন তাদেরকে আমি বলব, কেউ কি একথা অস্বীকার করতে পারবে যে, দাওলা কমপক্ষে ইরাকের এক বর্গ কিলোমিটার ভূমি শাসন করে? যদি উত্তর হয় হ্যাঁ, আর আল্লাহর অনুগ্রহে বাস্তবেও বিষয়টা এমন। তাহলে কেন তারা দাওলার দখলকৃত ভূমিতে দাওলা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে এর নিন্দা করবেন?

শায়েখ আবু ইহইয়া আল লিবী রহিমাহুল্লাহ

মহান শায়েখ আবু ইহইয়া আল লিবী রহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি মনে করি ইরাকে আমাদের মুজাহিদ ভাইদের কর্তৃক দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার

ঘোষণা দেওয়া আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ তাওফিকের কারণেই সম্ভব হয়েছে। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হিদায়াতের অংশবিশেষ, আল্লাহ তা'আলা যার প্রতিশ্রুতি তার মুজাহিদ বান্দাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থ: "যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব।" [14]

বরং আমি মনে করি নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুমিনদেরকে প্রতিরক্ষার অংশ। যেমনটা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতিরক্ষা করেন, যারা ঈমান এনেছে। জেনে রেখো, আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।" [15]

দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামী ঘোষণার পূর্বে ইরাকের জিহাদ ছিল স্বল্প পরিসরে এবং বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির মুখে। দাওলা প্রতিষ্ঠার ঘোষণার মাধ্যমে সে সকল বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গিয়েছে। ফলে

---

14 সূরা আল আনকাবুত: ৬৯

15 সূরা আল হাজ্জ: ৩৮

আগ্রাসী শত্রু মুজাহিদদের ফাঁদে পড়ে গেছে। মুজাহিদদের এই পদক্ষেপ তাদের সকল হিসাব-নিকাশ উল্টে দিয়েছে।

যারা দাওলাতুল ইসলামের প্রশংসা করেছেন এবং এর পক্ষ অবলম্বন করেছেন তাদের মধ্যে এই তিনজনের কথা উল্লেখ করা হলো। তাদের ছাড়াও পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডের অনেক মুজাহিদ আলেম ও কমান্ডার দাওলার প্রশংসা করেছেন। প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই দাওলা সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলাই মুসলমান ও মুজাহিদদের অন্তরে দাওলার গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। দাওলা মুসলমানদের কাছে আলোর মিনার হয়ে উঠেছে। যা তাদেরকে হেদায়েতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। দাওলা তাদের পক্ষ হয়ে কুফর শিরক দমনে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন দাওলার নেতৃবৃন্দ ও সৈনিকদের মাঝে বারাকাহ দান করেন। তিনি যেন তাদেরকে বিজয় দান করেন এবং তাদেরকে পৃথিবীর কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা দান করেন। **আমীন।**

• • •

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ:
খিলাফা ঘোষণার পূর্বে আল কায়েদার সাথে দাওলাতুল ইসলামের সম্পর্ক

এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমরা একটা বিষয় স্পষ্ট করে নেওয়া জরুরি মনে করছি। সেটি হলো আল কায়েদার সাথে ইরাকে তাদের শাখা জামাআতুত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ এর সম্পৃক্ততা ছিল। আর এই শাখাটি ছিল শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রাহিমাহুল্লার নেতৃত্বাধীন। তখন শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রাহিমাহুল্লার নেতৃত্বাধীন জামাআতুত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ এর পক্ষ থেকে তানযিম আল কায়েদার আমির শায়েখ ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লার প্রতি শরয়ী বাইআত ছিল।

শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রাহিমাহুল্লার পর তার স্থলাভিষিক্ত শায়েখ আবু হামজা আল মুহাজির রাহিমাহুল্লাহ আল কায়েদার প্রতি বাইআত নবায়ন করেন। এরপর ইরাকের মুজাহিদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। তখন শায়েখ আবু হামজা আল মুহাজির রহিমাহুল্লাহ দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর আমির শায়েখ আবু ওমর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লাকে বাইআত প্রদান করেন। এতে করে আল কায়েদার ইরাকী শাখা জামাআতুত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর পতাকাতলে শামিল হয়ে যায়। পাশাপাশি আল কায়েদার বাইআত শেষ হয়ে যায় এবং ইরাকে আল কায়েদার নাম বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এমনটাই বলেছিলেন ডক্টর আইমান আয যাওয়াহিরী। তিনি একটি অডিও বয়ানে একথা বলেছিলেন। সেখানে তিনি ইরাকে আল কায়েদা বিলুপ্ত হয়ে

যাওয়ার এবং দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর সাথে মিশে যাওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন। তখন থেকে আল কায়েদার সাথে দাওলাতুল ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির সম্পর্ক। দাওলার নেতৃবৃন্দ ও সৈনিকগণ আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে অগ্রগামীতার দরুণ আল কায়েদার নেতৃবৃন্দকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখতেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো শরয়ী বাইআত ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও একতা ধরে রাখতে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদীন ও আল কায়েদার মধ্যে এই উষ্ণ ও ভালবাসার সম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু... এটাই হলো বহুল কাঙ্ক্ষিত ও স্পর্শকাতর বিষয়।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, আল কায়েদার প্রতি দাওলার শরয়ী বাইআত ছিল না। এতদসত্ত্বেও দাওলা নিজেদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বিপরীত হলেও সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে আল কায়েদার দিকনির্দেশনা মেনে চলত। যেন ফিতনা সৃষ্টি না হয়। যেমন: ইরানে আক্রমণের ব্যাপারে। দাওলা ইরানে আক্রমণের ব্যাপারে প্রস্তুত ও আগ্রহী ছিল। কিন্তু আল কায়েদা ইরানে আক্রমণ না করার নির্দেশনা দেয়।

দাওলার মুজাহিদীন ইরানের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ সত্ত্বেও আল কায়েদার এই নির্দেশনা মেনে নেন। তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাননি। কিন্তু অনেকেই এই বিষয়টা বুঝতে ভুল করেছে। তারা মনে করেছে দাওলা আল কায়েদার প্রতি বাইআতবদ্ধ। অথচ বিষয়টি এমন নয়। বরং প্রকৃত বিষয় এর বিপরীত।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইরাকের আল কায়েদার শাখা দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীকে বাইআত প্রদান করেছিল। কিন্তু এখানে ভুল বুঝার

কারণে অনেক বড় ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। দাওলার নেতৃবৃন্দ এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। শায়খ আবু মুহাম্মদ আল আদনানী ‘উজরান আমিরাল কায়েদা’ শিরোনামে এক অডিও বক্তব্যে আল কায়েদার এই দাবি খন্ডন করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল কায়েদা ও দাওলার মাঝে সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক সম্মান, মর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির ভিত্তিতে। আল কায়েদার প্রতি দাওলার কোনো আবশ্যকীয় শরয়ী বাইআত ছিল না। এটাই হলো বাস্তব অবস্থা। এটাই ছিল খিলাফা ঘোষণার পূর্বে আল কায়েদার সাথে দাওলাতুল ইসলামের সম্পর্ক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:
দাওলাতুল ইসলাম, জাবহাতুন নুসরাহ ও মতপার্থক্যের বাস্তবতা।

শামে যখন জাগরণ শুরু হলো এবং মানুষ তাগুত নুসাইরী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টা করল, তখন তাগুত সরকার তার পা চাটা বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে মুসলমানদের জান-মাল ও সম্মানের উপর আঘাত হানতে শুরু করল। তাগুত সরকার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর ভয়াবহ নির্যাতন চালাল। এর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ স্পষ্ট হয়ে গেল। বিদ্রোহের এই সময়ে নুসাইরীদের কারাগার থেকে কিছু ভাই বের হতে সক্ষম হলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু মুহাম্মদ জাওলানি। বন্দী হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর একজন মুজাহিদ। তিনি দাওলার নেতৃত্বে ও পতাকাতলে লড়াই করতেন। কারাগার থেকে বের হয়ে জাওলানি ইরাকে আসেন।

শামের বিদ্রোহ ততদিনে সশস্ত্র রুপ লাভ করেছে। এর অন্যতম কারণ ছিল, কাফের নুসাইরী সরকারের জুলুমের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। এ সময় ইরাকের মুজাহিদগণ ব্যথিত ও বেদনাহত ছিলেন। তারা তাদের শামের মজলুম ভাইদেরকে তাগুতের জুলুম নির্যাতন থেকে মুক্ত করতে চাচ্ছিলেন। পাশাপাশি শামের সবদিক থেকেই (মুজাহিদদের কাছে) সাহায্য প্রার্থনার আবেদন আসছিল। দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ জুলুম সহ্য করতেন না এবং তারা পৃথিবীর সকল মুসলমানদের ব্যাপারে ফিকির করতেন। তাই তারা শামের দুর্বল মুসলমানদের সাহায্যে ছুটে আসেন।

• • •

অবশ্য এটা ছিল তাদের উপর ওয়াজিব। যেহেতু তারা ছিলেন শামের নিকটবর্তী এবং শামবাসীও তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। তখন দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামী কঠিন ও অভাবের সময় অতিক্রম করছিল। ইরাকে তারা ভয়াবহ এক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের শামীয় ভাইদেরকে সাহায্যে পিছপা হননি। তাগুত নুসাইরি সরকারের জুলুম ও অবাধ্যতা রুখে দেওয়া ছিল জরুরী। তাই দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামী এ কাজের জন্য আবু মোহাম্মদ জাওলানিকে নির্বাচন করে। শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লাহ তাকে শামে প্রেরণ করেন। সাথে করে তিনি তাকে দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর অর্ধেক সম্পদ ও সৈন্য দিয়ে দেন। যদিও তখন দাওলা ইরাকে কঠিন সময় পার করছিল। তিনি তাকে শামে জিহাদের শক্তিশালী ঘাটি স্থাপনের জন্য শরয়ী ও সামরিক সবদিক থেকে সাহায্য করেন। যা ছিল দাওলা শামে সম্প্রসারিত হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। জাবহাতুন নুসরাহ শামবাসীর সাহায্যে জাওলানীর নেতৃত্বে এগিয়ে চলছিল।

শুরুতে এই নাম গ্রহণ করা হয় এবং দাওলা নামটি দেওয়া হয়নি, যেন শুরুতেই পশ্চিমা ও আরবের মিডিয়াগুলো সাধারণ মুসলমানদের চোখে মুজাহিদদেরকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন না করে। উগ্রবাদী, চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী বলে মানুষকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়। উদ্দেশ্য ছিল যেন মানুষ মুজাহিদদের প্রতি মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা ও ওলামায়ে সু'দের অপবাদ থেকে দূরে থেকে সরাসরি মুজাহিদদেরকে দেখে এবং তাদের আকিদা ও মানহাজ হৃদয়ঙ্গম করে।

মুজাহিদদের এই কৌশল বেশ কাজে লাগে। আল্লাহর তাওফিকে প্রাথমিক দিকে জাবহাতুন নুসরাহ তার লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়। আর এটা ছিল

আল্লাহর অনুগ্রহ। জাওলানীর সাথে ইরাক থেকে আসা নেতৃবৃন্দ ক্রমাগত আঘাতে নুসাইরি সরকারকে ক্লান্ত করে তোলেন। এতে করে চতুর্দিকে তাদের সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাদের আকিদা ও মানহাজ মুসলমানদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

জ্ঞান ও সূক্ষ্মদৃষ্টির অধিকারীরা বুঝতে সক্ষম হন যে, জাবহাতুন নুসরাহ দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর শাখা। তাদের বক্তব্য ও বিবৃতিতে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বরং এই সম্পৃক্ততা আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের সামরিক কার্যক্রমের ধরনের মধ্যে। কারণ তারা সামরিক কার্যক্রমে হুবহু দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর অনুসরণ করছিল।

জাবহাতুন নুসরাহ তার কুরবানির ফল পেতে শুরু করে এবং সাধারণ মানুষও মুজাহিদদের বাস্তব অবস্থা জানতে পারেন এবং তাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জাবহাতুন নুসরার সাথে সাধারণ মুসলমানদের সম্পর্ক এতটা গভীর হয়ে ওঠে, যাতে ফাটল সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হলো, যখনই জাবহাতুন নুসরার আকিদা ও মানহাজ স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন আমেরিকা ও পশ্চিমারা তাদেরকে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে নথিভুক্ত করে। কিন্তু শামের সাধারণ মুসলমানগন বরাবরই এটি অস্বীকার করে আসছিলেন। ধীরে ধীরে সাধারণ মুসলমানগণ পশ্চিমাদেরকে উপেক্ষা করে জাবহাতুন নুসরার পতাকাতলে জড়ো হলেন। পশ্চিমারা চেয়েছিল সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে মুজাহিদদের ব্যাপারে ঘৃণা ছড়িয়ে দিতে।

এ পর্যায়ে এসে দাওলাতুল ইসলামের নেতৃবৃন্দ জাবহাতুন নুসরাহ ও দাওলাতুল ইসলামের মধ্যকার সম্পৃক্ততা ঘোষণা করার প্রয়োজন অনুভব

করলেন। (যেন মানুষ জানতে পারে) জাবহাতুন নুসরাহ দাওলাতুল ইসলামের শাখা এবং শামে দাওলাতুল ইসলামের সম্প্রসারিত অংশ। কারণ তখন কিছু কিছু দল মুজাহিদদের কুরবানির ফসল নিজেদের পকেটে ভরতে চাচ্ছিল। যেমনটা পূর্বে ইরাকে হয়েছে। এই দলগুলো তথাকথিত গণতন্ত্রের প্রলোভনে রাজনীতির টেবিলে শামের জিহাদের সমাধান করতে চাচ্ছিল। আর এতে করে মুজাহিদদের কুরবানি মাটি হয়ে যেত। বরং হয়তো মেরে মুজাহিদদেরকে শেষ করে দেওয়া হতো কিংবা তাদেরকে বন্দী করে জেলে ফেলে রাখা হতো।

দাওলা শামের এ রাজনীতি টের পেয়ে গেল, যেমন তারা টের পেয়েছিল তার পূর্বে ইরাকে; দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামী ঘোষণা করার সময়। শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লাহ দাওলাতুল ইসলামের সাথে জাবহাতুন নুসরার সম্পৃক্ততা ঘোষণা করে দিলেন। (তিনি জানিয়ে দিলেন) জাবহাতুন নুসরাহ দাওলাতুল ইসলামের একটি শাখা এবং এর নেতৃবৃন্দ দাওলাতুল ইসলামের সৈনিক। তিনি জাবহাতুন নুসরাহ নামটি বিলুপ্ত ঘোষণা করলেন। যেহেতু এখন আর এর কোনো প্রয়োজন বাকি নেই। বরং দাওলা শামে সম্প্রসারিত হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। নতুন নাম হয় 'দাওলাতুল ইসলাম ফিল ইরাক ওয়াশ শাম'।

এই ঘোষণার মাধ্যমে শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লাহ শাম নিয়ে বিভিন্ন দলের কল্পনা-জল্পনার অবসান ঘটালেন এবং পশ্চিমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিলেন। এই ঘোষণায় সাধারণভাবে সকল মুসলমান এবং বিশেষভাবে মুজাহিদগণ আনন্দিত হন। মুজাহিদগণ তাদের কুরবানি ও জিহাদের ফসল চোখের সামনে জীবন্ত ও বাস্তব দেখতে পান। কিন্তু

হঠাৎ করেই জাওলানি দাওলার এই পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করল এবং শায়খ বাগদাদির আদেশ অমান্য করলো। জাওলানীর এই প্রত্যাখ্যান অনভিপ্রেত ছিল না। বরং দাওলার কয়েকজন নেতৃবৃন্দ আগেই বলেছিলেন যে, জাওলানী পূর্বেই এমনটা করার নিয়ত করে রেখেছিল। জাওলানির এই প্রত্যাখ্যান ছিল খেয়ানত ও দাওলাতুল ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। কারণ সে তার আমিরের বাইআত ভঙ্গ করেছে। যা কবিরা গুনাহ ও আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত। বরং আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো-জাওলানী অন্য আরেক আমিরের প্রতি বাইআত ঘোষণা করল। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

জাওলানী মূর্খতাবশত কিছু অযৌক্তিক কারণ দেখিয়ে এই বিশ্বাসঘাতকতাকে বৈধ করার অপচেষ্টা করেছে। অথচ এ বিষয়ে সাধারণ কোনো তালিবে ইলম প্রতারিত হতে পারে না। বড় আলেম ও নেতৃবৃন্দ তো দূরের কথা। তার অযৌক্তিক কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো জনসমর্থন। সে মনে করেছিল তখন দাওলাতুল ইসলামের সাথে জাবহাতুন নুসরার সম্পৃক্ততার ঘোষণা করলে বড় কোনো ক্ষতি হবে। সাধারণ মুসলমানগন জাবহাতুন নুসরার সমর্থন প্রত্যাহার করবে এবং মুজাহিদদেরকে পরিত্যাগ করবে।

আল্লাহর শপথ এক্ষেত্রে সে মিথ্যাবাদী ছিল। বাস্তব অবস্থা হলো শামের অধিকাংশ মুসলমানগণ এই বিষয়টি (দাওলার সাথে জাবহাতুন নুসরার সম্পৃক্ততা) আগে থেকেই জানতেন। তাদের একথা জানা ছিল যে জাবহাতুন নুসরাহ দাওলাতুল ইসলামের শাখা। এই সম্পৃক্ততাটা স্পষ্টই ছিল। বাকি ছিল কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

• • •

এ কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যে, জাবহাতুন নুসরাহ দাওলার শাখা এ বিষয়টি জানলে মানুষ জাবহাতুন নুসরার সমর্থন প্রত্যাহার করবে। জাবহাতুন নুসরাহ কি এতদিন তাদের সাহায্য করেনি? তাদেরকে প্রতিরক্ষা করেনি? তাদের জীবন রক্ষার্থে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেয়নি? তাহলে কিভাবে মুসলমানরা তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করবে? আল কায়েদার প্রতি বাইআত ঘোষণার সময় কেন জাওলানি এই যুক্তি উপস্থাপন করেনি? নাকি দাওলাতুল ইসলামের সাথে জাবহাতুন নুসরার সম্পৃক্ততা জনসমর্থন কমিয়ে দেয় আর আল কায়েদার সাথে জাবহাতুন নুসরার সম্পৃক্ততা জনসমর্থন বাড়িয়ে দেয়? নাকি এটা ছিল কেবল তার প্রবৃত্তির অনুসরণ প্রসূত সিদ্ধান্ত। তখন থেকে দাওলা জাবহাতুন নুসরাহ হতে পৃথক হয়ে যায়।

আরো স্পষ্ট করে বললে, তখন জাওলানী তার আমিরের সাথে কৃত বাইআত ভঙ্গ করে এবং আল কায়েদাকে বাইআত প্রদান করে। ফলে জাবহাতুন নুসরাহ শামে আল কায়েদার শাখা গণ্য হয়। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে ইরাক থেকে জাওলানীর সাথে যত নেতৃবৃন্দ শামে হিজরত করেছিলেন তারা সবাই জাবহাতুন নুসরাহ ত্যাগ করেন। যেহেতু জাওলানী তার আমির শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লার আনুগত্য পরিহার করেছে।

এখানে এসে মুজাহিদদের কাছে জাওলানীর বিশ্বাসঘাতকতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যখন সে দাওলার সাথে জাবহাতুন নুসরার সম্পৃক্ততার ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে এবং তার সাথে ইরাক থেকে হিজরত করে শামে আসা অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাকে পরিত্যাগ করেন। তখন এই সকল মুহাজির নেতৃবৃন্দ একদিকে নুসাইরিদের সহজ শিকারে পরিণত হন। অন্যদিকে ইরাকের রাফিজিদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন।

• • •

আসলে এই বিষয়টা খুবই বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক। হায়! যদি জাওলানী এখানেই তার বিশ্বাসঘাতকতার ইতি টানতো! যদি এতটুকুতেই সে ক্ষ্যান্ত থাকতো!! কিন্তু সে দাওলার মুজাহিদদের পিঠে বিষাক্ত খঞ্জর হয়ে বিদ্ধ হয়। সে ফ্রি সিরিয়ান আর্মি ও অন্যান্য মুরতাদ ধর্মনিরপেক্ষ দলের সাথে জোট গঠন করে দাওলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। অথচ তখন পর্যন্ত দাওলা তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ হিসেবে তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি কিংবা যুদ্ধ শুরু করেনি। যদিও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এই অধিকার দাওলার ছিল।

জাওলানী যখন এই পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করল, তখন আমিরুল মুমিনীন শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লাহ যা বলেছিলেন সেটা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা জাওলানীর জন্য দুনিয়া ছেড়ে দাও। আর একত্ববাদীদেরকে আমার পাশে জড়ো করো।" বাস্তবে এমনটাই হয়েছিল। শামে এই মুহাজিরগণ দাওলার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অনুগ্রহ করেন এবং তাদের হাতে বড় বড় বিজয় দান করেন। তাদেরকে সেখানকার শাসন ক্ষমতা দান করেন।

মুজাহিদদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার দরুণ জাবহাতুন নুসরাহ ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মূর্খ ও মুনাফিকরা সেখানে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তারা এই দলটাকে লন্ডভন্ড করে দেয়। এরপর ধর্মনিরেপেক্ষ দলের সাথে জাবহাতুন নুসরার আর কোনো পার্থক্য থাকেনি। নিজেদের রুচি-প্রকৃতি অনুযায়ী, সুবিধামতো তারা তাদের আকিদা ও মানহাজ বিকৃত করে ও পাল্টে দেয়। এই হলো জাবহাতুন নুসরাহ; মুরতাদ ও মুশরিকরা তাদের হাত থেকে বেঁচে গেলেও একত্ববাদী

মুজাহিদগণ তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এই ছিল দাওলাতুল ইসলাম ও জাবহাতুন নুসরার মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। (আমরা এটা বর্ণনা করেছি) যেন যারা টিকে থাকার তারা দলিলসহ টিকে থাকে আর যারা ধ্বংস হওয়ার তারা দলিলসহ ধ্বংস হয়। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সাহায্যকারী।

• • •

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:
দাওলা শামে সম্প্রসারিত হওয়ার পর আল কায়েদার ব্যাপারে দাওলার অবস্থান

একটু আগেই আমরা আল কায়েদার সাথে দাওলাতুল ইসলামের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছি। আমরা স্পষ্ট করেছি যে তাদের মাঝে সম্পর্ক ছিল ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির। দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ জিহাদের ময়দানে অগ্রগামীতার দরুন আল কায়েদার নেতৃবৃন্দকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখতেন।

কিন্তু দাওলা শামে সম্প্রসারিত হওয়ার পর এই সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং অবনতি ঘটে। বরং দাওলার নেতৃবৃন্দ ও আল কায়েদার মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয়ে সেটা মারামারি ও কাটাকাটি পর্যন্ত গড়ায়। আর এই সবকিছুই শরয়ী মূলনীতি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হবে। এখানে প্রবৃত্তির অনুসরণের কোনো সুযোগ নেই।

ফাটল সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম বড় কারণ ছিল, যাওয়াহিরী কর্তৃক গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক জাওলানীর বাইআত গ্রহণ করা। বিষয়টি জিহাদের ময়দানে ব্যাপক উত্তেজনা, রেষারেষি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা তৈরি করে এবং মুজাহিদদের মধ্যে রক্তপাত ঘটায়।

এ বিষয়টি দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের মধ্যে অনেক বেশি তোলপাড় সৃষ্টি করে। কারণ আল কায়েদার নেতৃত্ব কর্তৃক জাওলানীর বাইআত গ্রহণের অর্থ হলো, তার গাদ্দারি ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা এবং এ বিষয়ে তাকে সমর্থন করা।

• • •

জানা কথা হলো, আল কায়েদার নেতৃত্ব থেকে এই সমর্থন জাওলানীকে শরয়ী সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ইচ্ছেমতো স্বেচ্ছাচারের সুযোগ প্রদান করে। ফলে দাওলা আল কায়েদার সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে। আর এটা ছিল দাওলার পক্ষ থেকে একেবারেই সামান্য প্রতিক্রিয়া।

এ সময় আল কায়েদার এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পায় যেগুলোর মধ্যে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বিচ্যুতি ও বিপথগামিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন: মিশরে গণতন্ত্রী ইখওয়ানের ব্যাপারে আল কায়েদার অবস্থান। বিশেষ করে ইখওয়ানের নেতা মোহাম্মদ মুরসি, যে গাইরুল্লাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে এবং সিনাই উপত্যকায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

এমনিভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মুরতাদ ফ্রী সিরিয়ান আর্মি এবং এ ধরনের আরও অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্রপন্থী দলের ব্যাপারে আল কায়েদার অবস্থান। যে দলগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে জোট গঠন করেছিল।

আল কায়েদার এসব পদক্ষেপগুলো শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বিচ্যুতি ও বিপথগামিতা প্রকাশ করে দেয়। এসব কারণে আল কায়েদা ও দাওলাতুল ইসলামের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন হয় ও ফাটল সৃষ্টি হয়। আজকের আল কায়েদা সেই আল কায়েদা নয় যাকে আমরা পূর্বে চিনতাম এবং যার আকিদা ও মানহাজ আমরা সমর্থন করেছিলাম। এই মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে দাওলার কেন্দ্রীয় মুখপাত্র শায়খ আবু মুহাম্মদ আল আদনানী রাহিমাহুল্লার দুটি অডিও বার্তায়। যেগুলো শিরোনাম ছিল যথাক্রমে, (১) মা কানা হাযা মানহাজুনা, ওয়ালাই ইয়াকুনা। (২) উজরান আমিরাল কায়দা।

এই দুটি বয়ানে তিনি বর্তমান আল কায়েদার অবস্থা স্পষ্ট করেন। এতে তিনি শায়েখ ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লার সময়কালের আলোকে বর্তমান আল কায়েদার মানহাজের বিপথগামিতা ও বিচ্যুতিগুলোও তুলে ধরেন।

পাশাপাশি শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল আদনানী রাহিমাহুল্লাহ দাওলার আকিদা-মানহাজও স্পষ্ট করে দেন। দাওলার আকিদা-মানহাজ মুজাহিদদের রক্ত ও তাদের জান-মালের কুরবানির বদৌলতে শরয়ী মূলনীতির উপর টিকে আছে। দাওলা কিছুতেই দীনের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করবে না, যতক্ষণ না মানুষ এটি গ্রহণ করে নেয়। দাওলা শামের আল কায়েদার মত কিছুতেই তার মানহাজ পরিবর্তন করবে না।

এই সবকিছুই ছিল আল কায়েদার সাথে দাওলাতুল ইসলামের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ। আর আল কায়েদার এসব বিচ্যুতি ও বিপথগামীতা প্রকাশ পাওয়ার পর কেনই বা সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে না? গাদ্দারী, বিশ্বাসঘাতকতা ও খোরাসান থেকে আল কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী এবং তাদের বুদ্ধিজীবীদের ফতোয়ার সমর্থন নিয়ে শামের আল কায়েদার শাখা কর্তৃক দাওলাতুল ইসলামের উপর আক্রমণ করার পর এ সম্পর্ক কিভাবে টিকে থাকে?

মূলত শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেই আল কায়েদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জরুরী ছিল। যেন হক-বাতিলের কাতার পৃথক হয়ে যায় এবং হক ও বাতিল স্পষ্ট হয়ে যায়। পাশাপাশি সকল মুসলমান, বিশেষভাবে সকল মুজাহিদ যেন জানতে পারেন, তারা কোন পথ অনুসরণ করবেন এবং কোন পতাকাতলে লড়াই করবেন।

• • •

চতুর্থ পরিচ্ছেদ:
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা আল কায়েদার শাখাগুলোর ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের অবস্থান

দাওলাতুল ইসলামের আকিদা বিষয়ক অন্যতম মূলনীতি হলো: মুমিনদের প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং কাফেরদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। এই আকিদার কারণেই দাওলা আল কায়েদাকে সমর্থন করেছিল এবং শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রাহিমাহুল্লার আমলে আল কায়েদার কাছে বাইআত হয়েছিল।

এই আকিদা ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছড়িয়ে থাকা জিহাদী দলগুলোর সাথে দাওলার সম্পর্কের মূলভিত্তি। যে বা যারাই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লড়াই করবে, পাশাপাশি সব ধরনের শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে দূরে থাকবে; সে দাওলাতুল ইসলামের ভাই। দাওলার পক্ষ থেকে তার জন্য থাকবে ভালোবাসা ও সাহায্য। এই ভিত্তিতেই পৃথিবীর সকল জিহাদী দলগুলোর সাথে সম্পর্ক নির্ণয় হবে। আল কায়েদার শাখাগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

ডক্টর আয়মান আয যাওয়াহিরী'র কারণে দাওলা আল কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও আল কায়েদার অন্যান্য শাখার ব্যাপারে দাওলার অবস্থান পরিবর্তন হয়নি। বরং অনেক আগে থেকেই, খিলাফা ঘোষণার পূর্ব থেকেই দাওলা আল কায়েদার শাখাগুলোকে সত্যকে সাহায্য করার জন্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আহবান করে আসছে। ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধনের দাবি থেকে

তাদেরকে সত্যের ওপর অটল থাকতে, সত্যের অনুসরণ করতে এবং ব্যক্তির অনুসরণ ছাড়তে আহ্বান করেছে।

এটাই ছিল আল কায়েদার শাখাগুলোর ব্যাপারে এবং অন্যান্য জিহাদী দলগুলোর ব্যাপারে দাওলার অবস্থান। দাওলা কারো উপর বাড়াবাড়ি করেনি এবং কোনো জিহাদী দলের ওপর আক্রমণ করেনি। বরং দাওলা এই সমস্ত জিহাদি দলগুলোর উপর আক্রমণকে নিজেদের উপর আক্রমণ গণ্য করতো। দাওলা সাধ্যানুযায়ী তাদেরকে সাহায্য করত। তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে যেত।

এরপর যখন আল্লাহ তা'আলা দাওলাতুল ইসলামকে তাওফীক দান করলেন, তাদেরকে শাসন ক্ষমতা দান করলেন এবং তাদের হাতে বড় বড় বিজয় দান করলেন, ফলে দাওলাতুল ইসলাম খিলাফা ঘোষণা করল, (এ পর্যায়ে এসে) সকল জিহাদী দল বিলুপ্ত করে দিয়ে খিলাফার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। কারণ খিলাফাকে আঁকড়ে ধরা এবং খিলাফার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। এতে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তারা শত্রুদের ওপর আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

বিপরীত দিকে কাফেররাও ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে নেমেছে। দাওলাতুল ইসলাম মনে করে খলিফাতুল মুসলিমিনের বর্তমানে এবং নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফা থাকতে অন্যান্য জিহাদি দলগুলোর বৈধতা নেই। খলিফা ও খিলাফা থাকতে কেন মুসলমানরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে? বিচ্ছিন্ন হবে? নিজেদেরকে দল ও সংগঠনের বৃত্তে আবদ্ধ করে রাখবে?

• • •

এজন্য দাওলাতুল ইসলাম খিলাফা ঘোষণার পর অন্যান্য জিহাদি দলগুলোকে শরীয়তের এই বিধান স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মুজাহিদ আহলুল হল্লি ওয়াল আকদের মাধ্যমে নির্বাচিত খলিফাতুল মুসলিমীনকে বাইআত প্রদান করার জন্য সবাইকে আহবান করেছে।

কিছু কিছু দল এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে খলিফাকে বাইআত প্রদান করেছে এবং খিলাফর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আর অন্যান্য দল খিলাফার প্রশস্ত ভূমি সত্ত্বেও দল ও সংগঠনের বৃত্তে নিজেদেরকে আটকে রেখেছে।

এরপরও দাওলাতুল ইসলাম ক্রমাগত তাদেরকে আহবান করেছে, দলীয় পক্ষপাত ও সংগঠনের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসে খিলাফার পতাকাতলে শামিল হওয়ার জন্য এবং মুজাহিদদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখার জন্য। যেন মুজাহিদগণ পূর্বের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হন এবং কাফেরদের, মুরতাদদেরকে আগের চেয়েও বেশি শাস্তি আস্বাদন করাতে পারেন।

দাওলাতুল ইসলাম এ সময় এমন কোনো দলের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি যারা তাদেরকে বাইআত প্রদান করেনি। দাওলা এই ঘোষণাও প্রদান করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সূচনা না করবে কিংবা খিলাফার অগ্রযাত্রার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়াবে কিংবা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধক না হবে কিংবা মুজাহিদদের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট করার কারণ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কারো বিরুদ্ধে লড়াই করবে না।

• • •

কিন্তু পাশাপাশি দাওলা একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, (খিলাফাহকে বাইআত প্রদান না করার কারণে) তারা সবাই গুনাহগার হবে। এমনিভাবে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি গুনাহগার হবে যে (খিলাফার নিকটবর্তী ভূমিতে থাকা সত্বেও) এই শরয়ী খিলাফাকে বাইআত প্রদান না করবে। তবে দাওলা তাদের এবং পৃথিবীর সকল মুসলমানদের হেদায়েত আশা করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ:

খিলাফা ঘোষণার পূর্বাভাস এবং (খিলাফা ঘোষণার পূর্বে) আল কায়েদার নেতৃবৃন্দের সাথে দাওলার পরামর্শের বাস্তবতা

দাওলাতুল ইসলাম গঠনের পর থেকেই এর নেতৃবৃন্দ ও সৈনিকগণ একটি লক্ষ্য ও টার্গেটকে সামনে রেখে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটি হলো মুসলমানদের গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদেরকে একই পতাকাতলে জমা করা।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ আরব ও আনারবের তাগুতদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন এবং বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আসছেন। সকল কাফেরদের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ এবং কঠিন থেকে কঠিন বিপর্যয় সত্বেও তারা তাদের এই লক্ষ্য থেকে, টার্গেট থেকে সরে আসেননি। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তারা সর্বদাই অটল ও অবিচল ছিলেন। তারা দুর্বল হননি। হীনবল হননি এবং অলসতা প্রদর্শন করেননি। অস্ত্রও ছেড়ে দেননি।

এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অনুগ্রহ করেন এবং তাদেরকে বিজয় ও কর্তৃত্ব প্রদান করেন। এক সময় তারা বাস করতেন মরুভূমিতে, সেখানে সর্বদাই শত্রুর আক্রমণের আতঙ্কে তারা উৎকণ্ঠিত থাকতেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্মানিত করেন এবং বিজয়ী করেন। তাদেরকে তিনি ভূমির শাসন ক্ষমতা দান করেন। শামের ভূমিতে সম্প্রসারিত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়েই আল্লাহ তা'আলা দাওলাকে এমন

সব বিজয় দান করেন, যেগুলো সকল হিসেব-নিকাশ পাল্টে দেয় এবং দাওলাতুল ইসলামের ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেয়।

জাওলানীর বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানতের পর যখন ইরাক থেকে আগত মুহাজির মুজাহিদগণ তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, তখন এই মুজাহিদগণ শামে দাওলার ভিত্তি স্থাপন করেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা ছিলেন উত্তম ভবনের উত্তম ভিত্তি। আল্লাহ তা'আলা এই ছোট্ট দলটির মধ্যে বারাকাহ দান করেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেন। একপর্যায়ে তারা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন এবং নুসারীদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি আস্বাদন করান। আল্লাহ তা'আলা তাদের হাতে বড় বড় বিজয় দান করেন।

তারা সাইক্স-পিকো'র সীমানা ভেঙে দেন এবং ইরাকের মুজাহিদদের জন্য শামের সীমান্ত খুলে দেন। ফলে ইরাক ও শামের ভূমিতে দাওলাতুল ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিজয়গুলোর পরপরই মুজাহিদগণ আরো এমন কিছু বিজয় লাভ করেন যেগুলো ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার উপযুক্ত। আল্লাহর অনুগ্রহে দাওলাতুল ইসলাম ইরাক ও শামের সিংহভাগ ভূমির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। ইরাকের অর্ধেক ভূমি এবং শামের প্রায় ৭০% ভূমি দাওলার দখলে চলে আসে।

এই বিজয়গুলোর সময়ে শামে দাওলাতুল ইসলাম ও শামের সাহওয়াতদের মধ্যে তীব্র লড়াই চলছিল। সাহওয়াতদের নেতৃত্বে ছিল ফ্রি-সিরিয়ান আর্মি ও অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ দল। বিশ্বাসঘাতক জাওলানির নেতৃত্বাধীন জাবহাতুন নুসরাও তাদের সাথে ছিল। একই সময়ে দাওলা ইরাক ও শাম এবং সম্মিলিত কুফফার জোটের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

• • •

আরবের তাগুতরা মনে করেছিল, তারা সাহওয়াতদেরকে দাওলার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে দাওলাকে দুর্বল করতে পারবে। তারা এমনটাই ধারণা করেছিল। তাদের নফস তাদের সামনে এমনটাই সুসজ্জিত করে তুলে ধরেছিল। তাই তারা তাদের মুরতাদ দালালদেরকে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রলুব্ধ করলো, এবং (শিখিয়ে দিল) তারা যেন বিশ্বাসঘাতকতা করে পিছন দিক থেকে দাওলার উপর আঘাত হানে।

অথচ তখনও পর্যন্ত দাওলা শামে কোনো (বিদ্রোহী) দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেনি। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানত যে কাফেরদের বৈশিষ্ট্য! বাস্তবেই শামের সাহওয়াতরা দাওলাতুল ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং পেছন দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করল, যখন দাওলা ছিল ইরাক ও শামের তাগুতদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত।

সাহওয়াত ও তাগুতরা মনে করেছিল এভাবে তারা দাওলাকে দুর্বল করতে পারবে এবং শেষ করে দিতে পারবে। তারা শরীয়তকে বিকৃত করে, পথভ্রষ্ট ও দরবারী আলেমদের ভ্রষ্ট ফতোয়ার সমর্থন নিয়ে তাদের খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা চালিয়ে যায়। এসব আলেমদের মধ্যে কয়েকজন এমনও ছিলেন যাদেরকে মনে করা হতো যে, তারা জিহাদকে ভালোবাসেন এবং আল কায়েদাকে সমর্থন করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এটা চাচ্ছিলেন না যে তার নেককার বান্দারা পরাজিত হবে। ফলে তিনি তাদেরকে সাহায্যের মাধ্যমে শক্তিশালী করলেন এবং তাদের শক্তি আরো বাড়িয়ে দিলেন। দাওলা এমন কিছু যুদ্ধের মাধ্যমে এসব বিশ্বাসঘাতকতার উত্তর দিল, যাতে শত্রুপক্ষ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং তাদের শক্তি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যাদেরকে আমরা আল্লাহর পথের মুজাহিদ মনে করতাম এবং যাদেরকে

সত্যবাদী আলেম মনে করতাম তাদের অনেকের মুখোশ উন্মোচন হয়ে গেল।

দাওলার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও তারা দাওলাকে দোষারোপ করতে থাকলো যে, দাওলা নাকি তাদেরকে মেরে ফেলেছে। তাদেরকে শেষ করে দিয়েছে। এবার তারা যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানালো এবং তথাকথিত শরয়ী আদালত গঠন করলো। দাওলা এসব অনর্থক প্রয়াসকে পাত্তা দেয়নি। কেনইবা পাত্তা দিবে? যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে তাদের আবার কিসের শরয়ী আদালত? বিশ্বাসঘাতকদের জন্য এটা কিভাবে শোভা পায় যে তারা শরয়ী আদালত গঠন করবে? গতকালই তো তারা শরীয়তকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করেছে। শরীয়তের বিধান অমান্য করেছে। নিজেদের উপর শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করেনি।

এভাবে অনেক অনর্থক আলাপ-আলোচনার পর দাওলা পুরো উম্মাহর সামনে একটি সমাধান পেশ করল। যার মাধ্যমে উভয় পক্ষের বিবাদ মিটে যাবে এবং প্রত্যেককেই তার হক দেওয়া হবে। পাশাপাশি মুমিন ও সত্যবাদী মুজাহিদদের মধ্যে ঐক্য তৈরি হবে। এর সমাধান ছিল মুসলমানদের একজন ইমাম ও খলিফা নির্ধারণ করা। যিনি আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হবেন। সকল তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করবেন। আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করবেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবেন। এই ইমামের প্রধান কাজ হবে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মুজাহিদদের মধ্যকার বিবাদ মিটানো।

দাওলার পক্ষ থেকে দাওলার অফিসিয়াল মুখপাত্র শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল আদনানী রাহিমাহুল্লাহ 'উজরান আমিরাল কায়দা' শিরোনামে এক অডিও বক্তব্যে আল কায়েদার প্রধান আইমান আয যাওয়াহিরী'র প্রতি এই

প্রস্তাব পেশ করেন। দাওলার পক্ষ থেকে পেশ করা এই সমাধানটি ছিল অনেক উত্তম সমাধান। পূর্ব থেকেই দাওলা এজন্য চেষ্টা করে আসছিল।

কিন্তু দেখা গেল, আল কায়েদা এর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং এই প্রস্তাবকে কোনো গুরুত্বই দেয়নি। তারা এই প্রস্তাবের উত্তর দেয়ারও প্রয়োজন মনে করেনি। তখন দাওলা খলিফা নির্ধারণ করে এবং অবহেলিত এই ফরজ আদায় করে। আর সর্বপ্রকার সক্ষমতা অর্জনের পরেই খিলাফা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। তখন দাওলার অধীনে এত বিস্তীর্ণ ভূমি ছিল যে, তাদের উপর এই ফরজ আদায় করা আবশ্যক ছিল। দাওলা এমন একজনকেই খলিফা হিসাবে নির্ধারণ করে, যার মধ্যে খলিফা হওয়ার সকল শর্ত বিদ্যমান ছিল এবং খিলাফার শর্ত পূরণ হওয়ার পরেই খিলাফার ঘোষণা দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ অবহেলিত থাকা এই ফরজ আদায়ের মাধ্যমে দাওলা উম্মাহকে অনেক বড় দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়।

এভাবে খিলাফা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খিলাফার পতাকা উচ্চকিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে লড়াইরত অনেক মুখলিস মুজাহিদ খিলাফাকে বাইআত প্রদান করেন। খিলাফার পরিধি বিস্তৃত হয় এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে এর উলায়াত বা শাখা খোলা হয়। যেমন: মিশরে সিনাই প্রদেশ, আফ্রিকায় নাইজেরিয়া প্রদেশ, ইয়ামেনে সানআ প্রদেশ, জাজিরাতুল আরবে জাযীরা প্রদেশ, খোরাসানে খোরাসান প্রদেশ, লিবিয়ায় লিবিয়া প্রদেশ, চেচনিয়ায় চেচনিয়া প্রদেশ ইত্যাদি অন্যান্য অনেক জায়গা থেকে অনেক দল আমিরুল মুমিনীনকে বাইআত প্রদান করে।

আমিরুল মুমিনীন তাদের বাইআত গ্রহণ করেন। সেগুলোকে শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং স্থানীয় আমির নির্ধারণ করা হয়। এভাবে খিলাফার

ছায়াতলে মুসলিম উম্মাহ নতুন করে পথ চলতে শুরু করে। আল্লাহর অনুগ্রহে এই খিলাফা এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণ করছে এবং সুদৃঢ় প্রাচীর হয়ে তাদের উপর থেকে কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করছে। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের খলিফা ও তার সৈনিকদের মধ্যে বারাকাহ দান করেন এবং তাদের হাতে বিজয় দান করেন। **আমীন।**

• • •

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ:
দাওলাতুল ইসলাম শরিয়তের আলোকে নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফা

১৪৩৫ হিজরির ১লা রমাদান দাওলাতুল ইসলাম খিলাফা ঘোষণার পর পথভ্রষ্ট ও দরবারী আলেমরা এর বিরুদ্ধে অনেক অপবাদ আরোপ করছে, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে এবং দাওলার খিলাফার সমালোচনা করছে এবং খিলাফার বৈধতা নিয়ে সন্দেহ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তবে এদের পক্ষ থেকে এই বিষয়গুলো নতুন ছিল না। কেননা মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটাই তাদের পেশা। এর বিনিময়ে তারা দুনিয়ার সামান্য ভোগ সামগ্রী গ্রহণ করেছে।

এই আলোচনায় আমরা এসব উদ্ভট ও অনর্থক সমালোচনা খন্ডন করব এবং স্পষ্ট করব যে দাওলাতুল ইসলামের প্রতিষ্ঠিত খিলাফা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে নবুয়তের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফা। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে আমি বলছি, যে কেউ আজকের দাওলাতুল ইসলামের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে, সে বুঝতে পারবে যে, প্রথম নববি দাওলার মাঝে এবং এই দাওলার মাঝে অনেক সামঞ্জস্য ও মিল বিদ্যমান।

ইরাকে দাওলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ক্রুসেডার, রাফিজি, ধর্মনিরপেক্ষ ও অন্যান্য মুরতাদরা একযোগে দাওলার উপর হামলা চালিয়েছে। তারা সবাই মিলে দাওলাকে দমন করতে চাচ্ছে। এটাই প্রমাণ দাওলার আকিদা ও মানহাজ স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ হওয়ার। দাওলার বিশুদ্ধ আকিদা ও মানহাজ তাদের জীবন ও মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের দখলকৃত পদগুলোকে বিপন্ন করে

তুলেছে। কারণ তারা দেখতে পাচ্ছে তাদের সামনে দীন তার স্বমহিমায় নবুয়তের আদলে ফিরে আসছে।

তারা এমন এক সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হয়েছে, যারা গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক আইনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এ ধরনের সকল কুফরি নিদর্শন ও প্রতীকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

এমন এক সম্প্রদায়; যারা তাওহীদ, ঈমান ও আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়ন করা ব্যতীত আর কিছু বুঝে না। তাদের অবস্থান পুরোপুরি কুরাইশদের প্রতি রসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াহর অবস্থানের মত। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং তাকে ছাড়া কুরাইশরা যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই আকিদার ক্ষেত্রে তিনি কোনোরূপ শীতলতা প্রদর্শন করেননি এবং দর কষাকষি করেননি। ফলে কুরাইশরা তাকে ও তার সাহাবীদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়ে মক্কা থেকে বের করে দেয়।

ঠিক এমনটাই ঘটেছে ইরাকে দাওলাতুল ইসলামের সৈন্যদের ক্ষেত্রে। তারা কুফফার জোটের পক্ষ থেকে কঠিনতম আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছেন এবং আনবারের মরুভূমিতে দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কল্যাণ লক্ষ্য করলেন, তখন তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে দিলেন। সেই কঠিন মরুভূমিই ছিল দাওলা প্রতিষ্ঠার সূতিকাগার এবং ইসলামী নেতৃত্বের আঁতুরঘর। যেমন ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের হিজরতের আবাসস্থল মদিনা। সেখান (মরুভূমি) থেকেই তারা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। যেটি আল্লাহর শরীয়ত ও নবীজির সুন্নাহ অনুযায়ী শাসিত হবে।

• • •

এভাবেই আনবারের মরুভূমি মুজাহিদদের জন্য শক্তি ও ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এখান থেকেই দাওলার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। আহলুল হল্লি ওয়াল আকদের পরামর্শ অনুযায়ী আমিরুল মুমিনীনকে বাইআত প্রদান করা হয়। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই দাওলার যুদ্ধ ও বিজয়াভিযান শুরু হয়। যেগুলোর মাধ্যমে দাওলা আল্লাহর জমিনে সম্প্রসারিত হয়। এক পর্যায়ে ইরাক ও শামের সিংহভাগ অঞ্চল দাওলার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

দাওলা বুঝতে পারে দীর্ঘদিন যাবৎ মুসলমানদের অবহেলিত ফরজ বিধানটি তাদের কাঁধে এসে চেপেছে। সেটি হলো- খিলাফা প্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলমানদের জন্য একজন খলিফা নিয়োগ করা। যিনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী তাদেরকে পরিচালনা করবেন। তাগুত, মুরতাদ, মুশরিক রাফিজি ও ক্রুসেডার প্রভৃতি আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন। মুজাহিদদেরকে তিনি সংগঠনের সংকীর্ণতা থেকে বের করে ইসলামী খিলাফার প্রশস্ততায় নিয়ে আসবেন। এক পতাকা ও ইমামের অধীনে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন।

খিলাফার শর্তসমূহ ও কার্যকারিতা পূরণ হওয়ার পরেই দাওলা খিলাফা ঘোষণা করে। খলিফা হিসেবে এমন একজনকে বাইআত দেওয়া হয়, যিনি আলেম এবং খলিফা হওয়ার অন্যান্য সকল শর্তাবলী তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। (তখন) দাওলা ছিল বিস্তীর্ণ ভূমি ও বিরাট শক্তি ও দাপটের অধিকারী। মুত্তাকী ও আহলুল ইলম আহলুল হল্লি ওয়াল আকদ বিদ্যমান ছিল। আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা হচ্ছিল।

• • •

অতএব এই খিলাফা নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফা। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে যারা প্রবৃত্তির অনুসারী এবং বক্র পথ অবলম্বনকারী তারা এ কথা স্বীকার করতে নারাজ। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে এতে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গিয়েছেন, যারা খিলাফার সৈনিকদের বিরোধিতা করবে কিংবা তাদেরকে একাকী শত্রুর সামনে ছেড়ে দিবে, তারা তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।

আল্লাহর অনুগ্রহে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ এর পতাকাকে উঁচু করে চলেছেন। বিরোধী ও মুনাফিকদের প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপ করছেন না। আল্লাহর ইচ্ছায় তারা এভাবে সামনে এগিয়ে যেতে থাকবেন এবং এক পর্যায়ে খলিফা মাহাদির কাছে এই পতাকা অর্পণ করবেন। তারা পুরো পৃথিবী আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করবেন। এটাই তাদের পথ। তারা আল্লাহর সাথে শপথ করেছেন, কিছুতেই এই পথ পরিবর্তন করবেন না এবং এই পথ থেকে সরবেন না। যতই কষ্ট সহ্য করতে হোক। তারা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন। আল্লাহর সাহায্য ও ওয়াদার ব্যাপারে তারা দৃঢ় আশাবাদী। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা খেলাফ করেন না।

• • •

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:
খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লার মধ্যে শরীয়ত নির্ধারিত খলিফার সকল শর্ত পূরণ হওয়ার বিবরণ

খিলাফার পদ অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ আমানত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে বলেন,

وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ
أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا

অর্থ: এটি হচ্ছে একটি আমানাত। আর কিয়ামাতের দিন এ হবে লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা। তবে যে এর হক সম্পূর্ণ আদায় করবে তার কথা ভিন্ন।[16]

যেহেতু এই পদটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই ইসলাম এই পদ এবং মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছে। কারণ ইসলাম যে কাউকে মুসলমানদের শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না।

ইসলামে শাসক হলো ঐ ব্যক্তি যাকে দীনের হেফাজত, দীন প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়পরায়ণতা তথা আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী মানুষের সকল বিষয়াদি পরিচালনার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের মধ্য থেকে নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তিদেরকেই নেতৃত্বের জন্য বাছাই করতেন। যেন সে সুচারুরূপে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলার

16 সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৬১৩

নির্ধারিত দায়িত্ব আদায় করতে পারে। তিনি সাহাবীদের মধ্য থেকে যে কাউকে নেতৃত্ব দিতেন না।

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা এ বিষয়ের উত্তম দৃষ্টান্ত। আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন পরহেজগার ও মুত্তাকী সাহাবী। আল্লাহ তা'আলার প্রতি তার ঈমান ছিল যথাযথ এবং তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু নেতৃত্বের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল না। তিনি নেতৃত্ব কামনা করলে রাসূল তাকে সেটি প্রদান করেননি।

এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, নেতৃত্বের জন্য কিছু শর্ত প্রযোজ্য। আলেমগণ এগুলো উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি মুসলমানদের নেতৃত্ব ও খিলাফার দায়িত্ব গ্রহণ করবে তার মধ্যে এই শর্তগুলো পূরণ হতে হবে। অচিরেই আমরা এই আলোচনায় শর্তগুলো উল্লেখ করছি।

আমরা একথা স্পষ্ট করে দিব যে, দাওলাতুল ইসলাম এই শর্তগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। এই শর্তগুলোর ভিত্তিতেই তারা আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লাহকে আমিরুল মুমিনীন নির্ধারণ করেছেন। উনার মধ্যে এই সকল শর্তগুলো পরিপূর্ণরূপে পূরণ হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ খলিফা নিযুক্ত হয়েছেন। ফলে তার আনুগত্য করা এবং তার পতাকাতলে শামিল হওয়া ওয়াজিব। তিনি আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী যে দেশ পরিচালনা করেন সেখানে হিজরত করা এবং তার সাথে মিলে জিহাদ করা ওয়াজিব।

• • •

শর্তগুলোর বিবরণ:

খলিফার মধ্যে যে সকল শর্ত থাকা আবশ্যক সেগুলোর মধ্যে কিছু আছে এমন, যেগুলোর ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ওলামায়ে কেরাম একমত। আবার কিছু শর্ত আছে এমন যেগুলোর ব্যাপারে তারা মতভেদ করেছেন। অর্থাৎ কেউ এ সকল শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক বলেছেন; কেউ আবশ্যক বলেননি।

মুসলমানদেরকে নেতৃত্ব প্রদানকারী খলিফার ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উলামা যে সকল শর্ত থাকা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন সেগুলো হলো:

(১) মুসলমান হওয়া

এই শর্ত একেবারেই সুস্পষ্ট। মুসলমানদের প্রত্যেক দায়িত্বশীলের ক্ষেত্রে এই শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক। চাই তার দায়িত্ব বড় হোক বা ছোট হোক। কোনো কাফের মুসলমানদের দায়িত্বশীল বা শাসক হতে পারে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে কোনো কাফেরকে মুসলমানদের শাসক বানানো জায়েজ নেই। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল নিচে দেওয়া হলো:

কুরআন থেকে দলিল

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু!"[17]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য (ঘর থেকে) বের হয়ে থাক, তবে আমার শত্রু ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে এমন বন্ধু বানিও না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে।"[18]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখতিয়ারধারী তাদেরও।"[19]

---

17 সূরা আল মায়িদাহ: ৫১

18 সূরা আল মুমতাহিনাহ্: ১

19 সূরা আন নিসা: ৫৯

অর্থাৎ যারা তোমাদের দীনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের বাইরের কোনও ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট কামনায় কোনো রকম ক্রটি করে না। যাতে তোমরা কষ্ট পাও তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখ থেকেই আক্রোশ বের হয়ে গেছে। আর তাদের অন্তরে যা-কিছু (বিদ্বেষ) গোপন আছে, তা আরও গুরুতর। আমি আসল বৃত্তান্ত তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলাম যদি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাও!"[20]

ইমাম কুরতুবী বলেন: এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নিষেধ করেছেন কাফের, ইয়াহুদী ও প্রবৃত্তি পূজারীদেরকে বন্ধু ও অন্তরঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে। মুসলমানরা তাদের সাথে পরামর্শ করবে না এবং তাদের উপর কোনো দায়িত্ব ছেড়ে দিবে না।[21]

---

20 সূরা আলে ইমরান: ১১৮

21 তাফসিরে কুরতুবি

• • •

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! মুসলিমদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু বানিয়ো না।"[22]

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নিষেধ করছেন মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফেরদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করা, বন্ধুত্ব করা, তাদের কল্যাণ কামনা করা। মুসলমানদের গোপন বিষয়াদি তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া, গোপনে তাদের কাছে চিঠি পাঠানো ইত্যাদি (কাজ নিষেধ)।[23]

ইমাম কুরতুবী বলেন: অর্থাৎ তোমরা কাফেরদেরকে তোমাদের অন্তরঙ্গ ও বিশেষ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করিও না।[24]

এই সবগুলো আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, মুমিন ছাড়া অন্য কেউ মুসলমানদের কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর কাফেরদের জন্য কর্তৃত্বের কোনো অধিকার রাখেননি।

22 সূরা আন নিসা: ১৪৪

23 তাফসিরে ইবনে কাসির

24 তাফসিরে কুরতুবি

সুন্নাহ থেকে দলিল

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

অর্থ: উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট থেকে আমাদের খুশী ও কষ্টের বিষয়ে, স্বস্তি ও অস্বস্তির বিষয়ে এবং আমাদের অগ্রাধিকার নষ্ট হলেও আনুগত্য ও আদেশ পালনের উপর এবং ক্ষমতাসীন শাসকের বিদ্রোহ না করার উপর বায়আত (প্রতিশ্রুতি) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, “তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা প্রকাশ্য কুফরী হতে দেখ, যাতে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দলীল বর্তমান থাকে (তাহলে বিদ্রোহ করতে পার)।”[25]

25 বুখারী ৭০৫৬, মুসলিম ৪৮৭৭ নং

• • •

কাযী ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: যদি শাসক মুরতাদ হয়ে যায় এবং শরীয়তের বিধান পাল্টে দেয় বা বিদআতের প্রচলন ঘটায়, তাহলে সে তার দায়িত্ব থেকে অপসারিত হয়ে যাবে। তার আনুগত্য করা আবশ্যক থাকবে না। বরং মুসলমানদের জন্য তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ন শাসক নিয়োগ দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি তারা সেটা করতে সক্ষম হয়। যদি এই সক্ষমতা অল্প কিছু লোকের থাকে তাহলে তাদের উপরই এই কাফেরকে অপসারণ করা আবশ্যক হবে।[26]

আলেমদের ইজমা থেকে দলিল

যে ব্যক্তি মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে তার মুসলমান হওয়ার শর্তের বিষয়টি মুসলমানদের ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত। কোনো অবস্থাতেই কাফের মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ববান হতে পারে না।

কাযী ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো কাফের মুসলমানদের শাসক হতে পারে না। যদি মুসলিম শাসক মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে সে অপসারিত হয়ে যায়। এমনিভাবেই যদি সে সালাত কায়েম এবং এর দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও অপসারিত হয়ে যাবে)।[27]

ইবনুল মুনযির বলেন: সকল আলেম এ বিষয়ে একমত যে, কোনো অবস্থাতেই কাফের মুসলমানদের উপর কর্তৃত্বধধারী হতে পারেনা। ইবনু

---

26 শরহুন নববি আলা মুসলিম

27 শরহুন নববি আলা মুসলিম

হাযম বলেন: সকল আলেম এ বিষয়ে একমত যে কোনো কাফের, মহিলা এবং শিশু মুসলমানদের শাসক হতে পারে না।[28]

ইবনু হাজার বলেন: কাফের হয়ে গেলে সকল আলেমের ঐকমত্যে শাসক অপসারিত হয়ে যাবে। প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক হবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। এ ব্যাপারে যে শক্তি প্রদর্শন করবে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে শিথিলতা প্রদর্শন করবে সে গুনাহগার হবে। আর দুর্বলদের জন্য সেই দেশ থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়া ওয়াজিব।[29]

বরং ওলামায়ে কেরাম তো এর চেয়ে আরো বড় বিষয় উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম মনে করেন ফাসেক শাসক অপসারিত হয়ে যাবে এবং তার কর্তৃত্ব বাতিল হয়ে যাবে। যদি তার থেকে ফিসক প্রকাশ পায় এবং ইকামতে দীন ও আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নে মুসলমানদের জান-মাল রক্ষার কাজে বাধা দেয়।

এ বিষয়ে ইমাম কুরতুবী বলেন: খলিফা নিয়োগ দেওয়ার পর যদি তার থেকে ফিসক প্রকাশ পায়, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মত হলো তার খিলাফা বাতিল হয়ে যাবে এবং প্রকাশ্য ফিসকের কারণে তাকে অপসারণ করা হবে। কারণ এটা প্রমাণিত যে, খলিফা নিয়োগ দেয়া হয় হুদুদ বাস্তবায়ন করার জন্য, প্রকৃত হকদারের হক তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং ইয়াতিম ও পাগলদের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য। পাশাপাশি মুসলমানদের

28 মারাতিবুল ইজমা লিইবনি হাযম ৯৩

29 ফাতহুল বারি ১৩/১২৩

সার্বিক বিষয়াদি দেখভাল করার জন্য...। আর যার মধ্যে ফিসক থাকবে, সেটা তাকে এই দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত করবে।[30]

আল্লাহর বান্দারা লক্ষ্য করুন, এই যদি হয় ঐ শাসকের ব্যাপারে আলেমদের অভিমত, যে শাসকের নিয়োগ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে এবং শাসনকাজ জারি হয়ে গেছে এরপর তার মধ্যে ফিসক প্রকাশ পেয়েছে। তাহলে যে পূর্ব থেকেই কাফের; তার ব্যাপারটা কেমন হবে? তার তো কর্তৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতাই নেই এবং কুফরের কারণে তার পক্ষে বাইআতও সম্পন্ন হয়নি।

(২) পুরুষ হওয়া

সকল আলেম এ বিষয়ে একমত যে, মহিলা ছোট কিংবা বড় কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত নয়। এ বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও আলেমদের ইজমা থেকে নিম্নে দলিল উল্লেখ করা হলো।

কুরআন থেকে দলিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

অর্থ: "পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।"[31]

---

30 তাফসিরে কুরতুবি

31 সূরা আন নিসা: ৩৪

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহিলার উপর পুরুষের কর্তৃত্বের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এর মর্ম হলো- পুরুষের উপর কোনো মহিলার দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব থাকবে না, এমনকি পারিবারিক ও ঘরোয়া বিষয়াদিতেও।

অতএব মুসলমানদের শাসক হওয়া, দেশ শাসন করা, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে নেতৃত্ব প্রদান এগুলো তো কোনোভাবেই মহিলার হাতে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে মহিলা এসব কাজের যোগ্য নয় এবং সে এগুলো করতেও পারবে না। এগুলোর জন্য প্রয়োজন সাহসী ও শক্তিশালী পুরুষ, যেন তারা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী যথাযথভাবে এই কাজগুলো বাস্তবায়ন করতে পারেন।

ইমাম বগভী বলেন: কাওয়াম বা কাইয়িম শব্দের অর্থ একই। তবে কাওয়াম শব্দটি অধিক অর্থ বহন করে। দুটো শব্দের অর্থ হলো- দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া। পরিচালনা করা। আদব শিক্ষা দেওয়া।[32]

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء "পুরুষ নারীদের অভিভাবক"। অর্থাৎ পুরুষ মহিলার উপর কর্তৃত্বধারী। সে মহিলার প্রধান, অভিভাবক, তার ব্যাপারে দায়িত্বশীল, তার পরিচালক এবং মহিলা বক্র পথ অবলম্বন করলে সে মহিলাকে আদব শিক্ষা দিবে। بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ "যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।" অর্থাৎ পুরুষ নারীদের থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। এজন্যই পুরুষরাই

---

32 তাফসিরে বগভী

কেবল নবী হয়েছেন। এমনিভাবে বড় বাদশাহ কেবল পুরুষরাই হতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً.

অর্থ: সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোনো স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে।[33]

এমনিভাবে মহিলা বিচারকের পদ ও অন্যান্য পদের উপযুক্ত নয়। وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ "এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।" মহর, ভরণপোষণ...। তাই পুরুষ দায়িত্বশীল ও অভিভাবক হবে এটাই স্বাভাবিক। যেমনটা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

অর্থ: "অবশ্য তাদের উপর পুরুষদের এক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।"[34]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আল্লাহ তা'আলার বাণী الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء "পুরুষ নারীদের অভিভাবক।" এর অর্থ হলো- পুরুষরা মহিলাদের উপর শাসক হবে। আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী মহিলারা পুরুষদের আনুগত্য করবে।[35]

---

33 সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৭০৯৯

34 সূরা আল বাকারা: ২২৮

35 তাফসিরে ইবনে কাসির

ইমাম রাযী বলেন: বিভিন্ন দিক থেকে মহিলার উপর পুরুষেরা শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। এর মধ্যে কিছু আছে যেগুলো বৈশিষ্ট্যগতভাবে আর কিছু আছে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে। মহিলার উপর পুরুষের বৈশিষ্ট্যগত শ্রেষ্ঠত্ব মৌলিকভাবে দুটি বিষয়ের মধ্যে হয়: ইলম ও শক্তি। নিঃসন্দেহে মহিলার তুলনায় পুরুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনেক বেশি থাকে। এমনিভাবে পুরুষ অনেক কষ্টদায়ক কাজ করতে সক্ষম। এই দুটি কারণে জ্ঞান ও শক্তির ক্ষেত্রে মহিলার উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়েছে।... (শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলারা পর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কিছু ক্ষেত্রে হলো) দেশের শাসক হওয়া বা মসজিদের ইমাম হওয়া, জিহাদ পরিচালনা করা, আযান দেওয়া, খুতবা দেওয়া, মসজিদে এতেকাফ বসা, হুদুদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়া, বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবক হওয়া, একাধিক বিবাহ করা, বংশবিস্তার সংরক্ষণ করা। (ইত্যাদি সবগুলো বিষয়ে শরীয়ত পুরুষকে মহিলার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।)[36]

সুন্নাহ থেকে দলিল

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِى اللهُ بِكَلِمَةٍ
سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيَّامَ
الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ
فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه
وسلم أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوْا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى
قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً.

36 তাফসিরে রাযী

অর্থ: আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শ্রুত একটি বাণীর দ্বারা আল্লাহ জঙ্গে জামালের (উষ্ট্রের যুদ্ধ) দিন আমার মহা উপকার করেছেন, যে সময় আমি সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে মিলিত হয়ে জামাল যুদ্ধে শরীক হতে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) বলেন, সে বাণীটি হল, যখন নবী ﷺ এর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসী কিসরা কন্যাকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছেন, তখন তিনি বললেন, সে জাতি কক্ষনো সফল হবে না স্ত্রীলোক যাদের প্রশাসক হয়।[37]

لن يُفلِحَ قَومٌ أسنَدوا أمْرَهم إلى امْرَأةٍ

অর্থ: ওই সম্প্রদায় কিছুতেই সফল হতে পারবে না, যারা তাদের দেখভালের বিষয়াদি কোনো মহিলার কাছে অর্পণ করবে।[38]

(হাদিসের সরল অর্থ) অর্থাৎ আমি জামাল যুদ্ধের দিন এই হাদিসের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছিলাম। আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এই হাদিসের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার অর্থ হলো- এই হাদিস শুনে তিনি জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। (সে জাতি কক্ষনো সফল হবে না) এ কথার অর্থ হলো- কখনোই তারা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না এবং জাতির জন্য যা উপকারী সেটা করতে পারবে না। (স্ত্রীলোক যাদের প্রশাসক হয়।) অর্থাৎ যারা মহিলাকে

37 সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৪২

38 মুসনাদে আহমাদ ২০৪১৮

অন্তহীন ক্ষমতা দিয়ে রাখে। তাদেরকে নেতা বানায়, মন্ত্রী বানায়, পরিচালক বানায় কিংবা বিচারক বানায়।

শায়খ মানাবী বলেন: (সে জাতি কক্ষণো সফল হবে না স্ত্রীলোক যাদের প্রশাসক হয়।) এর কারণ হলো মহিলাদের অপূর্ণতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষমতা। তাছাড়া শাসককে প্রজাদের অবস্থা দেখভাল করার জন্য বাইরে বের হতে হবে, অথচ মহিলা পর্দার ভিতরে থাকতে আদিষ্ট। বাইরে বের হওয়া তার জন্য উপযোগী নয়। এ কারণে মহিলা শাসক বা বিচারক হওয়ার যোগ্য নয়।[39]

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেন: এটা সুনির্ধারিত যে, মহিলা কিছুতেই খলিফা হতে পারবে না। এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। কারণ মহিলা উন্মুক্ত মজলিসে আসতে পারবে না এবং পুরুষদের সাথে ওঠাবসা করতে পারবে না। সরাসরি পুরুষদের সাথে আলোচনা করতে পারবে না। কেননা যদি সে যুবতী হয় তাহলে তার দিকে তাকানো এবং তার সাথে কথা বলা হারাম। আর যদি বৃদ্ধা হয় তাহলেও সে পুরুষদের মজলিসে আসতে পারবে না। কারণ এতে করে সবার দৃষ্টি তার উপর পড়বে। আর যারা এই কাজ করবে অর্থাৎ মহিলাদেরকে তাদের শাসক বানাবে তারা কিছুতেই সফল হতে পারবে না।[40]

ইমাম কুরতুবী বলেন: হাদিস যদি বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হয় তাহলে এর উপর আমল করা আবশ্যক। বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হাদিসের উপর আমল

---

39 ফয়যুল কাদির

40 আহকামুল কুরআন লিইবনিল আরাবি

করার জন্য অন্য কিছুর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। অন্য কারো কথা হাদিসের বিপরীত হলে সেটা পরিত্যাগ করা হবে।[41]

আলেমদের ইজমা থেকে দলিল

মহিলা খলিফা হওয়া জায়েজ না হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোনো এখতেলাফ নেই। বরং ইবনু হাযম যাহেরী এ ব্যাপারে আলেমদের ইজমা (ঐকমত্য) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আহলুল কেবলা তথা মুসলমানদের কেউই মহিলা খলিফা হওয়াকে জায়েজ বলে না।[42]

শায়খ শানকিতী বলেন: খলিফার জন্য শর্ত হলো পুরুষ হতে হবে। এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই।[43]

(৩) বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হওয়া।

এ শর্তটি একেবারেই সুস্পষ্ট। যে ব্যক্তি মুসলমানদের ছোট বা বড় কোনো বিষয়ে দায়িত্বশীল হতে চায় তার মধ্যে এই শর্ত পূরণ হতে হবে; এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। অতএব উন্মাদনা বা অন্য কোনো কারণে যার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে সে দায়িত্বশীল হতে পারবে না। (কেননা বুদ্ধি হলো, পরিচালনা করার মূল চালিকাশক্তি। যদি বুদ্ধিই না থাকে তাহলে সে পরিচালনা করতে পারবে না।) আলী ইবনু আবু তালিব থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

---

41 তাফসিরে কুরতুবি

42 আলফসলু ফিল মিলাল ৪/৮৯

43 আদওয়াউল বায়ান ১/২৬

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

রাসুলাল্লাহ ﷺ বলেছেন: তিন প্রকার লোকদের উপর হতে কলম তুলে রাখা হয়েছে:

(১) নির্বোধ পাগল, যতক্ষন না সুস্থ হয়

(২) নিদ্রিত ব্যাক্তি, যতক্ষন না জাগ্রত হয়, এবং

(৩) নাবালেগ শিশু, যতক্ষন না প্রাপ্তবয়স্ক হয়।[44]

অতএব যার থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে সে কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কারণ শরয়ী দৃষ্টিকোণ সে দায়িত্বশীল হওয়ার উপযুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার উপযুক্ত নয় সে কিভাবে পুরো মুসলিম উম্মাহর বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করবে। যে নিজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হতে পারে না সে তো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুরো উম্মাহর দায়িত্বশীল হতে পারবে না। কারণ যার বুদ্ধি নাই; সে নিজের বিষয়াদি দেখভাল করার জন্য অন্য আরেকজনের মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে কি করে তার কাছে সকল মুসলমানদের বিষয়াদি অর্পণ করা হবে?

অতএব খলিফাকে অবশ্যই বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অধিকারী হতে হবে। বরং তাকে মেধা ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে অন্যদের থেকে অনন্য হতে হবে। যেন সে উম্মাহর বিষয়াদি ও অদ্ভুত পরিস্থিতিতে চিন্তাভাবনা করে সুন্দর

44 সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৪০১

সমাধান বের করতে পারে। এটাই আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহর নির্দেশনা। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো আলেমের দ্বিমত নেই।

(৪) সৎ বা ন্যায়পরায়ণ হওয়া

এই শর্তটাও সুস্পষ্ট। খলিফা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত। অতএব ফাসেক বা যার সাক্ষ্য গ্রহণে সীমাবদ্ধতা আছে সে খলিফা হতে পারবে না।

কাযী ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ফাসেক ব্যক্তিকে খলিফা বানানো যাবে না।[45]

ফাতহুল বারীতে হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এমনটা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম কুরতুবী বলেন: ফাসেক খলিফা হতে পারবে না এ বিষয়ে উম্মাহর কারো দ্বিমত নেই।[46]

সততা ও ন্যায়পরায়ণতা এমন একটি গুণ যা ব্যক্তিকে কবিরা ও ছগিরা এবং সুস্থ রুচির সাথে যায় না; এমন অনেক বৈধ কাজ থেকেও বিরত রাখে। এটি চারিত্রিক অনেকগুলো গুণাবলীর সমষ্টি। যেমন: তাকওয়া, পরহেজগারিতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, ন্যায়- পরায়ণতা, আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং শরীয়তের সকল বিধানাবলী গুরুত্ব সহকারে পালন করা।

45 শরহুন নববি আলা মুসলিম

46 তাফসিরে কুরতুবি

খলিফা হওয়ার জন্য সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্তের দলিল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ

অর্থ: "আল্লাহ (তাঁকে) বললেন, আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের ইমাম বানাতে চাই। ইবরাহীম বলল, আমার সন্তানদের মধ্য হতে? আল্লাহ বললেন, আমার (এ) প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়।"[47]

মুজাহিদ বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন জালিম কিছুতেই খলিফা হতে পারবে না।[48]

ইমাম রাযী বলেন: অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এই আয়াত দ্বারা এ কথার প্রমাণ পেশ করেছেন যে 'ফাসেক খলিফা হতে পারবে না'। لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ "আমার (এ) প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়।" এ আয়াত থেকে দুইভাবে বিষয়টা প্রমাণিত হয়। প্রথমত: لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ "আমার (এ) প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়।" এই

47 সূরা আল বাকারা: ১২৪

48 তাফসিরে তাবারি

কথাটা পূর্ববর্তী وَمِن ذُرِّيَّتِي "আমার সন্তানদের মধ্য হতে?" কথার প্রতিউত্তরে বলা হয়েছে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার সন্তানদের জন্য নেতৃত্ব কামনা করেছেন। আয়াত উল্লেখিত 'প্রতিশ্রুতি' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নেতৃত্ব। যেন উত্তর প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কেমন যেন আল্লাহ তা'আলা বলছেন, যারা জালেম তারা নেতৃত্ব পাবে না। আর প্রত্যেক গুনাহগার ব্যক্তিই জালেম। অতএব এই আয়াতটি আলোচ্য বিষয়ক দলিল; এটা সুস্পষ্ট।[49]

ইমাম শাওকানি বলেন: এই আয়াত দ্বারা একদল আলেম প্রমাণ পেশ করেছেন যে, খলিফা অবশ্যই সৎ ও শরীয়ত অনুযায়ী আমলদার হতে হবে। সে যদি শরীয়তের বিধান থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে সে জালিম বলে গণ্য হবে।... এরপর তিনি বলেন: আয়াতের সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা হলো, এখানে (জালিম নেতৃত্ব পাবে না এই) সংবাদটিকে থেকে আদেশের অর্থে ধরতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলার দেওয়া সংবাদের বিপরীত হওয়া অসম্ভব। অথচ আমরা দেখি অনেক জালিম শাসন ক্ষমতা লাভ করেছে।[50]

হানাফি ফকিহ আবু বকর জাসসাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এই আয়াতের মাধ্যমে ফাসেকের খলিফা হওয়া বাতিল বলে গণ্য হয়। অতএব ফাসেক খলিফা হতে পারবে না।[51]

---

49 তাফসিরে রাযী

50 ফাতহুল কাদির

51 আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস

আল্লামা যামাখশারী এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: আলিমগণ বলেছেন, এ আয়াতে এ কথার দলিল রয়েছে যে ফাসেক খলিফা হওয়ার উপযুক্ত নয়। আর ওই ব্যক্তি কিভাবে খলিফা হতে পারে? যার আদেশ প্রদান করা ও সাক্ষ্য প্রদান করা বিশুদ্ধ নয়। যার আনুগত্য আবশ্যক নয়। যার সংবাদ গ্রহণযোগ্য নয় এবং সালাতের জন্য যার ইমামতি বৈধ নয়।[52]

তিনি আরো বলেন, ইবনু উয়াইনা থেকে বর্ণিত আছে: জালেম কিছুতেই খলিফা হতে পারবে না। জালেম কিভাবে খলিফা হবে? খলিফা তো নিয়োগই দেওয়া হয় জুলুম বন্ধ করার জন্য। যদি জালেমকে খলিফা বানানো হয় তাহলে ঐ প্রবাদই বাস্তবায়ন হবে, 'যে ব্যক্তি নেকড়ে প্রতিপালন করেছে সে নিজের উপর জুলুম করেছে'।[53]

(খলিফা হওয়ার জন্য সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্তের দলিল) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

অর্থ: "সীমালঙ্ঘনকারীদের কথা মত চলো না। যারা যমীনে অশান্তি বিস্তার করে এবং সংশোধনমূলক কাজ করে না।"[54]

52 তাফসিরে কাশশাফ

53 তাফসিরে বাহরুল মুহিত

54 সূরা আশ শুআরা': ১৫১- ১৫২

এই আয়াতে আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে সীমালংঘনকারীর আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে কেবল বৈধ ক্ষেত্রে খলিফার আনুগত্য করতে আদেশ করেছেন। অতএব আবশ্যক হলো খলিফা এমন কেউ হতে পারবে না আল্লাহ যার আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়টি এভাবেও প্রমাণ করা যায় যে, খলিফা নিয়োগের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো জালিমকে জুলুম থেকে প্রতিহত করা। মানুষের উপর জালিমের আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়া নয়। জালিম মানুষের দীন ও দুনিয়া নষ্ট করে দেয়। তাহলে সে কিভাবে শাসক হতে পারবে? শাসক তো বানানো হয় অনিষ্টতা দূর করার জন্য।

ইমাম জুওয়াইনি বলেন: সন্তানের ভালোবাসা ও স্নেহ থাকা সত্ত্বেও ফাসেক পিতার উপর তার সন্তানের সম্পদের ব্যাপারে ভরসা করা যায় না। তাহলে কিভাবে ফাসেকের উপর যে আল্লাহকে ভয় করে না, পুরো মুসলিম উম্মাহর বিষয়াদির ব্যাপারে ভরসা করা যাবে? যে নিজের কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং নফসে আম্মারাকে অসৎ কাজ থেকে বাধা দিতে পারে না, নিজে নিজেকে ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারে না, সে কিভাবে পুরো উম্মাহকে পরিচালনা করবে?[55]

ইবনু খালদুন বলেন: সততা ও ন্যায়পরায়ণতার শর্ত হলো এজন্য যে, এটি একটি দীনি দায়িত্ব। অন্য যত পদে এই শর্ত আরোপ করা হয়, এর মধ্যে এই পদটি বেশি উপযুক্ত যে এখানে এই শর্ত আরোপ করা হবে।[56]

55 গিয়াসুল উমাম, ৮৮

56 মুকাদ্দিমা ইবনি খালদুন

বাগদাদী বলেন: (খলিফার মধ্যে) সততা ও ন্যায়পরাণতা কমপক্ষে এতোটুকু থাকতে হবে যে, যেন আদালতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়।[57]

মোটকথা: ছোট্ট শিশুর লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ এবং শিকারের বদলা নির্ধারণের মত ছোট বিষয়ে যেখানে আল্লাহ তা'আলা সততা ও ন্যায় পরায়ণতার শর্ত আরোপ করেছেন সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খলিফার মধ্যে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে। ফাসেক যেখানে ছোট্ট শিশু বা এতিমের অভিভাবক হতে পারে না, সেখানে সে কিভাবে পুরো উম্মাহর অভিভাবক হবে? অতএব খলিফার জন্য এই শর্ত অবশ্যই প্রযোজ্য।

(৫) আলেম হওয়া

এই শর্তটাও সুস্পষ্ট। কুরআনের একাধিক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা এই শর্তের প্রতি ইশারা করেছেন। আলেমগণ শাসকের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

কুরআনের যেসব জায়গায় এই শর্তের আলোচনা এসেছে:

তালুতের ঘটনায় শাসকের উপযুক্ত গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا
قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ
مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ

57 উসুলুদ্দিন, আবু মানসুর বাগদাদি

عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ: "তাদের নবী তাদেরকে বলল, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালূতকে বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন। তারা বলতে লাগল, তার কি করে আমাদের উপর বাদশাহী লাভ হতে পারে, যখন তার বিপরীতে আমরাই বাদশাহীর বেশি হকদার? তাছাড়া তার তো আর্থিক স্বচ্ছলতাও লাভ হয়নি। নবী বলল, আল্লাহ্ তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞান ও শরীরের দিক থেকে তাকে (তোমাদের অপেক্ষা) সমৃদ্ধি দান করেছেন। আল্লাহ তাঁর রাজত্ব যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।" [58]

সুলাইমান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

অর্থ: "আমি তার রাজত্বকে করেছিলাম সুদৃঢ় এবং তাকে দান করেছিলাম জ্ঞানবত্তা ও মীমাংসাকর বাগ্মিতা।" [59]

58 সূরা আল বাকারা: ২৪৭

59 সূরা সা'দ: ২০

ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

অর্থ: "ইউসুফ বলল, আপনি আমাকে দেশের অর্থ-সম্পদের (ব্যবস্থাপনা) কার্যে নিযুক্ত করুন। নিশ্চিত থাকুন আমি রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভালো পারি এবং আমি (এ কাজের) পূর্ণ জ্ঞান রাখি।"[60]

আল্লাহ তা'আলা অনেক আয়াতে যারা জানে না তাদের উপর যারা জানে তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ: "বল, যারা জানে আর যারা জানে না উভয়ে কি সমান?"[61]

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা শাসক আলেম হওয়ার শর্তটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অনেক আলেম থেকে বর্ণিত আছে, তারা খলিফার জন্য মুজতাহিদ হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। ইমাম শাতেবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, খলিফা কেবল এমন ব্যক্তি হতে পারবেন যিনি ইজতিহাদ ও ফাতাওয়া প্রদানের যোগ্যতা রাখেন।[62]

60 সূরা ইউসুফ: ৫৫

61 সূরা আয্-যুমার: ৯

62 ইতিসাম ২/১২৬

ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি বলেন: খলিফা হওয়ার জন্য শর্ত হলো মুজতাহিদ হওয়া। ইজতিহাদের স্তরে উন্নীত হওয়া। মুফতি হওয়ার সকল গুণাবলী বিদ্যমান থাকা। এই শর্তের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।[63]

শায়খ রমলি খলিফার শর্তের আলোচনায় বলেন: কাযীর ন্যায় মুজতাহিদ হওয়া বরং আরো বেশি যোগ্য হওয়া। এ বিষয়ে তিনি ইজমা উল্লেখ করেছেন।... তিনি বলেন: খোলাফায়ে রাশিদিনের পর অধিকাংশ খলিফা যে মুজতাহিদ ছিলেন না, সেটার কারণ হলো তারা জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করেছেন। তাই এটা অনুল্লেখ্য।[64]

এগুলো হচ্ছে সেসব শর্তের বিবরণ, মুসলমানদের দায়িত্বশীলের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলেমগণ যেসব শর্তের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

খলিফার মধ্যে যেসব শর্ত বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে আলামগণ মতবিরোধ করেছেন সেগুলো হচ্ছে: বালেগ হওয়া। স্বাধীন হওয়া। শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়া। কুরাইশি হওয়া।

(১) বালেগ হওয়া

আলেমগণ উল্লেখ করেছেন, দায়িত্ব ছোট হোক বা বড় হোক এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তি বালেগ হওয়া আবশ্যক।

---

63 গিয়াসুল উমাম ৮৪

64 নিহায়েতুল মুহতাজ ৭/ ৪০৯

নাবালেগ দায়িত্বশীল হতে পারবে না। সে তো তার নিজের ব্যাপারেই দায়িত্বশীল না। তাহলে কিভাবে সে উম্মাহর দায়িত্বশীল হবে? এ বিষয়ে দলিল হলো আল্লাহ তাআ'লার বাণী:

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا

অর্থ: "তোমরা অবুঝ (ইয়াতীম)দের কাছে নিজেদের সেই সম্পদ অর্পণ করো না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনের অবলম্বন বানিয়েছেন। তবে তাদেরকে তা হতে খাওয়াও ও পরাও, আর তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে কথা বল।"[65]

আয়াতে অবুঝ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: নারী ও শিশু। যেখানে আমাদেরকে তাদের সম্পদ তাদের হাতে দিয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছে, যেহেতু তারা স্বাধীন ও সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। সেখানে তো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদেরকে মুসলমানদের সকল বিষয়াদি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে না।

(২) স্বাধীন হওয়া।

আলিমগণ উল্লেখ করেছেন, স্বাধীন হওয়া খলিফা হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তের অন্তর্ভুক্ত। কারণ গোলাম তার মনিবের অনুমতি ছাড়া নিজের বিষয়াদিতেও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। নিজের উপর তার কোনো কর্তৃত্ব

65 সূরা আন নিসা: ৫

নেই। তাহলে সে কিভাবে অন্যের উপর কর্তৃত্বধারী হবে। ইমাম গাজ্জালী এই শর্তের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: গোলাম খালিফা হতে পারবে না। কারণ খলিফাকে তার পুরো সময়টা উম্মাহর খেদমতে ব্যয় করতে হবে। সে কিভাবে খলিফা হবে? সে তো তার পুরো সময়টা নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারে না। বরং সে তার মনিবের কর্তৃত্বের অধীন। তাছাড়া খলিফার জন্য কুরাইশি হওয়া আবশ্যক। এর দ্বারাও বুঝা যায় যে গোলাম খলিফা হতে পারবে না। কারণ কুরাইশি ব্যক্তি গোলাম হবে এটা কল্পনা করা যায় না।[66]

ইমাম ইবনু বাত্তাল এ বিষয়ে আলেমদের ঐক্যমত বর্ণনা করে বলেন: সকল আলেম এ বিষয়ে একমত যে, গোলাম খলিফা হতে পারে না।[67]

শানকিতী বলেন: এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই।[68]

কিন্তু আলেমদের একটি দল খলিফা হতে হলে স্বাধীন হতে হবে এই শর্ত আবশ্যক মনে করেন না। তারা নিম্নোক্ত হাদিসগুলোর মাধ্যমে দলিল পেশ করেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.

66 ফাদাইহুল বাতেনি ১৮০

67 ফাতহুল বারী ২০/১৬০

68 আদওয়ুল বায়ান ১/২৭

অর্থ: আনাস্ ইব্নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যদি তোমাদের উপর এমন কোনো হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, যার মাথাটি কিশমিশের মত তবুও তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর।[69]

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا بَعْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ، أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

অর্থ: ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ফজরের নামাযের পর আমাদেরকে মর্মস্পর্শী ওয়াজ শুনালেন, যাতে (আমাদের) সকলের চোখে পানি এলো এবং অন্তর কেঁপে উঠলো। কোনো একজন বলল, “এ তো বিদায়ী ব্যক্তির নাসীহাতের মতো। হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এখন আপনি আমাদেরকে কী উপদেশ দিচ্ছেন?” তিনি বললেন: “আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা‘আলাকে ভয়

69 সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৭১৪২

> করার এবং (নেতার আদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (নেতা) হাবশী ক্রীতদাস হয়ে থাকে।”[70]

এসব হাদিসের উত্তর দেওয়া হয় এভাবে যে, হাদিসে হাবশি গোলাম বলে খলিফার পক্ষ থেকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত দায়িত্বশীলকে বোঝানো হয়েছে। শানকিতী বলেন: এটাই হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা। হাবশি গোলাম বলে খলিফা বুঝানো হয়নি।[71]

আলী রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদিস থেকে এই ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ أبرارُها أُمَراءُ أبرارِها، وفُجّارُها أُمَراءُ فُجّارِها، ولكلٍّ حقٌّ، فآتُوا كُلَّ ذى حقٍّ حقَّه، وإن أمَّرَتْ عليكُم قُريشٌ عَبدًا حبشِيًّا مُجدَّعًا، فاسمَعوا لهُ وأطِيعُوا ..
>
> অর্থ: “ইমাম হবে কেবল কুরাইশরা। তাদের সৎ ব্যক্তিরা সৎ ব্যক্তিদের ইমাম হবে এবং পাপিষ্ঠরা পাপিষ্ঠদের ইমাম হবে। প্রত্যেকেরই হক রয়েছে। তোমরা প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিয়ে দাও। যদি কুরাইশি ব্যক্তি কোনো নাক কাটা হাবশি গোলামকে তোমাদের উপর

70 জামে’ আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৬৭৬

71 আদওয়ুল বায়ান ১/২৭

> আমির বানায় তাহলে তোমরা তাকে মানো এবং আনুগত্য করো।”[72]

এই ব্যাখ্যাটি হাদিসে ব্যবহৃত "وان استعمل" ও "وان أمر" শব্দগুলোও সমর্থন করে। আর আল্লাহ তা’আলাই ভালো জানেন।

খলিফা স্বাধীন হওয়া শর্ত এর একটি দলিল হলো: গোলাম যদি শাসকও হয় এরপরও তার হস্তক্ষেপ বাতিল। শাইখুল ইসলাম ইযযুদ্দিন ইবনু আব্দুস সালাম মিসরে আইয়ুবী সাম্রাজ্যের মামলুক (ক্রীতদাস) আমিরদেরকে বিক্রি করার মাধ্যমে এই ফয়সালায় দিয়েছিলেন। কারণ আযাদ হওয়ার আগ পর্যন্ত গোলামের হস্তক্ষেপ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ নয়। তাই তিনি তাদেরকে বিক্রি করার ফয়সালা দেন এবং এর মূল্য বাইতুল মালে জমা দিয়ে দেন। তার এই ফয়সালায় তৎকালীন মিশরের শাসক নাজমুদ্দিন আইয়ুব এবং মামলুক আমিররা খুব বেশি রাগান্বিত হয়। নাজমুদ্দিন আইয়ুব বলে ওঠে ‘এই ফতোয়া দেওয়ার অধিকার তো তার নাই’। একথা শুনে শাইখুল ইসলাম ইযযুদ্দিন ইবনু আব্দুস সালাম মিশর ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার আসবাবপত্র গুছিয়ে নেন এবং রওয়ানা করেন। তিনি কিছুদূর যাওয়ার পর মিশরের লোকজন তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বলে, যদি তিনি চলে যান তাহলে আমরাও চলে যাব। এ খবর শুনে নাজমুদ্দিন আইয়ূব রাস্তায় গিয়ে শায়েখের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার ফয়সালা মেনে নেন। তিনি শায়েখকে মিশরে ফিরে এসে তার ফয়সালা বাস্তবায়ন

---

72 আল মুসতাদরাক, হাদিস নং ৬৯৬২

করতে অনুরোধ জানান। এতে শায়েখ ফিরে আসেন এবং ফয়সালা বাস্তবায়ন করেন।

(৩) শারীরিক সুস্থতা

শারীরিক সুস্থতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ঐ সকল অঙ্গগুলো সুস্থ থাকা যেগুলোর অনুপস্থিতি কাজ ও সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। যেমন: দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি এগুলো সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। দুই হাত ও পায়ের অনুপস্থিতি ওঠা-বসার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করে। এমনিভাবে দেখতে বিশ্রী হলে প্রজাদের অন্তরে খলিফার ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়। পূর্বে উল্লেখিত আয়াতে তালুতের ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা এই শর্তের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

অর্থ: "আল্লাহ তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞান ও শরীরের দিক থেকে তাকে (তোমাদের অপেক্ষা) সমৃদ্ধি দান করেছেন।"[73]

<u>ফোকাহায়ে কেরাম শারীরিক ত্রুটিকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন:</u>

(১) এমন ত্রুটি যা খলিফা হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না। তা হলো এমন ত্রুটি যা ব্যক্তির কাজে ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করে না। দেখতে বিশ্রীও মনে হয় না। এমন ত্রুটি খলিফার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে

73 সূরা আল বাকারা: ২৪৭

প্রতিবন্ধক না। কারণ এতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার সক্ষমতা ও যোগ্যতা হ্রাস পায় না।

(২) এমন ত্রুটি যা ব্যক্তিকে খিলাফার পদ গ্রহণে বাধা প্রদান করে। যেমন: উভয় হাত না থাকা, উভয় পা চলাফেরায় অক্ষম হওয়া। এমন ত্রুটি খিলাফার পথ গ্রহণে বাধা প্রদান করে এবং খলিফা হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়। কারণ এতে খিলাফার দায়িত্ব পালন ও দেখভালের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। এসব ত্রুটি ব্যক্তির রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা নষ্ট করে দেয়। এমনিভাবে ক্ষমতাসীন খলিফা এসব ত্রুটিতে আক্রান্ত হলে তার পদ বহাল থাকার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়।

(৩) এমন ত্রুটি যা কিছু কাজে অপারগতা সৃষ্টি করে এবং কিছু দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অসুবিধা তৈরি করে। যেমন: এক হাত বা এক পা কাটা থাকা। পূর্ণ সক্ষমতা না থাকার কারণে এমতাবস্থায় ব্যক্তি খিলাফার পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হবে। এ বিষয়ে আলিমগণ মতবিরোধ করেননি। তবে খলিফা এমন ত্রুটিযুক্ত হলে তার পদ বহাল থাকবে কিনা এ নিয়ে মতবিরোধ আছে।

(৪) এমন ত্রুটি যা খলিফাকে তার পদের দায়িত্ব পালনে সরাসরি বাধাগ্রস্ত করে না এবং খিলাফার কাজে প্রতিবন্ধক হয় না। যেমন: নাক কাটা থাকা, দুই চোখের কোনো এক চোখে সমস্যা থাকা। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর এমন ত্রুটি দেখা দিলে এ কারণে খলিফার পদ ছুটে যাবে না। তবে এমন ত্রুটিযুক্ত ব্যক্তিকে খলিফা নির্বাচন করা হবে কিনা এ বিষয়ে আলেমদের দুটি মত রয়েছে। কেউ বলেছেন এমন ব্যক্তিকে খলিফা নির্বাচন করা যাবে। কেউ বলেছেন যাবে না। কারণ এতে খলিফার ভাবমূর্তি

ক্ষুণ্ণ হবে। ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হলে মানুষ তার আনুগত্য করতে অনীহা দেখাবে। এভাবে এই ত্রুটি খলিফাকে তার দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত করবে। খিলাফার বাইআত গ্রহণ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো– ইন্দ্রিয়শক্তি তথা দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ভালো থাকা। কারণ অন্ধ ব্যক্তি তো নিজেকেই পরিচালনা করতে পারে না। সে কিভাবে উম্মাহকে পরিচালনা করবে? তবে অন্ধ ব্যক্তি খিলাফার দায়িত্ব ব্যতীত ছোটখাটো অন্য কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইবনু উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিভিন্ন সময় মদিনার শাসক বানিয়েছেন।

(৪) মানসিক উপযুক্ততা

খলিফাকে অবশ্যই হুদুদ বাস্তবায়ন ও যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সাহসী হতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় দূরদর্শিতার প্রমাণ দিতে হবে। ভালোভাবে রাজনীতি বুঝতে হবে। যেন এই যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে তিনি দীনের সংরক্ষণ, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, শরীয়ত প্রতিষ্ঠা এবং ভালোভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারেন।

এই শর্তের দলিল হলো– এই পদটাই এমন, যাতে এই গুণাবলীগুলো প্রয়োজন হবে। খলিফাকে প্রজা প্রতিপালন, দীনি ও দুনিয়াবী বিষয়াদি উত্তম ভাবে পরিচালনা করার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। কেননা রাষ্ট্রে সংঘটিত সকল ঘটনাবলী তার কাছেই পেশ করা হবে। সেখানে সব কিছুর সমাধান সহজেই হয়ে যাবে না এবং প্রথমেই কল্যাণকর দিকগুলো স্পষ্ট হবে না। তবে যদি খলিফা প্রজ্ঞা, হেকমত ও বিচক্ষণতার অধিকারী হন। এজন্য তাকেই খলিফা বানানো হবে যার মধ্যে এই সব গুণাবলী পূরণ হবে।

• • •

এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হাদিস থেকে। যখন আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে কোনো দায়িত্বে নিয়োগ দিবেন না? (আবু যর বলেন) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে হালকা আঘাত করে বললেন,

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا

''হে আবু যর! তুমি দুর্বল এবং (এ পদ) আমানত ও এটা কিয়ামতের দিন অপমান ও অনুতাপের কারণ হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তা হকের সাথে (যোগ্যতার ভিত্তিতে) গ্রহণ করল এবং নিজ দায়িত্ব (যথাযথভাবে) পালন করল (তার জন্য এ পদ লজ্জা ও অনুতাপের কারণ নয়)।''[74]

অন্য বর্ণনায় আছে,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ

رواه مسلم

74 মুসলিম ১৮২৫, ১৮২৬, আহমাদ ২১০০২

> “হে আবু যর! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি এবং আমি তোমার জন্য তাই ভালবাসি, যা আমি নিজের জন্য ভালবাসি। (সুতরাং) তুমি অবশ্যই দু’জনের নেতা হয়ো না এবং এতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক হয়ো না।”[75]

এই যদি হয় ছোট দায়িত্ব ও সম্পদের দায়িত্বের ক্ষেত্রে, তাহলে সম্পদ ও অন্য সব ধরনের দায়িত্বের সমষ্টি খিলাফার দায়িত্বের ব্যাপারে তো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে।

(৫) কুরাইশি হওয়া

খলিফা কুরাইশ বংশের হওয়া আবশ্যক। হাদিসে এই শর্তের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেঈনের ইজমা'ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এই শর্তের ব্যাপারে একমত। বিদআতপন্থী অল্প কিছু খারেজি ও মু’তাজিলা এবং আশআরী ছাড়া কেউ এই শর্তের ব্যাপারে দ্বিমত করেনি।

ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ ‘ইসতখারি’র বর্ণনায় বলেন: যতদিন দুইজন মানুষও বাকি থাকবে ততদিন খিলাফা কুরাইশের মধ্যে থাকবে। কোনো মানুষের এ বিষয়ে তাদের সাথে ঝগড়া করা এবং তাদেরকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার নেই। কেয়ামত পর্যন্ত আমরা কুরাইশ ছাড়া অন্য কারো জন্য এই পদের স্বীকৃতি দেবো না।[76]

---

75 মুসলিম ৪৮২৪

76 তবকাতে হানাবিলা ১/২৬

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ি থেকে এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক বলেন: কুরাইশি ছাড়া কেউ খলিফা হতে পারবে না। কুরাইশি নয় এমন ইমামের বায়াতের প্রতি আহবান করা নিষেধ।[77]

আহলুস সুন্নার ওলামায়ে কেরাম সহিহ সনদে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে কুরাইশি হওয়ার শর্তের দলিল দিয়ে থাকেন।

সুন্নাহ থেকে দলিল

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

77 আহকামুল কুরআন লিইবনিল আরাবি

يَقُولُ «إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ، إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ

অর্থ: মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুত'ঈম (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) -এর নিকট কুরাইশ প্রতিনিধিদের সাথে তার উপস্থিতিতে সংবাদ পৌঁছলো যে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, শীঘ্রই কাহতান বংশীয় জনৈক বাদশাহর আগমন ঘটবে। এতদশ্রবণে মু'আবিয়া (রাঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে খুতবাহ দেয়ার উদ্দেশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য হামদ ও সানার পর তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক এমন সব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং আল্লাহ্র রাসূল ﷺ হতেও বর্ণিত হয়নি। এরাই মূর্খ, এদের হতে সাবধান থাক এবং এমন কাল্পনিক ধারণা হতে সতর্ক থাক যা ধারণাকারীকে বিপথগামী করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ কে আমি বলতে শুনেছি যে, "যত দিন তারা দীন কায়েমে লেগে থাকবে ততদিন খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ তাকে অধোঃমুখে নিক্ষেপ করবেন।" [78]

78 সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৫০০

এ বিষয়ক আরেকটি হাদিস হলো:

حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَزَالُ هذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ

অর্থ: ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (ﷺ) বলেন, "এ বিষয় (খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা) সর্বদাই কুরাইশদের হাতে থাকবে, যতদিন তাদের দু'জন লোকও বেঁচে থাকবে।"[79]

হাফেজ ইবনু হাজার বলেন: হাদীসে 'দুই' শব্দ দ্বারা সংখ্যা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো যারা কুরাইশ নয় তারা এই দায়িত্ব পাবে না; এটা বুঝানো।[80]

আরেকটি একটা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عن أبي هريرة: النّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ في هذا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ، وكافِرُهُمْ لِكافِرِهِمْ..

অর্থ: আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "খিলাফত ও নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলেই কুরাইশের অনুগত থাকবে। মুসলিমগণ তাদের

79 বুখারী পর্ব ৬১ অধ্যায় ২ হাদীস নং ৩৫০১; মুসলিম ৩৩/১, ১৮২০

80 ফাতহুল বারী ২০/১৫৬

> মুসলিমদের এবং কাফিররা তাদের কাফিরদের অনুগত।”[81]

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত একটি হাদিস এসেছে: হযরত আবু বকর, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যখন সাকিফায়ে বনু সায়েদায় গেলেন, যেখানে আনসারী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের জন্য একত্র হয়েছিলেন। তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে কথা বললেন। তিনি আনসারদের ফজিলতের ব্যাপারে যা কিছু কুরআনে নাযিল হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু বলেছেন সবই উল্লেখ করলেন।

এরপর তিনি বললেন, আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সকল মানুষ যদি এক উপত্যকা ধরে চলে আর আর আনসারগণ অন্য উপত্যকা ধরে চলেন, তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা ধরেই চলবো।" (এবার তিনি সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বললেন) হে সা’দ! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আপনার উপস্থিতিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, “কুরাইশি ব্যক্তিরাই সর্বদা শাসক হবে। সৎ লোকেরা তাদের সৎ ব্যক্তিদের অনুসরণ করবে এবং অসৎরা তাদের অসৎ ব্যক্তিদের অনুসরণ করবে।” তখন সা’দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। আমরা হব মন্ত্রী। আপনারা হবেন খলিফা।[82]

অন্য একটা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

---

81 বুখারী পর্ব ৬১ অধ্যায় ১ হাদীস নং ৩৪৯৫; মুসলিম ৩৩/১, হাঃ ১৮১৮

82 মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৮

> وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلاَّ لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ
>
> অর্থ: "এই দায়িত্ব কেবল কুরাইশ গোত্রের লোকেরাই লাভ করবে।"[83]
>
> মুসনাদে আহমাদের আরেকটি বর্ণনায় এসেছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লাহর দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন: "খলিফা হবে কুরাইশরা। তোমাদের উপর তাদের অধিকার রয়েছে এমনিভাবে তাদের উপরও তোমাদের অধিকার রয়েছে। (তাদের উপর তোমাদের কিছু অধিকার হলো) যদি তাদের কাছে দয়া চাওয়া হয় তাহলে তারা দয়া করবে। যদি তারা কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে সেটা পূরণ করবে। যখন তারা বিচার করবে ইনসাফের সাথে করবে। যদি এমনটা না করে তাহলে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ, মালাইকার অভিশাপ এবং সকল মানুষের অভিশাপ।"[84]

ইবনু হাযম বলেন: 'খলিফা কুরাইশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে' এ বিষয়ক হাদিসগুলো তাওয়াতের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যে সকল সাহাবী থেকে এ বিষয়ে এক হাদিস বর্ণিত হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন আনাস ইবনু মালেক, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ইবনুল খাত্তাব, মুয়াবিয়া, জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ, জাবের ইবনু সামুরা, উবাদা ইবনুস সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহুম।[85] তবে

83 বুখারি, হাদিস নং ৬৪৪২

84 মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১২৩২৯

85 আলফসলু ফিল মিলাল ৪/৭৪

বাস্তব বিষয় হলো- এই (অর্থের) হাদিসের বর্ণনাকারী সাহাবী আরো অনেক বেশি। যেমন: ইবনু হাজার বলেছেন: আমি এই হাদিসের সকল বর্ণনা একত্র করে দেখেছি যে প্রায় ৪০ জন সাহাবী থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। অথচ যুগের বহু বিদ্বান ব্যক্তি বলে থাকেন, হাদিসটি নাকি কেবল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে।[86]

এ বিষয়ে তার একটি হাদিস হলো-

قدِّموا قريشًا ولا تَقدِّموها

অর্থ: (নেতৃত্বের জন্য) তোমরা কুরাইশকে এগিয়ে দাও তাদের সামনে এগিয়ে যেও না।[87]

এ বিষয়ক সর্বশেষ নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেই আমরা শেষ করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: হে কুরাইশের লোকেরা! তোমরাই নেতৃত্বের অধিকারী হবে যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতা করো। যদি তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতা করো, তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি এমন এক সম্প্রদায় পাঠাবেন, যারা তোমাদের ছাল খসিয়ে ফেলবে। যেমনিভাবে এই ডাল থেকে এই ডালের ছাল খসানো হয়। এরপর তিনি তার হাতে থাকা ডালটির ছাল খসান। দেখা গেল ডালটি একেবারে সাদা হয়ে গেছে।[88]

---

86 ফাতহুল বারী ১০/৪৬৫

87 সুনানে সুগরা লিল বাইহাকী, হাদিস নং ৫০০

88 মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৪৩৮০

আলেমদের ইজমা থেকে দলিল

অনেক আলেম এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে আছেন ইমাম নববী। তিনি الناس تبع لقريش অর্থ: 'সকল মানুষ কুরাইশের অনুগামী হবে'- হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, এই হাদিস এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য হাদিসগুলো সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, খিলাফা কুরাইশিদের সাথে নির্দিষ্ট। কুরাইশি ছাড়া অন্য কারো জন্য খিলাফার পদ গ্রহণ করা জায়েজ নেই। সাহাবী ও তাবেঈ'দের যুগেই এ বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। এগুলো বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

কাযী ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ ইমাম নববির কথা উদ্ধৃত করে বলেন, খলিফা কুরাইশি হতে হবে; এটা সকল আলেমদের মত। এরপর তিনি বলেন, এর দ্বারাই আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সাকিফার দিন আনসারদের বিপরীতে প্রমাণ পেশ করেছেন। তখন তাদের কেউ এটা অস্বীকার করেনি। এজন্য ওলামায়ে কেরাম এটাকে (সাহাবাদের) ইজমা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম থেকে এর বিপরীত কোনো কথা বা কাজ পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পরবর্তীদের কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন নি। আর নাযযাম ও তার মত অন্যান্য খারেজি ও বিদআতিদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৭]

এমনিভাবে এই ইজমার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ইমাম আল মাওয়ারদী, ইমাম আলইজি, ইবনু খালদুন, ইমাম গাজ্জালী ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম।

---

৪৭ শরহুন নববি আলা মুসলিম ১২/২০০

মুহাদ্দিসদের মধ্যে শায়খ মুহাম্মদ রশিদ রেজা বলেন: খলিফা কুরাইশি হওয়ার ব্যাপারে যে ইজমা, এটা দলিল ও আমল উভয়ভাবেই প্রমাণিত। এ বিষয়ক বর্ণনাগুলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত। সব ধরনের আলেমগণ এ বিষয়ক দলিলগুলো উল্লেখ করেছেন। আনসারী সাহাবীগণ কুরাইশদের অনুকূলে নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার মাধ্যমে এর উপর আমল চলে আসছে। সব যুগেই উম্মাহর বৃহত্তম দল কুরাইশদের অনুকূলে নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে।[90]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিন ও মানব উভয় জাতির প্রতি পাঠিয়েছেন। শরীয়তের বিধানের ক্ষেত্রে আরব অনারবের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। তবে তিনি কুরাইশদেরকে নেতৃত্বের জন্য বাছাই করেছেন। বিশেষভাবে বনী হাশিমের উপর যাকাত ভক্ষণ হারাম করেছেন। এর কারণ হলো (নেতৃত্বের ক্ষেত্রে) কুরাইশ গোত্র সর্বোত্তম। আর যথাসম্ভব উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যেই নেতৃত্ব থাকা আবশ্যক। আর নেতা (একই সময়ে) একাধিক জন হয় না বরং একজন হয়।[91]

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে। কখনো কি এমন হবে যে, কুরাইশদের মধ্যে নেতৃত্বের উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছে না? কাযী আবু ইয়ালা এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এটা হতে পারে না যে, কুরাইশ বংশে নেতৃত্বের উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া যাবে না। তবে জুব্বায়ী বলেন, হতে পারে। যদি

90 মাজাল্লাতুল মানার ২৩/৭২৯

91 মাজমুউল ফাতাওয়া ২৩/২৪৩

কোরাইশের মধ্যে নেতৃত্বের উপযুক্ত ব্যক্তি না পাওয়া যায় তাহলে অন্যদের থেকে নেতা নিযুক্ত করা হবে। তিনি হুদুদ বাস্তবায়ন করবেন। (আর কুরাইশ কখনো নেতৃত্বের উপযোগী ব্যক্তিত্ব শূন্য হবে না) এ কথার দলিল হলো, শরীয়ত নেতৃত্ব কুরাইশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। এখন যদি কোরাইশের মধ্যে নেতৃত্বের উপযুক্ত ব্যক্তি না পাওয়া যায়, তাহলে শরীয়ত তাদেরকে এমন কাজে বাধ্য করলো, যা করার শক্তি তাদের নেই। অথচ এটা হতেই পারে না।

পূর্বে ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لاَ يَزَالُ هذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ

অর্থ: "এ বিষয় (খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা) সর্বদাই কুরাইশদের হাতে থাকবে, যতদিন তাদের দু'জন লোকও বেঁচে থাকবে।"[92]

এই হাদিস প্রমাণ করে যে কেয়ামত পর্যন্ত এই হুকুম বলবৎ থাকবে। আর এটা হতেই পারে না যে, শরীয়ত একটা জিনিস আবশ্যক করেছে অথচ সেটার অস্তিত্ব নেই। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসটিও এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

قُرَيْشٌ وُلاَةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

---

92 সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৫০১

অর্থ: “কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত কুরাইশগণ ভাল-মন্দ সর্বাবস্থায় জনগনের নেতৃত্ব দিবে।”[93]

এ হলো সেসব শর্তের বর্ণনা, শাসক ও খলিফার ব্যাপারে আলেমগণ যেসব শর্ত আরোপ করেছেন। আমি এগুলো একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, যেন এই বিষয়টা স্পষ্ট করতে পারি যে দাওলাতুল ইসলাম শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী আল কুরাইশি তাকাব্বালাহুল্লাহকে খলিফা নির্ধারণের ব্যাপারে এই সবগুলো শর্তের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। যাকে মুসলমানদের নেতা ও খলিফা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন আহলুল হল্লি ওয়াল আকদের সত্যবাদী আলেমগণ। এ বিষয়টি আরো বেশি স্পষ্ট করার জন্য আমরা আমিরুল মুমিনীন শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করছি।

আমি আল্লাহ তা’আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে বলছি: তিনি হলেন মহান শায়েখ, ইমাম, ইবাদতগুজার, সাহসী যোদ্ধা, আমিরুল মুমিনীন, খলিফাতুল মুসলিমীন আবু দুআ ইব্রাহিম ইবনু আওয়াদ ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মদ আল বাদরী (বংশগত দিক থেকে) আল কুরাইশি আল হাশিমি আল হুসাইনি। (জন্মস্থানের দিক থেকে) সামাররায়ী (ইলম অর্জন ও বাসস্থানগত দিক থেকে) বাগদাদী। তিনি পরহেজগার, মুত্তাকী, আলেম, ফকিহ, মুজতাহিদ, সাহসী যোদ্ধা ও মুজাহিদ। তিনি হুসাইন ইবনু আলী ইবনু আবু তালিবের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধর।

93 জামে’ আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২২২৭

তিনি ধার্মিক সুন্নী পরিবারে বেড়ে উঠেছেন। তার পিতা ছিলেন ইরাকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্যতম বড় আলেম। এ বিষয়টি তাকে ইলমের প্রতি ভালবাসা ও ইলম অর্জনে সাহায্য করেছে। তিনি বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং কুরআনের দশ কেরাতের উপর ডক্টরেট সম্পন্ন করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়া অনুষদে পিএইচডি করেছেন।

তিনি ছিলেন ইরাকের সালাফী মুজাহিদদের অন্যতম নেতা এবং বড় আলেম। তিনি ছিলেন ইরাকে প্রথম সারির মুজাহিদদের একজন। তিনি নিজের জান-মাল, ইলম ও জবানের মাধ্যমে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে সালাফগনের কর্মপন্থার আলোকে জিহাদি দল গঠন করেছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে তিনি অনেক বড় ভূমিকা রেখেছেন। যখন ইরাকে মুজাহিদগণ মজলিসে শূরা কাউন্সিল গঠন করেন তখন শায়খ তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে এই মোবারক মজলিসে যুক্ত হয়ে যান।

ইরাকের জিহাদ যখন ফল দিতে শুরু করে এবং মুজাহিদগণ একতাবদ্ধ হন। পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয় ও শাসন ক্ষমতা দান করেন, তখন তারা দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামী গঠন করেন। এ রাষ্ট্র গঠনে শায়েখের অনেক অবদান ছিল। তিনি এই রাষ্ট্রের সুরক্ষায় এবং তখনকার আমিরুল মুমিনীন শায়েখ আবু ওমর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লাহকে বাইআত প্রদানের ব্যাপারে অনেক বেশি ভূমিকা রেখেছেন। সেসময় শায়েখের কুরবানি ও প্রচেষ্টা ছিল অনেক। তিনি বিভিন্ন দল, গোত্র ও গোষ্ঠীর কাছে গিয়ে দাওলার আকিদা-মানহাজ স্পষ্ট করতেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিতেন।

• • •

এক পর্যায়ে শায়েখ আবু ওমর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লাহ শহীদ হয়ে যান। তখন শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন উত্তম পূর্বসূরীর উত্তম উত্তরসূরী।

শায়খ আবু মুহাম্মদ আল আদনানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "যখন আবু ওমর ইন্তেকাল করলেন। তখন আমরা বলতে লাগলাম, আবু ওমরের মত আমির আমরা কোথায় পাবো? তখন আবু বকর তার স্থলাভিষিক্ত হলেন। আপনারা কি জানেন কে আবু বকর? যদি আপনারা জানতে চান তাহলে বলি: তিনি হুসাইনি, কুরাইশি রাসূলুল্লাহ ﷺ বংশধর। আলেম, আবেদ, ইবাদাতগুজার, বীর যোদ্ধা। তার মধ্যে আমি দেখেছি আবু মুসআব আয-যারকাবী রাহিমাহুল্লার দৃঢ়তা, অবিচলতা ও বিশ্বাস। আবু ওমর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লার বুদ্ধিমত্তা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা ও বিনয়। শায়খ আবু হামযা আল মুহাজিরের তীক্ষ্ম মেধা, বিচক্ষণতা, অটল থাকার মানসিকতা ও ধৈর্য। তিনি অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছেন। অনেক ফিতনার মোকাবেলা করেছেন। দীর্ঘ ৮ বছর জিহাদের ময়দানে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এভাবে তিনি হয়ে উঠেছেন অনন্য, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তিনি এর উপযুক্ত যে, তার পা ধৌত করে করে দিলে এবং তথায় চুম্বন করলে আল্লাহর নৈকট অর্জন হবে। তাকে আমিরুল মুমিনীন বলা হবে এবং এবং তার জন্য জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি উৎসর্গ করা হবে। আল্লাহর কসম! আমি যা বলেছি আল্লাহ তা'আলা এর সাক্ষী। আমি মনে করি যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্বাচন করেছেন এবং হেফাজত করেছেন এবং কঠিন দিনের জন্য তিনি তাকে বাছাই করেছেন। সুতরাং হে দাওলার সৈনিকগণ! আমিরুল মুমিনীন শায়েখ আবু বকরকে পেয়ে আপনারা ধন্য।"

• • •

তিনি দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীর আমির হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তার হাতে ও তার সৈনিকদের হাতে অনেক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেন। তার শাসনামলে দাওলা শামের ভূমিতে সম্প্রসারিত হয় এবং সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দাওলা শামের ভূমিতে সম্প্রসারিত হওয়ার পর খিলাফা ঘোষণা দেওয়া হয় এবং তাকে আমিরুল মুমিনীন ও খলিফাতুল মুসলিমীন হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

এই ছিল আমিরুল মুমিনীন ও খলিফাতুল মুসলিমীন শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লার সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য। এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মহান এই শায়েখের মধ্যে আলেমদের উল্লেখিত খলিফা হওয়ার সকল শর্ত পূরণ হয়েছে। আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় কোনো শর্তই তার মধ্যে উপস্থিত নেই। ফলে তিনি শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ খলিফা। তার আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং হিজরত করে তার রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসা ওয়াজিব।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, কিভাবে শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লার নেতৃত্ব বিশুদ্ধ হবে? সকল মানুষ তো তাকে বাইআত প্রদান করেনি!

আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে আমরা বলব: খলিফা হওয়ার জন্য সকল মানুষ বা সকল আহলুল হল্লি ওয়াল আকদের বাইআত শর্ত নয়। বরং আহলুল হল্লি ওয়াল আকদের মধ্যে থেকে যাদের জন্য বাইআত দেওয়া সহজ হয়, তাদের বাইআতেই খলিফা নিয়োগ হয়ে যাবে।

ইমাম নববী শরহু মুসলিমে বলেন: "সকল আলেম একমত পোষণ করেছেন যে, খিলাফা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সকল মানুষের বাইআত প্রদান

শর্ত নয়, এমনিভাবে সকল আহলুল হল্লি ওয়াল আকদের বাইআত প্রদানও শর্ত নয়। বরং শর্ত হলো- আলেম, সামরিক কমান্ডার ও প্রভাবশালী লোকদের মধ্য থেকে যাদের জন্য বাইআত প্রদান করার সহজ হয় তাদের বাইআত।” শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও অন্যান্যরা এমনটাই বলেছেন।[94]

শায়খ কালকাশুন্দি ‘মাআসিরুল ইনাফা’ গ্রন্থে বলেন: অষ্টম বিষয় হলো, শাফেয়ি মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী খিলাফা সংঘটিত হয়ে যাবে বাইআতের সময় আলেম, সামরিক কমান্ডার ও প্রভাবশালী লোকদের মধ্য থেকে যাদের উপস্থিতি সহজ হয় তাদের বাইআতের মাধ্যমে। অবশ্য তাদেরকে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলী প্রয়োজন সে সব গুণের অধিকারী হতে হবে। এমনকি একজন নিষ্ঠাবান আহলুল হল্লি ওয়াল আকদের বাইআতের মাধ্যমে খিলাফা সংঘটিত হয়ে যাবে।[95]

আমিরুল মুমিনীন শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লার খিলাফা আহলুল হল্লি ওয়াল আকদের বাইআতের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছে। খিলাফা সংঘটিত হওয়ার জন্য সকল আহলুল হল্লি ওয়াল আকদের বাইআত লাগবে; এটা মুতাজিলা সম্প্রদায়ের অভিমত। আর খিলাফা সংঘটিত হওয়ার জন্য সকল মানুষের বাইআত লাগবে; এটা গণতান্ত্রিকদের অভিমত। অবশ্যই এসব অভিমত প্রত্যাখ্যাত। এর স্বপক্ষে কোনো দলিল নেই।

94 শরহুন নববি আলা মুসলিম ১২/৭৭

95 মাআসিরুল ইনাফা ফি মাআলিমিল খিলাফা, পৃ. ২৩

যদি কেউ বলে, কিভাবে আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লার খিলাফা বৈধ হবে? তিনি তো কিছু অঞ্চল জোরপূর্বক দখল করেছেন। সেখানকার আহলুল হল্লি ওয়াল আকদগণ তাকে বাইআত প্রদান করেন নি!

যেসব অঞ্চল দাওলা জোরপূর্বক দখল করেছে এবং শায়খ আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লার কর্তৃত্বে এসেছে, সেগুলো এমন কিছু লোকের নিয়ন্ত্রণে ছিল যারা সেসব অঞ্চল গাইরুল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালনা করত। অতএব তাদেরকে সেখান থেকে শক্তির জোরে তাড়িয়ে দেওয়া এবং সেই অঞ্চল দখল করা ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ার অন্তর্ভুক্ত।

তর্কের খাতিরে যদি আমরা ধরেও নেই, শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লাহ সেসব অঞ্চল জোরপূর্বক দখল করেছেন। তাহলেও তো তিনি মুসলমান শাসক, আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। অতএব যতক্ষণ তিনি শরীয়তকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন ততক্ষণ তার আনুগত্য করা, তার আদেশ মান্য করা ওয়াজিব।

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করে বলেন: সকল ফকিহ এ বিষয়ে একমত যে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী সুলতানের আনুগত্য করা এবং তার সাথে মিলে জিহাদ করা আবশ্যক। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে তারা আনুগত্য করা ভালো। কারণ বিদ্রোহ করলে রক্তপাত ঘটবে এবং অনেক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হবে।[96]

---

96 ফাতহুল বারী ২০/৫৮

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন: সকল মাযহাবের সকল ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসক সব বিষয়ে বৈধ ইমামের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যদি এমনটা না হয় (অর্থাৎ তার আনুগত্য করা না হয়) তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। কারণ অনেক আগে থেকে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের আগে থেকে এ পর্যন্ত কখনই সকল মানুষ একজন শাসকের ব্যাপারে একমত হয়নি।[97]

এই যদি হয় জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসকের আনুগত্যের ব্যাপারে, যতক্ষণ সে আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করে আলেমদের বক্তব্য; তাহলে ঐ শাসকের আনুগত্যের ব্যাপারটা কেমন হবে যে একনিষ্ঠ মুসলিম, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নকারী! আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই ধারণা করি। অবশ্য আল্লাহ তার হিসাব নিবেন। অবশ্যই শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মুসলমান তার আনুগত্য করতে, তার কাছে হিজরত করতে এবং তাকে বাইআত প্রদান করতে বাধ্য।

সুতরাং হে মুসলমানগণ! আপনারা আপনাদের হাত প্রসারিত করুন আমাদের দাওলাকে এবং আমাদের খলিফাকে বাইআত প্রদানের জন্য। এটা কতই না উত্তম রাষ্ট্র! কতই না উত্তম এর আমির!!

---

97 দুরারুস সানিইয়্যা ৯/৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:
খিলাফা ঘোষণার পর এক ইমামের অধীনে একই পতাকাতলে সকল মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরের অবস্থা

দাওলাতুল ইসলামের পক্ষ থেকে খিলাফা ঘোষণার পদক্ষেপ ছিল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ তাওফিক। এর মাধ্যমে একত্ববাদী সত্যনিষ্ঠ মুজাহিদদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার হেদায়েত স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থ: "যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব।"[98]

খিলাফা ঘোষণার মাধ্যমে মুজাহিদদের অন্তর ঐক্যবদ্ধ ও কাতার সুদৃঢ় হয়েছে এবং কুফফারদের সম্মিলিত শক্তির সামনে এই উম্মাহর শক্তি দেখিয়ে দিয়েছে যে উম্মাহ মদিনায় প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই নেতৃত্ব ও মর্যাদা আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। অবশ্যই এই উম্মাহ সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ, মানুষের কল্যাণের জন্যই এই উম্মাহর আবির্ভাব। দাওলাতুল ইসলাম এ যুগে উম্মাহর হারানো মর্যাদা ও সম্মান ফিরিয়ে এনেছে। মুসলমানদের অন্তরে সঠিক আকিদা ও দীনের বুঝ জাগিয়ে তুলেছে। যেখানে এই উম্মাহ ছিল পশ্চিমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণে দিশেহারা ও ধ্বংসের গহ্বরে নিমজ্জিত।

---

98 সূরা আল আনকাবুত: ৬৯

খিলাফা ঘোষণার মাধ্যমে দাওলা উম্মাহর সাথে খেয়ানতকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের চেহারা উন্মোচন করে দিয়েছে। তাদের দুষ্কৃতি ও অসৎকর্ম প্রকাশ করে দিয়েছে। তাদের আসল চেহারা ফাঁস করে দিয়েছে। যেমন: মুসলিম নামধারী আরবের তাগুত শাসকগোষ্ঠী। প্রকৃতপক্ষে ও শরীয়তের দৃষ্টিতে তারা তাগুত, মুরতাদ, আল্লাহর শরীয়ত পরিবর্তনকারী, দীন ও উম্মাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতকারী এবং পশ্চিমা কাফেরদের গোলাম।

এমনিভাবে দাওলা নাপাক রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতি ফাঁস করে দিয়েছে। যেগুলো উপরে উপরে নিজেদেরকে দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রতিরক্ষাকারী হিসেবে প্রকাশ করছে, কিন্তু বাস্তবে ও শরীয়তের দৃষ্টিতে তারা গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ নিকৃষ্ট দল। যেগুলো তাওহীদকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং শিরক ও কুফরকে বহাল রেখেছে। না তারা দুনিয়া গড়তে পেরেছে আর না দীন প্রতিষ্ঠা করেছে। মূলত তারা হলো মানুষরূপী হায়েনা ও জানোয়ার। যারা নিজেদের স্বার্থে, তুচ্ছ সম্পদের জন্য, পদের জন্য সবকিছু করে। আর এসব কিছুই করে দুর্বল, মজলুম জনগোষ্ঠীর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে। যারা তাদের শাসকদের চাটুকারিতা ও রাজনৈতিক বক্তব্যে প্রতারিত হয়েছে। এসব রাজনৈতিক দলগুলোর অপরাধ তাগুত শাসকগোষ্ঠীর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আল্লাহ তাদের সবাইকে ধ্বংস করুন এবং তাদের অনিষ্টতা থেকে উম্মাহকে হেফাজত করুন।

এমনিভাবে দাওলা উলামায়ে সু'দের কদর্যতা ফাঁস করে দিয়েছে। যারা দীর্ঘকাল যাবত দীনের নামে উম্মাহকে ধোঁকা দিয়েছে এবং ভুল পথে পরিচালিত করেছে। দীন তাদের থেকে দায়মুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এরা পূর্বে

উল্লেখিত অপরাধীদের (তাগুত শাসকগোষ্ঠী ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল) চেয়েও আল্লাহর কাছে বেশি অপরাধী ও নিকৃষ্ট। কারণ এই ফিতনাবাজরা'ই দীনের নামে উম্মাহকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং এবং দীনকে তাদের কাছে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে।

তারা মানুষের সামনে হক ও বাতিলকে একাকার করে ফেলেছে। সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে ভালো মনে করত। অথচ তারা (মুসলমানদের সামনে) মধুর মধ্যে বিষ ঢেলে উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন এবং তাদের শক্তি নিঃশেষ করে দিন। দাওলা এদের কুকীর্তি ও দুর্নীতি প্রকাশ করে দিয়েছে এবং উম্মাহকে সঠিক পথ দেখিয়েছে। উম্মাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে যেন পশ্চিমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণে প্রভাবিত উম্মাহ সঠিক পথের দিশা পায়।

আল্লাহ তা'আলা খিলাফার সৈনিকদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং তাদেরকে এর তাওফিক দান করেছেন। তিনি তাদের জন্য দেশ ও দেশের জনগণের মন জয় করে দিয়েছেন। ফলে তারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সৎ কাজের আদেশ করেছেন, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। মুসলমানদের কাতারকে একতাবদ্ধ করেছেন এবং তাদের জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ, মুত্তাকী ও পরহেজগার খলিফা নিয়োগ করেছেন। আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই ধারণা করি, আল্লাহ তা'আলাই চূড়ান্ত হিসাব নিবেন। তিনি মুসলমানদেরকে পরিচালনা করছেন। তাদের জন্য কল্যাণের ব্যবস্থা করছেন এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করছেন। তার রাষ্ট্রে মুসলমানদের অধিকার সর্বাগ্রে এবং তাদের জন্য সুদৃঢ় দুর্গ সমতুল্য।

• • •

এই ছিল খিলাফা ঘোষণার ফলাফল। এভাবেই দাওলা মুসলমানদের কল্যাণে এগিয়ে এসেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা এই দাওলাকে বরকতময় করেছেন এবং উম্মাহর কল্যাণে টিকিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন দাওলার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বারাকাহ দান করেন। তাদের হাতে যেন তিনি সকল মুসলিম ভূমি জয় করেন এবং তাদেরকে টিকিয়ে রাখেন। পর্যায়ক্রমে সকল ভূমিতে তাদেরকে সম্প্রসারিত করেন। **আমীন।**

• • •

চতুর্থ পরিচ্ছেদ:
দাওলাতুল ইসলাম ও সাম্প্রতিক খিলাফার প্রেক্ষিতে মুসলমানদের উপর কী করা ওয়াজিব?

দাওলাতুল ইসলাম ও তার সৈনিকদের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের করণীয় হলো যেটা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ওয়াজিব করেছেন; পরস্পরে একে অপরকে ভালোবাসা এবং সাহায্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

অর্থ: "(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা (আল্লাহর সামনে) বিনীত হয়ে সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়।"[99]

وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

অর্থ: "কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণকে বন্ধু বানালে (সে আল্লাহর দলভুক্ত হয়ে যাবে), আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে।"[100]

99 সূরা আল মায়িদাহ: ৫৫

100 সূরা আল মায়িদাহ: ৫৬

মুওয়ালাত হলো যেমনটা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: “এটা আদাওয়াতের বিপরীত। ওলায়াতের মূল অর্থ হলো, ভালোবাসা ও নিকটবর্তী হওয়া। আর আদাওয়াতের মূল অর্থ হলো, ঘৃণা করা ও দূরে থাকা।”[101]

মুওয়ালাতের প্রকাশ্য রূপ হলো- সাহায্য করা, ভালোবাসা এবং অনুসরণ করা। দাওলাতুল ইসলামের প্রেক্ষিতে আমি আরেকটি বিষয় বৃদ্ধি করব, সেটি হলো- তাদের কাছে হিজরত করা। কারণ দাওলাতুল ইসলাম হলো আমাদের সময়ের একমাত্র দারুল ইসলাম। যে ব্যক্তি আমাদের সময়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে, সে বুঝতে পারবে এই সময়ে আলেমদের বর্ণনা অনুযায়ী আর কোনো দারুল ইসলাম নেই। আলিমগণ দার/রাষ্ট্রের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া গেলেই বলা যাবে যে, এটা দারুল ইসলাম; মুসলমানদের জন্য এখানে বসবাস করা বৈধ।

আমাদের এই সময়ে যেসব দেশকে ‘ইসলামী রাষ্ট্র’ বলা হয়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে অনেক দূরে। বরং শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো দারুল কুফর। এগুলো থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা ফরজ। বাস্তবতাই আসল সাক্ষী ও প্রমাণ। এ সময়ের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামী বিধান চলে না, আর না এগুলো মুসলিম শাসকদের হাতে আছে। বরং এগুলো তাগুত ও মুরতাদ শাসকদের অধীনে। যারা আল্লাহ তা’আলার শরীয়তকে পরিবর্তন করেছে এবং

---

101 মাজমুউল ফাতাওয়া ১১/১৬০

পশ্চিমা কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। একত্ববাদীরা সেসব দেশে দীনের সকল বিধান প্রকাশ্যে পালন করতে পারে না। এসব বিবেচনায় বর্তমানের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো দারুল কুফর। এগুলো থেকে হিজরত করা ফরজ।

দারুল কুফরের সংজ্ঞায় আলেমগণ বলেছেন: দারুল কুফর হলো প্রত্যেক ঐ ভূখণ্ড যেখানে কুফরী বিধান ও কাফের শাসকের কর্তৃত্ব থাকে। সেখানে প্রকাশ্যে শিরকের ঘোষণা দেওয়া যায়, কেউ বিরোধিতা করতে পারে না। সেখানে শরীয়তের বিধান পরিবর্তন করে দেওয়া হয় এবং বাতিল করা হয়। মুসলমানগণ সেখানে তাদের দীন ও দীনের নিদর্শন প্রকাশ করতে পারেন না। সেখানে প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব থাকে কাফের শাসকগোষ্ঠীর হাতে। ফলে না সৎ কাজের আদেশ করা যায় আর না অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা যায়।

কাযী আবু ইয়ালা বলেন: প্রত্যেক ঐ ভূখণ্ড যেখানে ইসলামী বিধানের পরিবর্তে কুফরি বিধি-বিধানের আধিপত্য থাকে, সেটা দারুল কুফর।[102]

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ বনী আব্দুল কাদাহ সম্পর্কে বলেন: তৃতীয় শতকের শেষ ভাগে তাদের আবির্ভাব হয়েছে। ওবায়দুল্লাহ দাবি করেছে সে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর; ফাতেমার সন্তান। সে ইসলামের প্রতি অনুগত্য ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের বেশ ধারণ করল। ফলে মরক্কোর অনেক মানুষ তার অনুসরণ করল এবং এতে করে মরক্কোতে তার ও তার পরবর্তী সন্তানদের জন্য বিশাল এক

102 আল মুতামাদ ফি উসুলিদ্দিন ২৭৬

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এরপর তারা মিশর ও শাম দখল করল এবং জুমুআ, জামাআতসহ ইসলামী শরীয়তের অনেক বিধি-বিধান চালু করল। (শহরে, শহরে) কাযী ও মুফতি নিয়োগ দিল। তারা শরীয়তের কিছু বিষয়ের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে শরীয়তের (কিছু বিধানের) বিরোধিতাও ছিল। তাদের থেকে স্পষ্ট নেফাক প্রকাশ পাচ্ছিল। তাই ওলামায়ে কেরাম একমত হয়ে তাদেরকে কাফের ফতোয়া দিলেন এবং তাদের দেশকে দারুল হারব ফতোয়া দিলেন। যদিও তারা ইসলামের (কিছু) নিদর্শনাবলী ও বিধি-বিধান জারি করেছিল।[103]

এমনিভাবে এ যুগের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর একই অবস্থা। এজন্য এগুলো থেকে হিজরত করে দাওলাতুল ইসলামের ভূমিতে চলে যাওয়া ফরজ। যা এ যুগের একমাত্র দারুল ইসলাম। দাওলাতুল ইসলাম আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়ন করেছে। তাদের ভূমিতে মুসলমানরা স্বাচ্ছন্দেই নিজেদের দীন ও দীনের নিদর্শনাবলী প্রকাশ করতে পারে। আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করে না। সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ থেকে বাদ প্রদান করে। সেখানে কর্তৃত্ব ও শক্তি একত্ববাদী ও ঈমানদারদের। এসব বিবেচনায় সেটি দারুল ইসলাম। সেখানে হিজরত করা ফরজ।

আলিমগণ বলেছেন: দারুল ইসলাম হলো এমন ভূখণ্ড, যেখানে আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রভাব ও প্রাধান্য বেশি। সেখানে তাওহীদ ও দীনের

---

103 দুরারুস সানিইয়্যা ৯/৩৯২

নিদর্শনাবলী প্রকাশ করা যায়। সেখানে ভালো কাজের আদেশ করা হয় এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা হয়। সেখানে ইসলামের বিধি-বিধানই চলে এবং মুসলিম শাসকের কর্তৃত্ব বিদ্যমান। সেখানে যদিও কিছু জিম্মী বসবাস করে, এরপরও সেটি দারুল ইসলাম কারণ সেখানে শাসন চলে ইসলামের বিধি-বিধানের আলোকে।

এ বিষয়ে ইবনু মুফলিহ হাম্বলি বলেন: যে ভূখণ্ডে মুসলমানদের বিধি-বিধানের কর্তৃত্ব চলে সেটি দারুল ইসলাম। আর যদি সেখানে কাফেরদের বিধি-বিধানের কর্তৃত্ব চলে তাহলে সেটি দারুল কুফর। এদুটি ছাড়া দারের আর কোনো প্রকার নেই।[104]

আবুল কাসিম রাফেয়ি শাফেয়ি বলেন: দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য দেশের অধিবাসীরা মুসলমান হওয়া শর্ত নয় (এবং যথেষ্টও নয়)। বরং খলিফার অধীনে ও ইসলামী বিধি-বিধানের কর্তৃত্বে থাকতে হবে। (এবং এতোটুকুই যথেষ্ট)।[105]

শায়খ শাওকানি 'আস সাইলুল জিরার' কিতাবে দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর সম্পর্কে বলেন: এক্ষেত্রে কর্তৃত্বের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। যদি আদেশ-নিষেধের আধিপত্য মুসলমানদের হাতে থাকে, কাফেররা মুসলমানদের অনুমতি ছাড়া কুফরী প্রকাশ করতে না পারে, তাহলে এটা দারুল ইসলাম। আর বিষয়টি বিপরীত হয়, তাহলেও বিধানও বিপরীত হবে।[106]

---

104 আদাবুশ শরইয়্যা ১/২১১

105 ফাতহুল আযীয

106 আস সাইলুল জিরার ৪/৫৭৫

ইবনু হাযম বলেন: যদি জিম্মীরা শহরের এক পাশে থাকে, তাদের সাথে কেউ না মিশে, তাহলে তাদের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সেখানে বসবাস করার কারণে মুসলমানকে কাফের বলা হবে না এবং গুনাহগারও বলা হবে না। বরং সে সৎ মুসলিম। দারুল ইসলামে বসবাসরত, দারুল কুফরে নয়। কেননা দারের হুকুম দেওয়া হয় কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের বিবেচনায়।[107]

এভাবে দাওলাতুল ইসলামে দারুল ইসলামের ব্যাপারে বর্ণিত সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই রাষ্ট্র মুসলিম শাসকের অধীনে ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে পরিচালিত। এই রাষ্ট্রের শাসক আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত প্রতিষ্ঠা করেন এবং আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করেন। পাশাপাশি আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। এখানে সৎ কাজের আদেশ চলে এবং অসৎ কাজে বাঁধা দেওয়া হয়। এখানকার কর্তৃত্ব ও আধিপত্য একত্ববাদীদের হাতে। তারা স্বাচ্ছন্দেই তাদের দীন ও দীনের নিদর্শনাবলী প্রকাশ করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে তারা এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করেন না।

দাওলাতুল ইসলাম আমাদের সময়ের একমাত্র দারুল ইসলাম। সকল মুসলমানদের উপর ফরজ হলো, একে সাহায্য করা এবং এর প্রতি ভালবাসা রাখা। এর শত্রুদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং শত্রুতা রাখা। আল্লাহ তা'আলাই মুমিনদেরকে ভালবাসতে এবং তাদেরকে সাহায্য করতে আদেশ করেছেন এবং কাফেরদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে আদেশ করেছেন। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিধান সকল মুসলমানের উপর প্রযোজ্য।

107 আলমুহাল্লা ১১/২০০

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দ্রুত দাওলাতুল ইসলামে হিজরত করা, যেটা আমাদের সময়ের একমাত্র দারুল ইসলাম। মুসলমানরা দারুল কুফর ছাড়তে আদিষ্ট। কারণ, দারুল কুফরে আল্লাহর দীন ও বিধি-বিধান পালন করা যায় না। পাশাপাশি মুসলমানদের উপর দারুল ইসলামে হিজরত করা আবশ্যক। যেখানে আল্লাহর বিধি-বিধান ও কর্তৃত্ব চলে। যেন মুসলমানরা নিরাপদে আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধানের ছায়াতলে জীবন ধারণ করতে পারে। ভয়-ডরহীন হয়ে দীন ও দীনের নিদর্শনাবলী প্রকাশ করতে পারে। ফলে দুনিয়া ও আখেরাতের মহাক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে।

প্রত্যেক মুসলমান যেন মনে রাখে, হিজরত থেকে পিছিয়ে থাকা দীন ও দুনিয়া উভয় দিক থেকে ক্ষতিকর। কুরআনে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দারুল কুফরে ও মুশরিকদের মাঝে বসবাস করা হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ
كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ
تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا

অর্থ: "নিজ সত্তার উপর জুলুমরত থাকা অবস্থায়ই ফিরিশতাগণ যাদের রূহ কব্জা করার জন্য আসে, (তাদেরকে লক্ষ্য করে) তারা বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, যমীনে আমাদেরকে অসহায় করে রাখা হয়েছিল। ফিরিশতাগণ বলে, আল্লাহর যমীন কি

প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং এরূপ লোকদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তা অতি মন্দ পরিণতি।"[108]

অতএব প্রত্যেক মুসলমান যেন সতর্ক হয় এবং দারুল ইসলামে হিজরত করে। যেন সে নিজের উপর জুলুমকারী না হয়। প্রত্যেক মুসলমান যেন মনে রাখে, হিজরত না করার ক্ষতি কেবল আখেরাতে নয় বরং দুনিয়াতেও হবে। কারণ আমাদের সময়ের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম নয় বরং দারুল কুফর। এই দেশগুলোর মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা ফরজ। তখন (দারুল কুফরে অবস্থানরত) মুসলমানগণ কিভাবে দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মাঝে চলমান যুদ্ধের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে?

দাওলাতুল ইসলাম ও এই সকল দারুল কুফরের মাঝে চলমান যুদ্ধের কারণে সেখানকার মুসলমানদের জীবনে আরও বেশি দুর্দশা নেমে আসবে। আর এর দায় কোনভাবেই দাওলাতুল ইসলামের উপর না। বরং দারুল কুফরে বসবাসরত মুসলমানদের উপর। যারা নিজেকে মুরতাদদের সহজ শিকারে পরিণত করেছে। কারণ এই সমস্ত তাগুতদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ। আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সমাধান আসার আগ পর্যন্ত এই যুদ্ধ বন্ধ হবে না। এজন্য দারুল কুফরে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। বরং

108 সূরা আন নিসা: ৯৭

মুসলমানদের সতর্ক হতে হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে।

অবশেষে বলব, হে মুসলমানগণ! আমরা আপনাদেরকে দাওলাতুল ইসলামে হিজরত করার জন্য আহ্বান করছি। যেটা আমাদের সময়ের একমাত্র দারুল ইসলাম। সুতরাং আপনারা সেখানে হিজরত করুন এবং আমিরুল মুমিনীন ও খলিফাতুল মুসলিমীনকে বাইআত প্রদান করুন। আল্লাহর অনুগ্রহে আপনারা সফল হবেন।

• • •

পঞ্চম পরিচ্ছেদ:
দাওলাতুল ইসলামের নিযুক্ত খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লার ব্যাপারে মুসলমানদের করণীয়

পূর্বে আমরা দলিলসহ একথা স্পষ্ট করেছি যে, খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লাহর মধ্যে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে আমিরুল মুমিনীন ও খলিফাতুল মুসলিমীনের মধ্যে যতগুলো শর্ত পূরণ হওয়া দরকার, সবগুলোই পূরণ হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি কুরআন, সুন্নাহ ও আলেমদের ইজমা (ঐকমত্য) অনুযায়ী বৈধ খলিফা সাব্যস্ত হয়েছেন। এবার আমরা স্পষ্ট করব, আহলুল হল্লি ওয়াল আকদগণ যাদেরকে আমরা সৎ মনে করি, অবশ্য আল্লাহ তাদের হিসাব নিবেন, কর্তৃক নির্ধারিত এই খলিফার ব্যাপারে মুসলমানদের করণীয় কী।

আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে আমি বলছি: দাওলাতুল ইসলামের আহলুল হল্লি ওয়াল আকদগণ কর্তৃক নির্ধারিত খলিফা ইব্রাহিম বিন আওয়াদ ওরফে আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লার ব্যাপারে মুসলমানদের করণীয় হলো, যা আল্লাহ তা’আলা তাঁর বান্দাদের উপর শাসকদের ব্যাপারে আবশ্যক করেছেন এবং নবী করীম ﷺ তার উম্মতের উপর শাসকদের ব্যাপারে যা কিছু আবশ্যক করেছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي
الأَمْرِ مِنكُمْ

অর্থ: “হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখতিয়ারধারী তাদেরও।”[109]

আল্লাহ তা’আলা মুসলমানদেরকে আদেশ করেছেন তার অনুগত্য করতে এবং তার রাসুলের আনুগত্য করতে। পাশাপাশি মুসলমানদের শাসক ও খলিফাদের আনুগত্য করতে। এরমধ্যে তাদের প্রতি বাইআত প্রদানও অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানগণ তাদের আনুগত্য করবে এবং তাদের বাইআতকে আকড়ে ধরবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থ: ‘‘যে ব্যক্তি (বৈধ কাজে শাসকের) আনুগত্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নিল, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার জন্য কোনো প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি (খলিফারর হাতে) বায়’আত না করে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মরা মরল।’’[110]

তিনি আরো বলেছেন,

---

109 সূরা আন নিসা: ৫৯

110 মুসলিম ১৮৫১

مَن مات وليس له إمامٌ مات مِيتةً جاهليَّةً

অর্থ: "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে তার কোনো খলিফা নেই, সে যেন জাহেলিয়াতের মরা মরল।"[111]

আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনাকারি খলিফাকে বাইআত দেওয়া, তাকে মান্য করা এবং তার অনুগত্য করা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে সকল আলেম একমত পোষণ করেছেন।

ইবনু রজব রাহিমাহুল্লাহ 'জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম' গ্রন্থে বলেন: মুসলমানদের খলিফার আনুগত্য করার মধ্যে রয়েছে পার্থিব সাফল্য এবং এর মাধ্যমেই মানুষের জীবনযাত্রা কল্যাণকর হয়। এর দ্বারা দীনের নিদর্শনাবলী প্রকাশ করা এবং রবের আনুগত্য করার সহজ হয়।[112]

হাসান আল বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: দীন মুসলমানদের খলিফার মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়, যদিও সে জালেম ও অত্যাচারি থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলার চেয়ে বেশি সংশোধন করেন। তাছাড়া তাদের আনুগত্য করা উত্তম এবং তাদের বিরোধিতা করা কুফর (সমতুল্য অপরাধ)।[113]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ 'মাজমাউল ফতোয়া'-তে বলেন: একথা জানা আবশ্যক যে, দীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলীর

111 ইবনু হিব্বান, হাদিস নং ৪৫৭৩

112 জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম ২৬২

113 প্রাগুক্ত

একটি হলো- মুসলমানদের জন্য একজন খলিফা নিয়োগ দেওয়া। বরং খালিফা নিয়োগ দেওয়া ছাড়া দীন ও দুনিয়া কোনটাই সুষ্ঠু হয় না।... তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা আবশ্যক করেছেন। অথচ শক্তি ও কর্তৃত্ব ছাড়া এটি সম্ভব নয়। এমনিভাবে জিহাদ, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, হজ্জ, জুমুআ ও ঈদের আয়োজন এবং মজলুমকে সাহায্য করা ও হুদুদ বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার অনেক আদেশ শক্তি ও কর্তৃত্ব ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না। এজন্যই বলা হয় 'খলিফা হলেন পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার ছায়াস্বরূপ'। 'এক রাত খলিফা বিহীন পার করার চেয়ে ষাট রাত জালেম খলিফার অধীনে কাটানো উত্তম'। বাস্তবতাও এর উৎকৃষ্ট সাক্ষী।... এজন্য আবশ্যক হলো দীনের বিধান হিসেবে এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উপায় হিসেবে আমির নিয়োগ দেওয়া। এর মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য হয় এবং রাসূলের আনুগত্য হয়। যা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের অনেক বড় মাধ্যম। তবে এক্ষেত্রে নেতৃত্ব কামনা ও সম্পদ অর্জনের লিপ্সায় অনেক মানুষ নষ্ট হয়ে যায়।[114]

যেহেতু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী বৈধ খলিফা এবং আহলুল হল্লি ওয়াল আকদের বাইআতের মাধ্যমে নির্বাচিত, এজন্য সকল মুসলমানের উপর ফরজ হলো তাকে বাইআত প্রদান করা এবং তার আনুগত্য আঁকড়ে ধরা। তার কর্তৃত্বের অধীন হওয়া এবং আল্লাহর অনুমোদিত বিষয়ে তার আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট অর্জন করা। কিছুতেই এর অন্যথা করা এবং পিছিয়ে থাকা জায়েজ হবে না।

114 মাজমুয়াল ফাতাওয়া ২৮/৩৯০-৩৯১

বাইআত শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো: আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ অনুযায়ী কোনো কাজ করার ব্যাপারে পরস্পরে চুক্তিবদ্ধ হওয়া ও অঙ্গীকার করা এবং ভালো কাজে আনুগত্য করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা।

ইবনু খালদুন তার মুকাদ্দিমায় বলেন: বাইআত শব্দের অর্থ হলো আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা। বাইআত প্রদানকারী ব্যক্তি আমিরকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, সে নিজের বিষয় এবং সকল মুসলমানদের বিষয়াদি আমিরের কাছে অর্পণ করছে। এক্ষেত্রে সে কোনো অবাধ্যতা করবে না। সুখ-দুঃখ সর্বাবস্তায় সে আমিরের আনুগত্য করবে। তারা যখন আমিরের কাছে বাইআত প্রদান করে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় তখন বিষয়টি দৃঢ় করণার্থে আমিরের হাতে নিজের হাতে রাখে। কেমন যেন তারা ক্রয়-বিক্রয়কারী। এটাকেই বাইআত বলা হয়। এভাবে হাতের উপর হাত রেখে বাইআতের প্রচলন শুরু হয়। শাব্দিক ও পারিভাষিক দৃষ্টিতে এই হলো বাইআতের মর্ম।[115]

অতএব হে মুসলমানগণ! আপনারা আপনাদের খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লার কাছে বাইআত প্রদানের জন্য নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিন। তাঁর কাছে বাইআত প্রদান করুন এবং তার আনুগত্য করুন। তিনি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করেছেন। শরীয়ত বাস্তবায়ন করেছেন এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। তার কাছে বাইআত প্রদান করুন। তিনি সালাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। যাকাত আদায় করেছেন। সৎ

115 তারিখু ইবনি খালদুন ১/২০৯

কাজের আদেশ করেছেন। অসৎ কাজে বাধা দিয়েছেন। তার কাছে বাইআত প্রদান করুন। তিনি আপনাদের জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আপনাদের খিলাফাকে ফিরিয়ে এনেছেন। আপনাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং আপনাদেরকে আপনাদের দীনের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। তার কাছে বাইআত প্রদান করুন। তিনি দুর্বলদের সাহায্য করেছেন এবং কারাগারের বন্দীদের মুক্ত করেছেন। বিধবা ও নারীদের সম্ভ্রমের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। শহীদদের রক্তকে তিনি বৃথা যেতে দেননি। তার কাছে বাইআত প্রদান করুন। তিনি কতইনা উত্তম আমির! এবং কতইনা উত্তম খলিফা!!

যারা বাইআত থেকে পিছিয়ে থাকতে চায়, তারা যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই বাণী স্মরণ করে সতর্ক হয়,

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থ: "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার কাঁধে কোনো খলিফার বাইআত নেই, সে যেন জাহেলিয়াতের মরা মরল।"[116]

তারা যেন সেসব সংশয় ও প্রোপাগান্ডার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, যেগুলো শয়তান ও তার অনুসারীরা মুসলমানদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য ছড়িয়ে থাকে।

116 মুসলিম, হাদিস নং ১৮৫১

চতুর্থ অধ্যায়: সংশয় নিরসন

প্রথম সংশয়:
দাওলা খারেজি! তাকফিরি!!

প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই দাওলাকে এই অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। এটা সেসব প্রোপাগান্ডার অংশ, যেগুলো যুগের সবচেয়ে বড় তাগুত আমেরিকা ও তার দোসররা আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী ও দুর্বল মুসলমানদেরকে সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে ছড়িয়ে থাকে। তাদের সাথে সাথে বানোয়াট ও মিথ্যা এই অপবাদ ছড়ানোতে অংশগ্রহণ করেছে দরবারি আলেমরা। এর দ্বারা তারা চায় সাধারণ মুসলমান ও যুবকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে এবং উম্মাহকে মুজাহিদদের ব্যাপারে বিতৃষ্ণ করে তুলতে, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও পরিবার-পরিজন ছেড়েছেন কেবল আল্লাহর দীনের সাহায্য ও মুসলমানদের সাহায্যের জন্য।

আমরা খারেজিদের, দাওলার সৈনিকদেরকে যাদের কাতারে ফেলা হয়েছে, আকিদা ও মানহাজ বর্ণনা করে এই সংশয় খণ্ডন করব। পাশাপাশি আমরা দাওলার আকিদা ও মানহাজ উল্লেখ করে একথা স্পষ্ট করে দিব যে, দাওলার আকিদা ও মানহাজ খারেজিদের ভ্রষ্ট আকিদা ও মানহাজ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

খারেজিদের পরিচয় ও আকিদা বিশ্বাস: খারেজি হলো পথভ্রষ্ট ও সৎ পথ থেকে বিচ্যুত একটা দল। তাদের আবির্ভাব ও বিচ্যুতির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেই জানিয়ে গেছেন।

চতুর্থ খলিফা আলী ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তাদের আবির্ভাব ঘটে। হযরত আলী ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমার

মাঝে সংগঠিত সিফফীন যুদ্ধে তারা আত্মপ্রকাশ করে। দুই দলের মাঝে যুদ্ধ চলাকালে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী তাদের তরবারি ও বর্ষার অগ্রভাগে কুরআন উঁচিয়ে ধরে। এর মাধ্যমে তারা উভয়ের মাঝে কুরআনকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করার আগ্রহ প্রদর্শন করে। কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারেন, এটা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার বাহিনীর লোকদের একটি কৌশল মাত্র। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের পরাজয় ঠেকাতে চাচ্ছে। তাই আলী রাদিয়াল্লাহু তার বাহিনীকে আদেশ করলেন তারা যেন লড়াই চালিয়ে যায়, বন্ধ না করে। কিন্তু আলি রাদিয়াল্লাহুর বাহিনীর একদল লোক লড়াই চালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তারা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর কৌশল দ্বারা প্রতারিত হয়।

তারা আমিরুল মুমিনীন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলে, আপনি আল্লাহর কিতাবের মীমাংসার প্রস্তাবে সাড়া দিন। পাশাপাশি তারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই বলে হুমকি প্রদান করে, আপনি যদি এই প্রস্তাবে সাড়া না দেন, তাহলে আমরা আপনাকে এই পুরো দলের সামনে ঠেলে দিব। অগত্যা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে এবং মুসলমানদেরকে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করার জন্য (কুরআনের মাধ্যমে) মীমাংসার বিষয়টি মেনে নেন। তখন উভয়দল মীমাংসার জন্য বসল।

আলী রাদিয়াল্লাহু তার পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করলেন। আর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করলেন। তখন খারেজিরা ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শন করে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, সে তো আপনারই লোক, আপনার পক্ষ

টানবে। আপনি আপনার পক্ষ থেকে আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠান। তিনি লড়াই বর্জন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণকামনা করেন। তখন আলী রাদিআল্লাহু আনহু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের কথায় রাজি হলেন।

উভয় বিচারক তথা আবু মুসা আশআরী ও আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা একত্র হয়ে রমাদান পর্যন্ত মীমাংসা মুলতবি ঘোষণা করলেন। তাই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনীর লোকদেরকে নিয়ে সিফফীন থেকে কুফায় ফিরে আসলেন। কিন্তু তখন খারেজিরা বেঁকে বসলো। তারা তাদের পূর্বের রায় বর্জন করল এবং মীমাংসার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করল। তারা এটাকে পথভ্রষ্টতা ও কুফর আখ্যা দিল। অথচ ইতোপূর্বে তারাই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই মীমাংসার প্রস্তাব গ্রহণের জন্য হুমকি দিয়েছিল। এভাবে তারা মুসলমানদের জামাত থেকে পৃথক হয়ে গেল। তাদের বারো হাজার লোক 'হারোরা' নামক এলাকায় গিয়ে জমা হল।

তখন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের কাছে পাঠিয়ে বললেন, আমি আসার আগ পর্যন্ত তুমি তাদের কথা ও অভিযোগের উত্তর দিও না। কিন্তু খারেজিদের তাড়াহুড়ার কারণে হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে কথা বলতে বাধ্য হলেন। তারা তার সাথে বিতর্ক জুড়ে দিল। এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে তারা যে মীমাংসার বিষয়ে তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে; এ বিষয়টি তুলে ধরলেন। তারা এ বিষয়ে তাদের আপত্তি উত্থাপন করে বলল, 'এতগুলো মানুষের রক্ত ঝরার পরেও আপনি কি এ ব্যাপারে মানুষকে বিচারক বানানো ইনসাফ মনে করেন?'

• • •

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমরা তো মানুষকে বিচারক বানাইনি বরং বিচারক বানিয়েছি কুরআনকে। কুরআন তো দুই মলাটের মাঝখানে লিখিত আকারে আছে, মানুষ উচ্চারণ না করলে সে নিজে নিজে কিছু বলতে পারে না।'

তারা বলল, 'আচ্ছা তাহলে বলুন আপনারা মীমাংসার জন্য এত দীর্ঘ সময় ধার্য করলেন কেন?'

তিনি বললেন, 'যেন বিষয়গুলো মূর্খরা জানতে পারে এবং আলেমগণ ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। হয়তো এই বিরতিতে আল্লাহ তা'আলা উম্মাহকে সংশোধন করে দিবেন। এবার যাও তোমরা শহরে প্রবেশ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর দয়া করুন।'

এরপর তারা সবাই শহরে প্রবেশ করল।[117]

কিন্তু কুফা শহরে যাওয়ার পরও তারা মীমাংসার বিষয়ে একের পর এক আপত্তি তুলতে লাগলো। যখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মীমাংসার জন্য আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠানোর সংকল্প করলেন, তখন খারেজিদের পক্ষ থেকে যুরআ ইবনু বারাহ ত্বায়ী ও হারকুস ইবনু যুহাইর সাদী এসে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, 'আপনি আপনার গুনাহ থেকে তওবা করুন এবং মীমাংসা প্রত্যাহার করুন। আমাদেরকে নিয়ে চলুন, আমরা আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।'

117 তারিখে তাবারি ৩/১১০

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমরা তো তাদের সাথে চুক্তি করেছি এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছি (তাই আমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি না)।'

হারকুস বলল, 'প্রতিশ্রুতি প্রদান করাটা ছিল একটা গুনাহ, সেটা থেকে তওবা করা উচিত।'

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'সেটা কোনো গুনাহ ছিল না, তবে দুর্বল সিদ্ধান্ত ছিল।'

তখন যুরআ বলল, 'আপনি যদি মানুষের মীমাংসা মানতে অস্বীকৃতি না জানান তাহলে আমরা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করব।'

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'দুর্ভোগ তোমার! মনে হয় তুমি আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছো। তোমার চেহারা ধূলোমাখা হোক।'

সে বলল, 'আমি এমনটাই কামনা করি। এরপর তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো মীমাংসা মানি না।'

এই স্লোগান দিতে দিতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে বের হয়ে গেল। আলী রাদিয়াল্লাহু একদিন খুতবা দিচ্ছিলেন তখন মসজিদের বিভিন্ন দিক থেকে তারা এই স্লোগান দিতে লাগলো। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহু আকবার! ওদের কথা তো ঠিক আছে কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ।' দ্বিতীয়বার খুতবা দেওয়ার সময়ও তারা এভাবে স্লোগান দিল।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু বললেন, ‘তোমরা আমাদের সাথে যতক্ষণ আছো ততক্ষণ আমাদের কাছ থেকে তিনটি সুবিধা পাবে।

(১) আমরা তোমাদেরকে মসজিদে এসে জিকির করতে নিষেধ করব না।

(২) যতক্ষণ আমাদের সাথে আছো আমরা তোমাদেরকে ফাই’ এর সম্পদ থেকে বঞ্চিত করব না।

(৩) তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার আগ পর্যন্ত আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না। তোমাদের ব্যাপারে আমরা আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা করব।’[118]

এরপর খারেজিরা আলী ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে কাফের ঘোষণা করলো এবং উভয় বিচারক আবু মুসা ও আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে কাফের ফতোয়া দিল। তারা উভয় পক্ষের বাহিনীকেও কাফের ফতোয়া দিল। এটা ছিল তাদের পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহর বুকে অনেক বড় আঘাত। তারা মুসলমানদের জামাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং আব্দুল্লাহ ইবনু খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছে এবং তার বাঁদীর পেট চিড়ে ফেলেছে।[119]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাছে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দাবি জানালেন, কিন্তু এতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, আমরা সবাই মিলে তাকে

---

118 মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা

119 মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক

(আব্দুল্লাহ ইবনু খাব্বাব ইবনুল আরাত) হত্যা করেছি। আমরা সবাই আপনাদের ও তাদের রক্তকে হালাল মনে করি।

আলী রাদিয়াল্লাহু তাদেরকে নসিহত করলেন ও উপদেশ দিলেন এবং সতর্ক করলেন। কিন্তু তারা লড়াইয়ের উপর গোঁ ধরে রইল। শেষমেষ তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে তাদের মধ্যে বাকি ছিল কেবল সাত বা আটজন। যারা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে তাদের মধ্য থেকেই নতুন করে খারেজিদের আবির্ভাব হয়। তবে পরবর্তীতে তাদের মধ্যে বিদআত, পথভ্রষ্টতা ও সত্য থেকে বিচ্যুতি ছিল আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি।[120]

তাদের কিছু ভ্রষ্টতার নমুনা:

(১) তারা কবিরা গুনাহকারীদেরকে কাফের বলে এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করে। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

(২) তাদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করলেই তারা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ মনে করে। অথচ এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত নয়।

(৩) তারা খোলাফায়ে রাশেদীনের দুইজন তথা ওসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে। পাশাপাশি অনেক সাহাবীকে কাফের

120 দুরারুস সানিইয়্যা ৯/২১৭

মনে করে। তাদের রক্ত বৈধ মনে করে। এমনকি তারা তাদের মতের বিরুদ্ধাচারণকারী প্রত্যেকের রক্তই বৈধ মনে করে।

(৪) তারা মনে করে কুরাইশি হওয়া ছাড়াও খলিফা হওয়া বৈধ। যাকে তারা খলিফা নিযুক্ত করবে এবং সে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে সেই খলিফা। চাই সে গোলাম হোক বা স্বাধীন হোক। আরব হোক বা অনারব হোক। খারেজীদের একটি উপদল 'নাজদাদ' গোষ্ঠী মনে করে খলিফার কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষ পরস্পরে একে অপরের সাথে ইনসাফ করবে। হ্যাঁ তবে যদি তারা খলিফা নিয়োগ দেওয়া আবশ্যক মনে করে, তাহলে খলিফা নিয়োগ দেওয়া জায়েজ। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ অনুসারে এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সুস্পষ্ট বিপরীত মত।

(৫) তারা যিনাকারী থেকে রজম-প্রস্তরাঘাতে হত্যা রহিত করে দিয়েছে এবং তারা সৎ পুরুষদেরকে অপবাদ আরোপকারীদের হদ বাতিল করে দিয়েছে।

(৬) তাদের মধ্যে কেউ কেউ সূরা ইউসুফ অস্বীকার করে। এটা হলো তাদের সবচেয়ে জঘন্য ও ঘৃণিত মত। এ মতের প্রবক্তা হলো খারেজিদের আজারিদা সম্প্রদায়। তারা বলে কুরআনে কোনো ভালোবাসার কাহিনী থাকতে পারে না।

এই হলো খারেজীদের কিছু ভ্রষ্ট আকীদার বিবরণ। যেগুলোর ব্যাপারে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা করেছে এবং এমনভাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে, যেমন নাকি ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ব্যাপারে এবং তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য বলে

গিয়েছেন। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ খারেজিদের ব্যাপারে বলেছেন,

يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ

অর্থ: "তোমরা তাদের সালাতের তুলনায় নিজের সালাত এবং সিয়াম নগণ্য বলে মনে করবে। এরা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করে না। তারা দীন হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়।"[121]

তাদের মধ্যে অনেক দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও ইবাদতের প্রতি আগ্রহ থাকবে। কিন্তু তারা হবে মূর্খ। যেমন বলেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি তাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ

অর্থ: "তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে আর মূর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা হতে বাদ দেবে।"[122]

121 সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৬১০

122 সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৩৪৪

তারা আসমানের নিচের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লাশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জাহান্নামের কুকুর আখ্যায়িত করেছেন। তারা হবে মূর্খ ও অল্পবয়স্ক।

এই ছিল সংক্ষিপ্ত পরিসরে খারেজি, তাদের আকিদা ও বৈশিষ্ট্যাবলির পরিচয়। তারা জমিনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিজীব। বিপরীতে দাওলাতুল ইসলামের আকিদা হুবহু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা। তাদের আকিদার মধ্যে বিদআত বা ভ্রষ্টতা নেই। তাদের সৈনিকদের ব্যাপারে আমরা ধারণা করি যে, তারা একনিষ্ঠভাবে রব হিসেবে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং মুহাম্মদ ﷺ কে নবী ও রাসূল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাদের ঈমান ও তাওহিদ অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা পৃথিবীর প্রত্যেক ভূখণ্ডে আল্লাহর দীনের সাহায্য এবং দুর্বল মুসলমানদের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে এসেছেন। দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়েছেন এবং ঘরবাড়ি ও পরিবার-পরিজন ও সম্পদ ত্যাগ করে ইসলামের প্রতিরক্ষায় বের হয়ে পড়েছেন। তারা দীন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং দীনের পতাকা উচু করেছেন। মুসলমানদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী সেই রাষ্ট্র শাসন করেছেন। মজলুমদের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং উম্মাহর হারানো গৌরব ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ তাদের মঙ্গল করুন এবং তাদের প্রতিদান আল্লাহর কাছেই। তাহলে কিভাবে এমন লোকদেরকে খারেজি বলা যায়? কিভাবে একজন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি এমন নির্জলা মিথ্যা অপবাদ বিশ্বাস করতে পারে?

• • •

দ্বিতীয় সংশয়:
দাওলাতুল ইসলাম নাকি মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জিহাদের ময়দানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে

তারা বলে বেড়ায়, দাওলাতুল ইসলাম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তাদের রক্তকে হালাল মনে করে। দাওলা নাকি নিজেদের মনমতো মুজাহিদদেরকে মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে রেখেছে। তাদের এই অপবাদের প্রত্যুত্তরে আমি বলব, সে আসলে নিজের দোষ আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে পালিয়েছে।

বাস্তবতা হলো, দাওলা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে না বরং তারাই দাওলার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এই বাস্তবতা কেউ ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারবে না। দাওলা আগে বেড়ে কারো সাথে লড়াই শুরু করেনি এবং এটা দাওলার মানহাজও না। আল্লাহ হেফাজত করুন।

মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করা তো দূরের কথা। বরং এটাও হতে পারে না যে, দাওলা কোনো নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করবে এবং তার রক্তকে বৈধ করার জন্য অন্যায়ভাবে তাকে কাফের, মুরতাদ বলবে।

যে ব্যক্তি বিভিন্ন জায়গায় দাওলা ও অন্যান্য দল ও সংগঠনের সমূহের মাঝে চলমান যুদ্ধের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবে, সে নিশ্চিত বুঝতে পারবে যে, দাওলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেনি যতক্ষণ না তাদের থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রকাশ পেয়েছে: হয়তো তারা পশ্চিমা ক্রুসেডার জোট কিংবা আরবের কুফফার জোটের সাথে মিত্রতা করেছে। অথবা তাগুত, মুরতাদ, শিয়া রাফিজি ও অগ্নিপূজারী

মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে। হয়তো তারা শরীয়ত ছেড়ে দিয়ে তাওহীদ বিরোধী গণতন্ত্রের অনুসরণ করে মুরতাদে পরিণত হয়েছে। অথবা তারা দাওলার বিরুদ্ধে আগে বেড়ে যুদ্ধ করেছে। দাওলা, দাওলার সৈনিকদের রক্ত ও মহিলাদের সম্ভ্রমের ব্যাপারে সীমালংঘন করেছে। এ সকল অবস্থাতেই কেবল দাওলা কোনো দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

আমরা যদি দাওলার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দল ও সংগঠনগুলোর দিকে লক্ষ্য করি, বিশেষ করে শামেরর ভূমিতে, তাহলে দেখব তারা হয়তো পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমাদের সাথে জোটবদ্ধ। বরং তাদের কেউ কেউ তো নির্লজ্জতার সাথে এর ঘোষণাও দেয়। কিংবা শরীয়তের পথ ছেড়ে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি শয়তানের পথ ধরে তারা মুরতাদে পরিণত হয়েছে। অথবা তারা বিদ্রোহী জালেম, যারা শয়তানের প্রোপাগান্ডায় প্রতারিত হয়ে দাওলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং দাওলার উপর সীমালংঘন করেছে।

লিবিয়াতে দাওলা শুরুতে কোনো দল বা সংগঠনের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি। কিন্তু দলগুলোই তাদের ওপর সীমালংঘন করেছে এবং তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং মুজাহিদদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে রক্ত ঝড়িয়েছে। কিছু দল তো দাওলার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তাগুত হাফতার বাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে। তারা আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত দাওলার নিয়ন্ত্রিত কিছু ভূমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আল্লাহর শরীয়তকে বাদ দিয়ে গাইরুল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করেছে। আবার কিছু ভূমি তাগুত হাফতার বাহিনীকে দিয়ে দিয়েছে। এ তো সুস্পষ্ট রিদ্দাহ। এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা খলিফার নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে আক্রমণ করে, আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী দেশ শাসনকারী মুজাহিদদেরকে হত্যা করে, সেই

দেশ থেকে শরীয়তকে বিতাড়িত করে গণতন্ত্র অনুযায়ী শাসন করে, কিংবা নিজেদের মন মত চুক্তি করে সেই ভূমিকে তাগুতের হাতে তুলে দেয়, তাদের কুফর ও রিদ্দাহ এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ সে মুসলমানদের দীন ও জীবনের উপর আগ্রাসী শত্রু। তাকে প্রতিহত করা ও দমন করা ফরজ।

খোরাসানে দাওলা আমেরিকা ও সেখানকার তাগুত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তারা সেখানে তাদেরকে বাইআত প্রদান করেনি এমন কোনো দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেনি। কিন্তু আকস্মিকভাবেই সেখানকার কয়েকটি দল খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। তারা দাওলার অনেক সৈন্যকে হত্যা করে এবং অনেক ভাইকে বন্দী করে। কাফের ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে দাওলার অর্জিত অনেক গনিমত তারা চুরি করে নিয়ে যায়।

এরপরও দাওলা ধৈর্য্য ধারণ করে এবং সৈন্যদেরকে শান্ত করে। সেসব দলের কাছে লোক মারফত বার্তা পাঠায়, যেন তারা তাদের কাজ থেকে তাওবা করে এবং আল্লাহর শরীয়তের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করে। পাশাপাশি মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে। কিন্তু তারা অহংকারের সাথে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই দলগুলো আসলে গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা পরিচালিত। ফলে দাওলার উপর কাফের ও মুরতাদদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইকারী এই দলগুলোর সীমালংঘনের উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাই দাওলা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং লড়াই করে। অবশ্যই পূর্বে যে যুদ্ধ শুরু করেছে সে অধিক জালেম।

•••

দাওলা ও অন্য দলগুলোর মাঝে যুদ্ধের বাস্তবতা বর্ণনা করার পর এবং সেসব মুরতাদ ও সীমালংঘনকারী বিদ্রোহী দলের মুখোশ উন্মোচনের পর আমি বলছি: দাওলা যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তারা কি আসলেই মুজাহিদ? তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কারণে কি জিহাদের ময়দানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে?

শামের মুরতাদ সাহওয়াত দলগুলো; দাওলার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এবং ইসলামী খিলাফাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যারা আমেরিকা ও আরবের তাগুতদের সাথে জোট করেছে, তারা কি মুজাহিদ? জাবহাতুন নুসরাহ; যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে মুরতাদদের সাথে হাত মিলিয়েছে, বিজিত অঞ্চল গাইরুল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকারী গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদীদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনাকারি ও আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদকারি দাওলার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তারা কি মুজাহিদ!

লিবিয়ার সাহওয়াত দলগুলো; যারা খিলাফার সৈনিকদের উপর আক্রমণ করেছে, খিলাফার নিয়ন্ত্রণে থাকা আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী শাসিত অঞ্চলগুলো কেড়ে নিয়েছে, এরপর সেগুলো গাইরুল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করেছে এবং কিছু এলাকা তাগুত হাফতার বাহিনীকে দিয়ে দিয়েছে, তারা কি মুজাহিদ?

খোরাসানের গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা পরিচালিত দলগুলো; যারা দুনিয়ার স্বল্প মূল্যে নিজেদের দীন বিক্রি করে দিয়েছে, নিজেদেরকে তাগুতের হাতের খেলনায় পরিণত করেছে, যেন তাগুতরা তাদের মাধ্যমে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে,

তারা কি মুজাহিদ! এরা যদি মুজাহিদ হয়, তাহলে খেয়ানতকারী, বিশ্বাসঘাতক, মুরতাদ আর কাকে বলা হবে?

দূরদর্শী ও বিচক্ষণ লোকদের কাছে দাওলাতুল ইসলাম ও তার শত্রুদের মাঝে চলমান দ্বন্দ্বের বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে গেছে। দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সবগুলো দল ও সংগঠনের বিশ্বাসঘাতকতা ও রিদ্দা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সত্য কথা হলো, এসব দলের বিরুদ্ধে দাওলার লড়াই হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানকে পবিত্রকরণ। কোনভাবেই বিশৃঙ্খলা নয়। খেয়ানতকারী ও মুরতাদদেরকে হত্যা করাই উত্তম, অকল্যাণ নয়। এটাই সাহাবায় কেরামের অনুসৃত পথ। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা।

সত্য অনুসরণ করতে চায় এবং সৎ পথের পথিক হতে চায় এমন প্রত্যেক মুসলমান যেন জেনে রাখে, দাওলাতুল ইসলাম আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ অনুযায়ী চলে। দাওলাতুল ইসলামের সকল কার্যক্রম শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। দাওলা সত্যের উপর আছে বিধায় তাকে এ সকল অপবাদ দেয়া হচ্ছে। এতসব সংশয়, অপবাদ ও যুদ্ধ নিকটতম ভবিষ্যতে দাওলার পরিপূর্ণ তামকীন ও কর্তৃত্বের প্রমাণ বহন করে বিইযনিল্লাহ। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না।

• • •

তৃতীয় সংশয়:
দাওলা নাকি জিহাদের আমিরগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বাইআত ভঙ্গ ও মুজাহিদদের কাতারে ফাটল ধরানোর জন্য আহবান করে

তাদের একটি মিথ্যা দাবি হলো, দাওলাতুল ইসলাম নাকি জিহাদের আমিরগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে মুজাহিদদের কাতারে ফাটল ধরানোর জন্য আহবান করে। আল্লাহর শপথ! এক্ষেত্রে তারা মিথ্যাবাদী। বরং দাওলা দল ও সংগঠনের সংকীর্ণতা থেকে বের হয়ে রাষ্ট্র ও খিলাফার প্রশস্ততার দিকে আহবান করেছে। দাওলা খিলাফার সাথে যুক্ত হওয়ার এবং এক ইমামের অধীনে একই পতাকাতলে সকল মুজাহিদদেরকে একত্র করার জন্য আহবান করেছে। বিভেদ ও দলাদলি ছেড়ে সবার প্রচেষ্টাকে একই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করার জন্য আহ্বান করেছে। যেন আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে মুজাহিদগণ অধিক শক্তিশালী ও অধিক প্রতিশোধ গ্রহণকারী হতে পারেন।

দাওলাতুল ইসলাম খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী তাকাব্বালাহুল্লাকে বাইআত প্রদান করা ওয়াজিব মনে করে। এটি শরীয়তের নির্দেশ। এখানে তর্ক-বিতর্ক চলবে না। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা প্রমাণ করে এসেছি যে, তিনি শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ খলিফা। কুরআন, সুন্নাহ ও আলেমদের ইজমা অনুযায়ী তার খিলাফা প্রমাণিত হয়েছে। তাকে বাইআত প্রদান করা থেকে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে গুনাহগার হবে। তার খিলাফা শরীয়তের আলোকে বৈধ খিলাফা। খিলাফার সকল শর্তসমূহ এতে পূরণ হয়েছে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও খিলাফায় যোগদান করা থেকে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তি গুনাহগার হবে।

• • •

এই ভিত্তিতে দাওলা মনে করে, খলিফার আবির্ভাব ও খিলাফার ঘোষণার পর অন্য সব দল ও সংগঠনের কোনো বৈধতা নেই। দাওলার এই অভিমত তাদের নিজেদের বানানো নয়। বরং এটা দীনে ইসলাম ও এর বিধান। এই আদর্শের উপরেই ছিলেন সকল সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং এ ব্যাপারে সকল আলেমগণ একমত। বিষয়টি আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে স্পষ্ট করে এসেছি যে, যদি আহলুল হল্লি ওয়াল আকদগণ খলিফাকে বাইআত প্রদান করেন, তাহলে তাকে বাইআত প্রদান করা সকল মুসলমানদের উপর ফরজ হয়ে যায়। এমনকি যদি কেউ তরবারির জোরেও শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করে তাহলে তার আনুগত্য করা ফরজ।

বাস্তবতা হলো, দাওলাতুল ইসলামের আহ্বান বিশৃংখলার আহবান নয়। বরং এটি সংশোধন ও সফলতার আহ্বান। আর বিপরীত পক্ষের আহ্বানগুলো মূলত বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলির। আলিমগণ ও মুজাহিদগণ যেন একটু ভেবে দেখেন, দুইটি দাওয়াতের কোনটি সাড়া দেওয়া ও অনুসরণের অধিকতর যোগ্য। মুসলমানদের রাষ্ট্র কি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবে? তাদের কাতারকে সুদৃঢ় করবে এবং সেখানে তাগুতের শাসনের পরিবর্তে আল্লাহর শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে? নাকি মুসলমানগণ এভাবে তাগুতের কর্তৃত্বের অধীনেই থাকবেন এবং গাইরুল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসিত হবেন? শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনটি উত্তম ও সঠিক? একজন ইমামের অধীনে পুরো উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হবে যিনি তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনা করবেন, নাকি একাধিক আমির ও অনেক দল থাকবে; প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকবে? নিঃসন্দেহে শরীয়তের দৃষ্টিতে ও সুস্থ বিবেকের

মতে ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং একতা বজায় রাখা উত্তম। এইতো শরীয়ত অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। খলিফাকে বাইআত প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে খলিফা হওয়ার সকল শর্ত পূরণ হয়েছে। আহলুল হল্লি ওয়াল আকদগণ তাঁকে বাইআত প্রদান করেছেন। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে এই সমস্ত দলাদলি ও খলিফাকে বাইআত প্রদানের ব্যাপারে পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই। সুস্থ বিবেকও এর অনুমতি দেয় না। অতএব দাওলাতুল ইসলামের আহ্বান হলো, দলাদলির সংকীর্ণতা থেকে বের হয়ে খিলাফাকে মেনে নেওয়া ও খলিফাকে বাইআত প্রদানের আহ্বান। এই দাওয়াত শরীয়তের আলোকে গৃহীত ও প্রমাণিত। তাতে রয়েছে সর্বপ্রকার কল্যাণ ও সফলতা; বিশৃঙ্খলা কিংবা ফাসাদ নয়। সত্যের অনুসারী প্রত্যেকের কর্তব্য হলো এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া। যথাসম্ভব দ্রুত সাড়া দেওয়া। কারণ এটাই হলো মুক্তি ও কল্যাণের পথ।

• • •

চতুর্থ সংশয়:
দাওলার কার্যক্রম নাকি মুসলমানদের ক্ষতি করছে এবং কাফের-মুরতাদদের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হচ্ছে

তারা বলে, দাওলাতুল ইসলামের কার্যক্রম নাকি মুসলমানদের ক্ষতি করছে। মুসলমানদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনছে না। কী জঘন্য মিথ্যা! দাওলার কার্যক্রম যদি মুসলমানদের ক্ষতি করতো এবং কাফের ও মুরতাদদের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হতো, তাহলে তো শত্রুরা দাওলার ব্যাপারে আনন্দিতই হতো। তাহলে আর তারা দাওলার বিরুদ্ধে লড়াই করতে না এবং সবাই মিলে একজোট হয়ে এভাবে দাওলার উপর ভেঙে পড়তো না। কাফের ও মুরতাদদের কামনা হলো মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া এবং শেষ করে দেওয়া। তাহলে তারা কেন এমন কারো বিরুদ্ধে লড়াই করবে যে তাদের পক্ষ হয়ে এই দায়িত্ব আদায় করে দিচ্ছে। যদি দাওলার কার্যক্রম মুসলমানদের জন্য ক্ষতি বয়ে আনতো, তাহলে কাফের ও মুরতাদরা দাওলার সাথে সুসম্পর্ক করতো এবং তাদের কাছে টেনে নিতো। তাদেরকে অনেক সম্মান করতো।

এই সংশয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী উত্তর হলো, শরিয়তের দৃষ্টিতে বাস্তবতা অবলোকন করা। হিংসা ও যুদ্ধের মনোভাব নিয়ে জালেম ও তাগুতি চোখে নয়। যে ব্যক্তি দাওলার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে সে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে যে, দাওলা লড়াইয়ে মুসলমানদের পক্ষে প্রধান ভূমিকা পালন করছে এবং এটাই একমাত্র মুসলমানদের দুর্ভেদ্য দুর্গ। দাওলা যেভাবে কাফের ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাচ্ছে এবং যুদ্ধের ময়দানে তাদের প্রতি কঠোরতা ও রূঢ়তা প্রদর্শন করে যাচ্ছে; এটা আল্লাহ

তা'আলার আদেশ এবং এটাই তাদের রব্বুল আলামীনের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ধারণকারী মুজাহিদ হওয়ার প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।" [123]

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ

অর্থ: "মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর।" [124]

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

অর্থ: "সুতরাং যুদ্ধকালে যদি তুমি তাদেরকে নাগালে পাও, তবে (তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে) তাদের মাধ্যমে তাদের পশ্চাদ্বর্তীদেরকেও বিক্ষিপ্ত করে ফেলবে, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।" [125]

---

123 সূরা আত তাওবাহ্: ১২৩

124 সূরা আল ফাতহ: ২৯

125 সূরা আল আনফাল: ৫৭

فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

অর্থ: "যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের সাথে যখন তোমরা মোকাবেলা করো, তখন তাদের গর্দানে আঘাত করবে। অবশেষে তোমরা যখন তাদের শক্তি চূর্ণ করবে, তখন তাদেরকে শক্তভাবে গ্রেফতার করবে। তারপর চাইলে (তাদেরকে) মুক্তি দেবে অনুকম্পা দেখিয়ে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে। (তোমাদের প্রতি এটাই নির্দেশ), যাবৎ না যুদ্ধ তার অস্ত্র রেখে দেয় (অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়)।"[126]

এই আয়াতগুলো এবং অন্যান্য অনেক আয়াত স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা কাফের ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কঠোরতা ও রূঢ়তা প্রদর্শন করতে আদেশ করেছেন। যেন সেটা পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা হয়ে থাকে।

কিন্তু তথাকথিত সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারীদের এটা ভালো লাগে না। যারা কাফের ও মুরতাদদেরকে কোনো কষ্টে পতিত দেখলেই চিৎকার ও চেঁচামেচি শুরু করে দেয় এবং মায়াকান্না জুড়ে দেয়। আর যখন তাদের তাগুত মিত্রদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর কোনো বিপদ চলে আসে, তখন তারা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে। টু শব্দটি পর্যন্ত করে না।

126 সূরা মুহাম্মাদ: ৪

তারা দাওলার সৈনিকদেরকে দোষারোপ করে ও আক্রমণ করে বলে, দাওলার সৈনিকগণ নাকি হিংস্র ও বর্বর। তাদের অন্তরে নাকি দয়া-মায়া বলতে কিছু নেই। আল্লাহর শপথ! তারা মিথ্যা বলেছে। দাওলার সৈনিকদের অন্তর অনেক বেশি নরম। তাদের অন্তরে অনেক দয়া ও মায়া। আপনারা সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা আপনাকে দাওলার সৈনিকদের ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিবে। তারা আপনাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, দাওলার সৈনিকদের এত কঠোরতা কেবল কাফের, মুরতাদ ও মুনাফিকদের উপর। আর কেনই বা তারা এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এত কঠোর হবেন না! যারা মুসলমানদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তারা আমাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের ভূমি দখল করে নিয়েছে। আমাদের পুরুষদেরকে হত্যা ও বন্দী করেছে। আমাদের শিশুদেরকে জবাই করেছে। আমাদের মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে এবং আমাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। দাওলার মুজাহিদগণ কেন তাদের সাথে কঠোর হবেন না এবং তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের হৃদয়কে প্রশান্ত করবেন না? কেন তারা বন্দী, এতিম ও বিধবাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না? কেন মুজাহিদগণ তাদের ওপর কঠোর হবেন না; যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করেছে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার বান্দাদের জন্য মনোনীত দীন ইসলাম ছেড়ে অন্য দীনের অনুসরণ করেছে? কেন মুজাহিদগণ এমন সম্প্রদায়ের সাথে কঠোর হবেন না; আল্লাহ তা'আলা যাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কঠোর হওয়ার জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছেন?

এটা হলো আল্লাহর মনোনীত দীন। তারা এই দীনকে আল্লাহর আদেশ মোতাবেক দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। তারা এ ব্যাপারে লজ্জাবোধ

করেননি। মানুষের সামনেই তারা এই দীনের উপর আমল করেছেন। তারা মুনাফিকদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য দীনের বিধানাবলী গোপন করেননি এবং কাটছাট করেননি। বিরোধীরা যা ইচ্ছা তাই বলুক। তারা কেবল তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্যই আমল করেন। এতে যদি পৃথিবীর সবাই অসন্তুষ্ট হয়, হোক। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং পৃথিবীতে তাদেরকে কর্তৃত্ব দান করবেন। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাদেরকে পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করেন এবং বিজয় দান করেন।

• • •

পরিশিষ্ট

এই কিতাবের পরিশিষ্টে এসে আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি, আল্লাহ তা'আলা যেন এই কিতাবকে নূর বানান। যার মাধ্যমে মানুষ ফিতনার ঘোর অন্ধকারে সঠিক পথ খুঁজে পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা যেন এই কিতাবকে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শনকারী বানান। আমীন। এখানে আমি তিনটি বার্তা পেশ করছি:

প্রথম বার্তা: আরব ও অনারবের কাফের, তাগুত ক্রুসেডার জোট ও তার সৈন্যদের প্রতি! হে আরব ও অনারবের তাগুতগোষ্ঠী! ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তোমাদের এই জোট, তোমাদের এই যুদ্ধ কেবল আমাদের দৃঢ়তা, অবিচলতা ও শক্তিই বৃদ্ধি করবে। তোমাদের কার্যক্রম কিছুতেই আমাদের বাহুকে দুর্বল করতে পারবে না এবং আমাদের সংকল্পে চিড় ধরাতে সক্ষম হবে না। আমরা একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করি এবং তাঁর কাছেই দৃঢ়তা প্রার্থনা করি। তোমরা তোমাদের সকল চক্রান্ত একত্র করো এবং তোমাদের সকল শক্তি নিয়ে আসো, যত পারো তর্জন গর্জন করো, আল্লাহর কসম! তোমাদের এতসব শক্তি আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাদের শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো। তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র হবে আমাদের গনিমত এবং তোমাদের দেশেই আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। তোমাদের কারাগার থেকে বন্দিদেরকে মুক্ত করবো এবং তোমাদের মহিলাদেরকে দাসী বানাবো। তোমাদের শিশু ও বয়স্কদেরকে গোলাম বানাবো। আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন আমাদের অভিভাবক আর তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই। কেননা আমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করি। আর তোমরা লড়াই করো তাগুতের পথে ও শয়তানের পথে। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। তোমরা

তোমাদের দুর্দশার জন্য অপেক্ষা করো এবং তোমাদের গর্দানগুলোকে প্রস্তুত রাখো। তোমাদের যুদ্ধসামগ্রী ও সৈনিকদের ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বার্তা: সর্বস্তরের মুসলমানদের প্রতি! যারা সত্য, কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে চায়। এটাই আপনাদের দাওলা (রাষ্ট্র)। যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপনাদের দীনের ও আপনাদের সাহায্যের জন্য। অতএব মুনাফিক ও কাফিরদের কথা যেন আপনাদেরকে প্রতারিত না করে। আপনাদেরকে যেন প্রতারিত না করে দরবারী ওলামায়ে সু'দের কথা, যারা দুনিয়ার স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে নিজেদের দীনকে বিক্রি করে দিয়েছে এবং দীনের নামে আপনাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। তারা আপনাদেরকে এবং আপনাদের সম্পদ-সম্মান ও দেশকে তাগুতের হাতে তুলে দিতে চায়। আপনাদের সামনে আছে আপনাদের রাষ্ট্র। আপনারা দ্রুত এখানে চলে আসুন এবং এর সাথে যোগদান করুন। আপনাদের সামনে আছেন দাওলার মুজাহিদগণ। তারা আপনাদের এবং আপনারা তাদের। তারা আপনাদের জন্যই নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়েছেন। আপনাদের সাহায্যের জন্য নিজেদের জীবনের মূল্য ভুলে গিয়েছেন। অতএব আপনারা অনুগ্রহের মাধ্যমে তাদের অনুগ্রহের প্রতিদান দিন এবং সর্বোত্তম মুজাহিদদের সর্বোত্তম সাহায্যকারী হোন।

তৃতীয় ও সর্বশেষ বার্তা: দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদিনগণের প্রতি! আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে হেফাজত করুন। নেতৃবৃন্দ, কমান্ডারগণ ও সৈনিকগণ সবাইকে আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করুন। হে আমাদের চোখের শীতলতা ও মাথার মুকুট! হে মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের প্রহরীগণ! কাফেরদের মোকাবেলায় মুসলমানদের প্রতিরক্ষা কারীগণ! আল্লাহ

তা’আলা আপনাদের জিহাদ ও সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা কবুল করুন। আপনাদের মধ্যে বারাকাহ্ দান করুন এবং আপনাদের হাতে বিজয় দান করুন। এই উম্মাহ্র হেফাজতে ও প্রতিরক্ষায় আপনাদের টিকিয়ে রাখুন।

আপনারা এই উম্মাহ্র আওয়াজ উঁচু করবেন এবং পতাকা উঁচিয়ে ধরবেন। আল্লাহ্র বরকতের উপর ভরসা করে সামনে এগিয়ে যান। আপনাদের বিরোধিতাকারি এবং আপনাদেরকে শত্রুর সামনে একাকী যারা ছেড়ে দেয়, তারা আপনাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। পুরো ভূখন্ড আল্লাহ্র শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করুন। দৃঢ়তার সাথে জিহাদ চালিয়ে যান এবং মুমিনদের হৃদয় প্রশান্ত করুন। কাফের ও মুরতাদদের ব্যাপারে কোনো দয়া দেখাবেন না। তবে মুসলমানদের ব্যাপারে সাবধান! তাদের সাথে নরম আচরণ করুন। তাদের ছোট-বড় সবার সাথে ভালো ব্যবহার করুন। আপনারাই তাদের আশা-ভরসা, তাদের নিরাপত্তার (বাহ্যিক) মাধ্যম।

আমিরুল মুমিনীন ও খলিফাতুল মুসলিমীন, দুঃসাহসী বীর যোদ্ধা শায়খ আবু বকর আল বাগদাদী আল কুরাইশি তাকাব্বালাহুল্লার প্রতি! আপনি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন এবং সর্বোত্তম প্রজাদের সর্বোত্তম শাসক হোন। অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদেরকে শাসন করুন। তাহলে আপনিও সফল হবেন, আমরাও সফল হবো ইনশাআল্লাহ। জিহাদ চালিয়ে যান। আল্লাহ তা’আলা আপনার পদক্ষেপকে সঠিক করুন। দেশসমূহ বিজয় করুন। ইনসাফের সাথে শাসন করুন। মজলুমদের হক ফিরিয়ে দিন। দুর্বলদের সাহায্য করুন। বন্দীদের মুক্ত করুন। দীন ও (মুসলমানদের) সম্ভ্রমের প্রতিরক্ষা করুন। আমাদেরকে নিয়ে আপনি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী সামনে এগিয়ে চলুন। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাহলে

আমরাও আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো। রক্তের বদলে রক্ত ঝরান এবং ধ্বংসের বদলে ধ্বংস করুন। আমরা সুখে-দুখে, সচ্ছলতায়-অসচ্ছলতায় এবং আমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়া অবস্থাতেও আপনার হুকুম মানার এবং আপনার আনুগত্য করার বাইআত গ্রহণ করেছি। আমরা যেখানে থাকি না কেন সর্বদা সত্য বলব। আল্লাহর (বিধি-বিধানের) ব্যাপারে আমরা কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করি না। আমরা শাসকদের বিরোধিতা করবো না; যতক্ষণ না তার মধ্যে সুস্পষ্ট কুফর দেখতে পাই; যে ব্যাপারে আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ আছে। আমরা আমাদের কথার ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি।

অতএব হে আমাদের আমির! আমাদেরকে নিয়ে সামনে এগিয়ে চলুন। নরম কিংবা নত হবেন না। দীনের ব্যাপারে শিথিল হবেন না এবং দর কষাকষি করবেন না। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ তা'আলা যেন আপনাকে বারাকাহ দান করেন, আপনার বয়সে বারাকাহ দান করেন এবং সবদিক থেকে আপনাকে হেফাজত করেন। তিনি যেন আপনাকে তার পছন্দনীয় পথে পরিচালিত করেন। তিনি যেন আপনাকে এমন কিছু সৎসঙ্গী জুটিয়ে দেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে আপনাকে সহযোগিতা করবে। হে আমাদের আমির! আপনার প্রতি সালাম আপনি যেখানেই থাকুন না কেন।

সর্বশেষ বলবো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যার অনুগ্রহে সকল ভালো কাজ সম্পন্ন হয়। আমার এই লেখার মধ্যে যদি কল্যাণ থেকে থাকে, যদি এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত হওয়া যায়। তাহলে এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও তাওফিক। আর যদি পদস্খলন ঘটে বা ভুল হয়, তাহলে এটা আমার পক্ষ থেকে এবং শয়তানের পক্ষ থেকে।

• • •

হে আল্লাহ! সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নেতা মুহাম্মদ ﷺ, তার পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীদের প্রতি। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য।

লিখেছেন,
আবু উসামা আল আনসারী
আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং তার সন্তানদেরকে ক্ষমা করুন।
১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ২০১৫ সাল